

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ



PRINTED BY K. L. MAITY, AT THE
PONCHANON PRESS.
25/3, Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

সৈরিন্ধ্রী

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ
"ভাণ্ডারী-অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস কর্ত্তৃক
সুরলয়ে গঠিত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮ সাল।

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

নিবেদন।

মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব-অন্তর্গত কীচকবধের অংশাবলম্বনে "সৈরিন্ধ্রী" নাটক লিখিত। সৈরিন্ধ্রীর আভিধানিক অর্থ—পরগৃহস্থিতা কর্ম্মদক্ষা স্ববশা শিল্পকারিণী। দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী যখন পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে অনুগামিনী হন, তখন ছদ্মবেশে বিরাট-সভায় রাজার সম্মুখে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির—কঙ্ক, ভীম—বল্লব, অর্জ্জুন—বৃহন্নলা, নকুল—গ্রন্থিক, সহদেব—তন্ত্রীপাল এবং দ্রৌপদী উক্ত "সৈরিন্ধ্রী" নামে পরিচয় দেন। ছদ্মবেশিনী দ্রৌপদী বিরাটগৃহে রাজরাণীর আশ্রয় লাভ করিয়াও শান্তি পান নাই। রাজ-শ্যালক লম্পট কীচক দ্রৌপদীর রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন এবং বিফলমনোরথে তার জন্য দ্রৌপদীকে অল্প-বিস্তর মর্ম্মপীড়া সহিতে হয়; অবশেষে পাচকের কর্ম্মে নিযুক্ত বল্লব নামী ভীম পত্নী-অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন বিরাটরাজের নাট্যশালায় নিশীথ রাত্রে পানোন্মত্ত কীচককে বধ করিয়া। এইখানেই দ্রৌপদীর "সৈরিন্ধ্রী" নামের শেষ নয়—মাত্র নাটকের শেষ কীচকবধে। পাঠক-পাঠিকার প্রতি সানুনয় নিবেদন—নাটকখানির আংশিক ত্রুটী যথাবিধি মার্জ্জনীয়—

গ্রন্থকার।

পাঠে তৃপ্তি ! উপহারে প্রীতি !! অভিনয়ে দীপ্তি !!!

সারাটা বঙ্গ আজ যে নাটকের সুখ্যাতিতে মুখরিত—

সর্ব্বজনপ্রিয় দার্শনিক কবি ও নাট্যকার

পণ্ডিত শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত—

বীর ও ভক্তিরসাশ্রিত নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

দুর্গোৎসবে সমাধি

কলিকাতার "রয়েল বীণাপাণি-অপেরা" কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সমান যশের সহিত অভিনীত হইতেছে।

"দুর্গোৎসবে সমাধি"র এমন দেশব্যাপী যশ কেন ?

কারণ—পঙ্কজবাবুর রচনার চাতুর্য্য—ভাষার লালিত্য—ছন্দের মাধুর্য্য—ভাবের গাম্ভীর্য্য—গানের সৌন্দর্য্য !

ইহাতে কি দেখিবেন ?

দেখিবেন—ভাবোন্মত্ত ভাবুক গুরুভক্ত শিষ্য সমাধির অতুলনীয় গুরু-ভক্তি, স্বজাতি-প্রীতি, ভ্রাতৃপ্রেম—রাজভ্রাতা অনাদির ভ্রাতৃভক্তি ও দেশাত্মবোধ—অত্যাচারী সম্রাট মহীধরের সাম্রাজ্যলিপ্সা—রাজপুত্র দীলিপের মাতৃভক্তি—সপ্ততরী সহ সমাধি-করে পিতৃসহ বন্দিনী হওয়ার জন্য দাম্ভিকা কুমতির লোমহর্ষণকারী প্রতিশোধ গ্রহণ—পতিতা নমিতার সাত পাকে পাক দেওয়া বঁধুর জন্য মর্ম্মন্তুদ অনুতাপ—রাণী বাসন্তীর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত অতুলনীয় পতিভক্তি—রাজভ্রাতা দিনকর ও সেনাপতি শঙ্করের মধ্যে প্রণয়-রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আর আছে সেই রহস্যময়প্রাণ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—অষ্টসিদ্ধির সাধক মেধস মুনির দেশ ও দশের সেবা—রাজ্যহারা শ্রীহারা সুরথের দুর্গাপূজা ও পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি।

আরও আছে—

দেবতা ও দানবে ভীষণ যুদ্ধ—প্রলয়ক্ষণে চক্রহস্তে জগন্নাথের আবির্ভাব ও সৃষ্টিরক্ষা—কামাখ্যার মহাপীঠে সমাধি কর্ত্তৃক ঘটস্থাপনে বাসন্তী দুর্গার চিণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা ও সমাধিলাভ প্রভৃতি বহু প্রাণস্পর্শী ঘটনায় পূর্ণ। প্রত্যেক গানখানি সরল ও মাধুর্য্যময়—পথে, ঘাটে, বৈঠকে গাহিবার ও শুনিবার। সহজে অভিনয় হয়। (৪খানি ফটোচিত্রসহ) মূল্য ১৷৹ টাকা।



শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

প্রজাপতি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পবন, আশ্বিন, রেবন্ত, মহাবল (দৈত্য), যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব।

বিরাট	...	...	মৎস্যাধিপতি।
উত্তর	...	...	ঐ পুত্র।
কীচক	...	...	ঐ শ্যালক।
সোমদেব	...	...	নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।
অভিরাম	...	...	ছদ্মবেশী তপ্তা মুনি।
মধুমঙ্গল	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
লছমন সিং	...	...	কীচকের আশ্রিত।
ঘেঁচিরাম	...	...	লছমনসিংয়ের চেলা
সখারাম	...	...	কীচকের সহচর।
বাদল	...	...	জনৈক প্রজা।

অভিশাপ, রাজদূত, নাগরিকগণ, সিদ্ধপুরুষগণ, পঞ্চভূত, মাগধগণ, সূতবালকগণ, বৈতালিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

উর্ব্বশী, প্রজাপতিপত্নী, কুমতি।

কেতকী	...	...	দক্ষকন্যা।
দ্রৌপদী	...	...	সৈরিন্ধ্রী।
সুদেষ্ণা	...	...	বিরাটরাজ-মহিষী।
উত্তরা	...	...	ঐ কন্যা।
গৌরী	...	...	সোমদেব-পত্নী।

নর্ত্তকীগণ, সখিগণ, অপ্সরাগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

সৈরিন্ধ্রী।



প্রস্তাবনা।

নদীতীর।

প্রজাপতি।

প্রজাপতি।—

গীত।

বাহবা বাহবা বাহবা কি মজা কি মজা।
ওলো রূপসী তাপসী কেতকী
শুনে যা—শুনে যা—শুনে যা॥
কাণ পেতে শুনেছি আমি,
কয়েছিলি পঞ্চবার দাও স্বামী,
শিব-বরে তাই পঞ্চ স্বামী পঞ্চনামী
পাবি মহারথী রাজা॥

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। ছিঃ-ছিঃ, একি ঘৃণ্য বরদান ?
পতি-আশে ব্যোমকেশে তুষি'
পঞ্চবার চাহিলাম—পতি দেহ মোরে,
কহিলেন শূলপাণি—

পঞ্চবার প্রার্থনা কারণ
পঞ্চ স্বামী মিলিবে আমার।
একি জঘণ্য আচার—
শাস্ত্র-বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী!
অনুমানি, শূলপাণি
উপহাস করিলেন মোরে।

প্রজাপতি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দেব ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পবন,
অশ্বিনী-যুগনন্দন পূর্ণযৌবন,
বর বরাননে পঞ্চ জনে ফুল্লমনে
সগুণভূষিত তেজো॥

ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পবন, আশ্বিন ও রেবন্তের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কে তুমি লো নদীকূলে কাঁদিছ যুবতী?
অশ্রুজলে তব সৃষ্ট হয় কনক-কমল—
খরস্রোতে ভাসি' যায় মন্দাকিনী-জলে!
অম্লান কমলদল—গন্ধে মন মোহে—
বিস্মিত হইল চিত,
তদন্ত জানিতে আসিলাম আশুগতি
লক্ষ্য করি ভাসমান ফুলরাশি যত।
কহ সুবদনী, কিবা হেতু ফেল আঁখিজল?

কেতকী। দক্ষের নন্দিনী আমি—
ছাড়িয়া সংসার-সুখ জন্ম-তপস্বিনী;

পতি-আশে তাপসী সাজিনু—
অশিব লভিনু হায় শিবপূজা করি!
পাগলিনী বোধে
আশুতোষ কহিলেন মোরে,
পঞ্চ স্বামী মিলিবে আমার!

ইন্দ্র। কিবা ক্ষোভ তায়—
বিধি-ইচ্ছা হউক পূরণ!
শুন লো ভামিনি!
ইন্দ্র, ধর্ম্ম, দেবতা পবন,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় আশ্বিন, রেবন্ত
উপস্থিত সম্মুখে তোমার,
ইচ্ছা যদি তব—
মনোমত জনে বর বরাননে!

কেতকী। একি—একি!
অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব এই পঞ্চ জন—
সুন্দর সুঠাম; পঞ্চ জনে
দেহ মন বিকাইতে চায়!
লাজ-লজ্জা ভয়ে
চাহি যদি একজনে স্বামীরূপে মোর,
কারে দিব বরমাল্য বুঝিতে না পারি!
পঞ্চ জন সম রূপবান—
পঞ্চ বাণ বিঁধিল মরমে মোর!

ইন্দ্র। বুঝেছি ভামিনি!
প্রিয় তব পঞ্চ জন মোরা।

দিব লো কামিনী,
হেন প্রিয়তার যোগ্য প্রতিদান।
মুছ আঁখিবারি,
ত্যজ লো আক্ষেপ—
এই দেহ ত্যজি' জন্ম লহ ভূমণ্ডলে,
পরজন্মে পঞ্চ জন মোরা
স্বামী হবো তব। আসি এবে—
বৃত্রাসুর পড়িয়াছে দেবের সমরে ;
বৃত্রাসুরপিতা ক্রুদ্ধ ত্বষ্টা মুনি
পাতি পাতি করে অন্বেষণ—
মম সহ দেবতানিকরে
পুড়াইতে অভিশাপ দানে।
বজ্রদৃষ্টি সুভীষণ দৈত্য এক
সৃজিলেন মুনি ; আসিবে এখনি—
রহিলাম পর্ব্বতগহ্বরে।
কহে যদি তোমা, কহিও ভামিনী—
নাহি জ্ঞান সন্ধান মোদের,—
দিব এর যোগ্য পুরস্কার।

[ইন্দ্র, ধর্ম্ম, পবন, অগ্নি ও রেবন্তের প্রস্থান

প্রজাপতি।—

গীত

তবে বিধুমুখে হাস বিধুমুখী সুহাসিনী।
মঙ্গল কর পতির তোমার পতিব্রতা সোহাগিনী

পতির প্রেমে বিভোরা হইয়ে সাজ লো পতির দুয়ারী,
কল্যাণ কর পতির তোমার কল্যাণ তরে ভিখারী,
তারা স্বরগের—অতি গরবের,
তব সাধনার প্রিয় মরমের,
কর কল্যাণ কিছু জগতের যদি হবে সতী পতিগামিনী।

[প্রস্থান।

মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। কই ইন্দ্র, কই ধর্ম্ম,
রেবন্ত, আশ্বিন, বায়ু—
বৃত্রাসুরহন্তা কোথা গেল
খুঁজিয়া না পাই!
গদাঘাতে চূর্ণ করি দেবত্ব-অস্তিত্ব যত
অমরত্ব লোপ করিব সবার!
ত্বষ্টা মুনি সৃজিলেন মোরে
সংহারিতে দেব-কুলাঙ্গারে!
কই—কোথা গেল দেব পুরন্দর,
নাহি পরিত্রাণ আজি মহাবল-করে!
যাই—দেখি ওই পর্ব্বতগহ্বরে—
[যাইতে উদ্যত ও সহসা কেতকীকে দেখিয়া]
আহা, একি হেরি
অপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্র মনোহর!
কে তুমি কামিনী মরালগামিনী
আপনার মনে ভ্রমিছ হেথায়?
ওহো—স্মরশরে তনু জ্ব'লে যায়!

সুন্দরী, কে তুমি ?
এসেছ কি বরমাল্য দিতে পতি-অন্বেষণে ?
মোহিনী সুন্দরী ! দেহ মাল্য মোরে,
আমি তব যোগ্য পতি।

কেতকী। বিবাহিতা আমি,
আসি নাহি পতি-অন্বেষণে,
পতির দুয়ারে দুয়ারী রয়েছি আমি।

মহাবল। অনুমানি—
অযোগ্যের গলে দিলে বরমাল্য !
ত্যজ পূর্ব্ব পতি,
মোরে বর বরাননে !

কেতকী। দূরে রহ কামুক লম্পট !
সতী নারী পতি চিনে তার।
লম্পটের শিরে করি পদাঘাত,
সতী সদা সতীত্বের রাখেন মর্য্যাদা।

মহাবল। নির্জ্জন এ পর্ব্বত প্রদেশে
মহামুনি ত্বষ্টাসৃষ্ট মহাবল আমি
কেশে ধরি তব ল'য়ে যাই যদি,
কে রাখিবে সুন্দরী তোমায়—
কোথা রবে তব
তেজ গর্ব্ব অহঙ্কার সতীত্ব-গৌরব ?

কেতকী। কেশ কহ যারে,
কেশ নহে—ফণিনী-বাহিনী সব!
ধর যদি কেশে,

তীব্র হলাহল ঢালিবে সর্পিনীসভ্য
দংশি তব শিররন্ধ্রমাঝে।
পার, ধর মোর কেশে!

মহাবল। মহাবলী মহাবল
নাহি ডরে নারীর বচনে।
দেখ তবে গর্ব্বিতা রমণী—

[কেতকীকে ধরিবার চেষ্টা]

কেতকী। দূর হ'—দূর হ' অধম রাক্ষস,
মহাবল ঘুচে যাবে তোর!
জন্মাবধি তপস্বিনী আমি,
মিথ্যা নাহি হবে, ধ্বংস হ'বি—
ধ্বংসের কামনা করি যদি তোর!

মহাবল। কর্ ধ্বংস,
দেখি তোর ধ্বংসের কামনা!

[কেতকীর কেশাকর্ষণ]

কেতকী। কে আছ—কে আছ মহান প্রধান,
কে আছ দেবতা! কাঁদে সতী,
কর দুর্গতি মোচন তার।
ছাড়্ ছাড়্রে দুর্ম্মতি!
নহে পদাঘাতে
চূর্ণ করি মহাবল তোর,
চিরতরে করিব রে বিলুপ্তচেতন।
পদাঘাত—পদাঘাত—
শত পদাঘাত জঘন্য আচারে তোর!

মহাবল। কহ, বরিবে কি না বরিবে
পতিত্বে আমায়? দেহ মাল্য—

কেতকী। নাহি মাল্য—শোন মূর্খ!
দিব পদাঘাত ওই মুখে তোর।

মহাবল। ধর্—ধর্ রে পাপিনী মম পদাঘাত—

[কেতকীকে পদাঘাত]

দ্রুতপদে পবনের প্রবেশ।

পবন। আরে আরে ঋষিস্পৃষ্ট
গর্ব্বিত কামুক মহাবল!
হৃতবল এখনি হইবি—
সতী-অভিশাপে অশনিসম্পাতে
চূর্ণ হবে পাপ কলেবর তোর!

মহাবল। কে তুই—কে তুই, পতঙ্গ সমান
স্বেচ্ছাবশে ছুটে এলি অনল সকাশে?
আয় তবে, বধি তোরে
লভিব এ অপূর্ব্ব ভামিনী।

কেতকী। লহ দেব—লহ এর যোগ্য প্রতিশোধ!
পত্নী তব পদাঘাতে জর্জ্জরিতপ্রাণ,—
কামুক লম্পটে ধ্বংস কর ত্বরা!
পাপস্পর্শে অপবিত্র দেহ
গঙ্গাজলে দিনু বিসর্জ্জন—
পরজন্মে বরিব তোমায় যোগ্য পতিরূপে।

[প্রস্থান।

পবন। দেখ্ রে দুর্ম্মতি! অপমানে সতী
গঙ্গাজলে দেহ তার দিল বিসর্জ্জন!
মম পত্নী-অপমান
রবে হৃদে জলন্ত অক্ষরে লেখা!
ভুমণ্ডলে জন্ম লবে যবে
ওই সতী দ্রৌপদী নামেতে,
আমি যাবো ভীম কলেবরে
বৃকোদর নামে সে দ্বাপর যুগে,—
তুই যাবি বিরাট ভবনে
মৎস্য দেশে কীচক নামেতে
মদ্যপায়ী কামুক লম্পটরূপে!
যেই পদাঘাতে
সতী-দেহে দিছিস্ বেদনা,
সে বেদনা মরতে পাইবে যবে
দ্রৌপদী সুন্দরী, ভীম পদাঘাতে—
ভীমরূপী দুর্ব্বার বল্লভ নামী আমি,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে সংহারিয়া তোরে
প্রতিহিংসা মম করিব নির্ব্বাণ!

[উভয়ের যুদ্ধ]

এবে পঞ্চ শক্তি-বাণে
দেখ্ কিবা তোর মৃত্যুর বিধান!
এসো—এসো পঞ্চভূত,
ল'য়ে পঞ্চবাণ পঞ্চরশ্মি যাহা—
ধ্বংস কর অরাতি ভীষণ! [শরত্যাগ]

গীতকণ্ঠে তেজহস্তে পঞ্চ ভূতের প্রবেশ

পঞ্চ ভূত।—

ত।

মহাশঙ্খ নাদিল পবনস্বননে মহারশ্মি সাজিল সমরে।
দেবদুন্দুভি ঘন বাজিয়া উঠিল জয় রব উঠে অদূরে॥
দীপ্ততেজে দানবে দলিতে শাঠ্য লুপ্ত করিতে,
স্বলোকে জাগিল অমরসঙ্ঘ সমরে শত্রু নাশিতে,
মোরা গর্ব্ব গরিমা করি হতবল, দলিব বলী মহাবল.
তেজ সঙ্গে গভীর মন্দ্রে উড়াবো রঙ্গে কীর্ত্তি-নিশান সমীরে

[প্রস্থান

মহাবল উঃ, ভীষণ উত্তাপে অস্থি মাংস
গ'লে গেল সমুদায়—প্রাণ বাহিরায়!
কোথা শান্তি—
কোথা জ্বালানাশী অগাধ বারিধি,
তব গর্ভে দাও গো আশ্রয় মোরে!

[বেগে প্রস্থান

পবন। জল কোথা পাবি?
অগ্নিদাহ—অগ্নিদাহ,
ভস্ম হ'বি পুড়ে—বায়ু সঞ্চালনে
মহাশূন্যে যাবি মিশাইয়া!
পাপ কর্ম্মফলে যোগ্য শাস্তি নিলে,
ত্রিদিবের প্রশস্ত বিধান—

প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রজাপতি ও প্রজাপতিপত্নীর প্রবেশ

গীত।

প্রজাপতি।— ওলো চাঁদবদনী রঙ্গিন্ ধনী আয় নাচি মধু বায়।
বিমল আকাশ মিলন-বাতাস
তরতরে ধায় মন মাতায়॥

প্রঃ-পত্নী।— বাতাসে সাম্‌লে চলা দায়,
মলয়ে বিলাস পাছে ধায়,
অলসে আবেশে বিভোরা বঁধু মারুতে মরি হায়॥

প্রজাপতি।— আমি ফিরি তোর্ পায় পায়,
বিরহে মরি যাতনায়,

প্রঃ-পত্নী।— বিরহ তোর অহরহ আমার দেখে হাসি পায় :—

প্রজাপতি।— প্রাণ শুধু তোর কথা কয়,
সত্যি সত্যি—মিছে নয়,

উভয়ে।— মোরা দুয়ের প্রেমে ম'জে দু'জন ঢ'লে পড়ি গায় গায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোমদেব ঠাকুরের বাটীর সম্মুখ।

নগরবাসীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

আসে ঘন রাত্রি মোরা দীন যাত্রী,
আলো দাও—আলো দাও আজি অন্ধকারে ॥
পথে যেতে পদে কণ্টক ফুটে,
আলো দাও—আলো দাও এসেছি দ্বারে ॥
বনানী বিপুল উচ্চশিরে ভীতিময়,
শ্বাপদ গরজে দংশিতে করিতে লয়,
শক্তি দাও শক্তি দাও সাধিতে জয়,
মুক্তি দাও ডাকি যুক্ত করে ॥
স্বার্থ কুনীতি দুর্গতি দলিত কর,
সম্মান সম্পদ লুপ্ত বিপুলতর,
কাঁদে দীনগণ, কাঁদে রমণী জন,
দুঃখ হর—মোরা জাগাতে জেগেছি শক্তিধরে ॥

বাদল ও সোমদেবের প্রবেশ।

বাদল। ঐ শোনো, ও গান নয় দাদাঠাকুর—আনন্দ নয়! আমাদেরই স্বজাতি তোমার দ্বারে এসে মাথা ঠুক্‌ছে—আক্ষেপ কর্‌ছে!

সোমদেব। তা তোরা আমার কাছে আসিস্ কেন?

বাদল। তোমার কাছে না এলে আমরা কার কাছে দাঁড়াবো দাদা-ঠাকুর?

সোমদেব। আমার কাছে না এলে এত বড় বিশ্বসংসারে তোদের দাঁড়াবার আর স্থান নেই?

বাদল। আমাদের কথা কে শুন্‌বে বল?

সোমদেব। তা বটে, ঠাউরেছিস্ মন্দ নয়!

বাদল। আমাদের ব্যথা কাতরতা তুমি না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে বল?

সোমদেব। ওরে হতভাগারা, আমি কি দেখ্‌বো? আমিও যে তোদের মতন হাত-পা-ওলা মানুষ! আমারও খড়ের চাল, আগুন লাগ্‌বার ভয় আছে। মিছে আমার কাছে কেন দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তে আসিস্?

বাদল। দোহাই দাদাঠাকুর, আমাদের একটা উপায় কর!

সোমদেব। আমি তোদের কোন উপায় কর্‌তে পার্‌বো না। আমায় ডাকিস্‌নি, আর জ্বালাতন করিস্‌নি! তোদের জন্যে আরো আমি শান্তি-সোয়াস্তি হারাতে বসেছি। ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাহ্নিক, পুঁথি পড়া—তাও পড়্‌তে দিবি না?

বাদল। তুমি রাগ কর্‌লে আমরা যাই কোথা দাদাঠাকুর?

সোমদেব। তোদের রাজাকে জানা, রাজা এর প্রতিকার করুন!

বাদল। আমরা সেখানে পৌঁছুতে পার্‌বো কেন?

সোমদেব। হ্যাঁ—তাও বটে! গরীব দুঃখীর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই বটে!

বাদল। তা হ'লে কি হবে দাদাঠাকুর? আমরা গরীব ব'লে কি

মাগ ছেলে নিয়ে ঘর করতেও পাবো না? গরীবের উপর এই অত্যাচার? আমরা দিন আনি দিন খাই, ধনী মানীর মান রেখে চলি, চড়া কথা বল্‌তে লজ্জা পাই, তবু নির্দ্দোষের উপর এ অত্যাচার কেন দাদাঠাকুর?

সোমদেব। কে বল্‌লে তোরা নির্দ্দোষ? তোরাই তো অপরাধী।

বাদল। গরীবের ঘরে সুন্দরী বউ-ঝি থাক্‌লে কি অপরাধী হ'তে হয় দাদাঠাকুর?

সোমদেব। সেটা তো হাড়ে হাড়েই বুঝ্‌তে পারছিস!

বাদল। তুমি এর একটা বিহিত কর দাদাঠাকুর! নইলে এ অত্যাচারের আগুন আরো জ্ব'লে উঠ্‌বে—

সোমদেব। প্রতিবিধান করতে পারিস্, নিজেরাই কর্! কেঁদে ক'কিয়ে হোক্, বুক চাপ্‌ড়ে হোক্, গায়ের জোরে হোক্, লাঠি ধ'রে হোক্, ঢাল তলোয়ার ধ'রে হোক্, পারিস্—প্রতিবিধান কর্! আর না পারিস্, অত্যাচারের আগুনকে নিমন্ত্রণ ক'রে আয়—ঘরের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রাখ্,—রাক্ষসের কবলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হ'—আপন আপন মান-মর্য্যাদার মাথায় লাঠি মেরে পাশবিক অত্যাচারের প্রতিষ্ঠাতার প্রদীপ্ত কামানলের সম্মুখে আপন আপন স্ত্রী ভগ্নী কন্যাকে পুড়ে মরবার জন্য এগিয়ে দে, দিয়ে নিজেরা পথের ধারে পাথরে মাথা ঠুকে মর্!

বাদল। তুমি যদি বল দাদাঠাকুর, তা হ'লে আমরা এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিই—

সোমদেব। পারিস্—কর্, আমার কি?

বাদল। তা হ'লে মুখ ফুটে বল! ঘরের চাল ফেলে দিয়ে খুঁটীগুলো পট্ পট্ ক'রে উপ্‌ড়ে নিই—দুর্ব্বল বাহুগুলোয় মরিয়ার বল টেনে আনি—ভাঙ্গা বুকগুলো ফুলিয়ে নিয়ে মনের মত সোজা দাঁড়িয়ে উঠি—অত্যাচারীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর দমন করি—

সোমদেব। অত্যাচারী কে, জানিস্? কার মাথার উপর লাঠিবাজী করতে বুকে হাতে যমের বল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে চাইছিস্, জানিস্? বিরাট রাজার শ্যালক—রাক্ষসপ্রকৃতি সেনাপতি কীচক, স্বয়ং বিরাট রাজাকেও যে অঙ্গুলিধৃত পুত্তলিকা ক'রে রেখেছে—যে আজ বিরাট নগরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

বাদল। তা হ'লে উপায় কি দাদাঠাকুর?

সোমদেব। উপায় একমাত্র ভগবান! রাখ্‌তেও ভগবান—মারতেও ভগবান! দৈবের উপর নির্ভর ক'রে ভাগ্য নিয়ে প'ড়ে থাক্‌তে পারিস্—থাক্, তা নইলে তৈলহীন প্রদীপ নেভ্‌বার পূর্ব্বে যেমন দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে উজ্জ্বলতা দিয়ে পরক্ষণেই মলিন অন্ধকারে ডুবে যায়, তেমনি জীবন-যুদ্ধে মরবার পূর্ব্বে আপন আপন মর্য্যাদার পুণ্যালোকে শত্রু মিত্র সকলের চক্ষু ধাঁধিয়ে দিয়ে ধ্বংসের করাল কবলে দুর্ব্বল কঙ্কাল-গুলো ধ'রে দিস্! এই আমার শেষ কথা—শেষ পরামর্শ! আর আমায় বিরক্ত করিস্ নি।

বাদল। তাই হবে দাদাঠাকুর! তোমার কথায় পড়্‌তে হয় পড়্‌বো—উঠ্‌তে হয় উঠ্‌বো! তোমার যুক্তিতে লাঠি ধরতে হয়—প্রাণ দিতে হয়—সবংশে মজ্‌তে হয়, তাও করবো! অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য করবো না। দরিদ্রের কান্না যদি ভগবানও না শোনে, তবে ভগ-বানকেও ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কান্নার জল মুছ্‌তে দস্যু সাজ্‌বো—ছুরী ধরবো—রক্ত নিয়ে খেলা করবো—এ পাশবিক অত্যাচারের মূল পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো।

সোমদেব। ওরে ক্ষ্যাপা, থাম্—থাম্! মিছে মাথা গরম করিস্‌নি! বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার আশা ছেড়ে দে! বাজে খেয়াল নিয়ে ঘরের কোণে ব'সে ব'সে চীৎকার করলে অত্যাচারের মূল ওপ্‌ড়ানো যায় না।

আচ্ছা, আজ তোরা যা; আমি আর একটু ভেবে দেখি। এ অত্যাচারের কথা যাতে রাজার কানে ওঠে, আমি তার সুবন্দোবস্ত করবো।

বাদল। দেখো দাদাঠাকুর! তুমি আমাদের দেবতা—তুমি একটু দয়া করলেই সব দিক রক্ষা পাবে। প্রণাম!

[বাদল ও নগরবাসীগণ প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সোমদেব। তাই তো, দিন দিন অত্যাচারের স্রোত যে বাড়্‌তেই চল্‌লো! মানুষ মানুষের রক্ত পান করছে, এও এক বিচিত্র শোভা দেখার মত দেখ্‌তে হ'চ্ছে! বিরাটরাজ কি? সে কি একটা জড়-পিণ্ড? এত বড় একটা সাম্রাজ্যখণ্ডের অধীশ্বর সে, আজ একটা মূর্খ জ্ঞানহীনের যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় প'ড়ে আছে! কীচক! কীচক! উঃ, কি সে শক্তিমান, আজ একটা দেবতুল্য বিরাট শক্তিকে হাতের পুতুল ক'রে তার আদরের প্রজামণ্ডলীকে দু'পায়ে দলিত করছে! প্রজাকুল বিধ্বস্ত—ক্ষত-বিক্ষত—রুদ্ধ নিশ্বাসে মৃতপ্রায়! অত্যাচারে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠে ভগবানকে ডাক্‌তেও তারা সাহস করছে না! একি অত্যাচার! মানুষ হ'য়ে মানুষকে পীড়ন করবে—রক্ত চুষে খাবে—হাড় চিবিয়ে মারবে? না—রক্ত-মাংসের শরীরে এ অত্যাচার কেন সইবো? যে সয়, সে নির্ব্বোধ; সে মানুষ নয়—তার জন্ম বৃথা! অত্যাচারের আগুনে এ বৃথা আত্মোৎসর্গ,—এ দুর্ব্বলতা—নীচতা—মহাপাপ!

গীতকণ্ঠে অভিরামের প্রবেশ।

অভিরাম

গীত।

আমার পাগ্‌লা বাবা ওই কথাই বলে।
মর কিম্বা মার অরি মারণ-মন্ত্রবলে॥

যেমন দেবে তেমনি পাবে দোষের কিছুই নয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে সেই তো কর্ম্ম সেই তো ধর্ম্মময়,
যে মিষ্টিমুখে তুষ্ট না হয়, তারে ফেরাও বাহুবলে ॥
নীচ যদি কয় উচ্চ কথা নীচের দমন কর,
পুরনারীর মান রাখিতে শক্তি-অস্ত্র ধর,
প্রাণ দিয়ে মহাপুণ্য কর, যাবে না কর্ম্ম বিফলে ॥

[প্রস্থান।

সোমদেব। সত্যই তো! মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন, এ কথা-টার কি কোনো মূল্য নেই? মাতৃস্তন্যপানে পরিপুষ্ট দেহ শুধু কি অত্যা-চারীর অত্যাচার সহ্য করবার জন্যই খাড়া দাঁড়িয়ে আছে? নিঃসম্বল দরিদ্র ব'লে সে কি এতই দুর্ব্বল—সে মানুষ নয়? রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জায় সে কি সৃষ্ট নয়? সে কি শুধু ক্ষুধায় হাহাকার করতে শিখেছে—ধনী শক্তিমানের উদ্যত চাবুকের তলায় মাথা পেতে দিতে শিখেছে? সে কি শুধু নিজের স্ত্রী-পুত্রের গলা টিপে ধরতে বাহুবল সঞ্চয় ক'রে রেখেছে? হায় রে দরিদ্র—হায় রে দুর্ব্বল—হায় রে দুর্ভাগ্য! এতই হেয় অপদার্থ অকর্ম্মণ্য যদি তোরা, কেন তবে এই বৈষম্যের বিলাসপুরীতে এসে জন্মগ্রহণ করেছিস্? জন্মেছিস্ যদি, তবে বেঁচে আছিস্ কেন? বিষ নেই? আগুন নেই? ডুবে মরবার জল নেই? আক্ষেপ করতে করতে একে একে মর্—বেঁচে যাবি।

রক্তাক্তকলেবরে বদলের প্রবেশ

বাদল। দাদাঠাকুর! শীগ্গির পালাও—শীগ্গির পালাও, দিদি-ঠাক্‌রুণকে রক্ষা কর! পাপিষ্ঠেরা দিদি-ঠাকরুণকে ধ'রে নিয়ে যাবে পরামর্শ করছে, শুনে এলুম—

সোমদেব। তোর গাময় এত রক্ত কিসের ?

বাদল। ছুরী বসিয়েছে—ছুরী বসিয়েছে !

সোমদেব। ইস্—তাই তো ! তোর অপরাধ ?

বাদল। দিদি-ঠাকরুণকে ধ'রে নিয়ে যাবে—আমরা কেউ সহ্য কর্‌বো না, এই ব'লে প্রতিবাদ করেছিলুম—তাই !

সোমদেব। উঃ—পৃথিবীর চারপো হয়েছে, এইবার একটা ভূমিকম্পে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। বেশ হয়েছে—চমৎকার হয়েছে ! ওরে হতভাগা, এ রক্ত-ক্ষত আমাকে দেখাতে এলি কেন ? উর্দ্ধে ঐ বিরাট আকাশের দিকে লক্ষ্য কর্—ঈশ্বরকে ডেকে তাঁর রক্ত-চরণে রক্তের ছিটে দে—এ দুঃসংবাদ ঈশ্বরকে শোনা ! যাক্—আমার সঙ্গে যাবি ?

বাদল। কোথায় দাদাঠাকুর ?

সোমদেব। যমের বাড়ী—কীচকের হস্তের যন্ত্রপুত্তলিকা বিরাট রাজার কাছে—রক্ত দিয়ে রাজার পূজা কর্‌তে,—যাবি ?

বাদল। নিয়ে চল দাদাঠাকুর, অত্যাচারের কথা রাজার কাছে ব'লে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে আস্‌বো।

সোমদেব। সেই ভাল ; দেখে আস্‌বি চল্, রক্ত আর নয়নাশ্রুর উপঢৌকনে রাজার মুখে কোন্ চিত্র ফুটে ওঠে !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কীচকের বিলাস-কক্ষ।

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

মধুয়া ভরপুর ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন বাজে ঠুন ঠুন,
মিঠি মিঠি খালি খালি।
পিও পিও সজনী চুমে চুমে পিও
কাণায় কাণায় মধু লালী॥
রঙ্গে ভঙ্গে সখী পিও পিয়ালা,
আবেশে সোহাগে অঙ্গ দোলা,
মধুপানে বঁধু আসে মাতোয়ালা,
বল বল ছলা-কলা মিঠি বুলি॥
বিলাস-বেশে বঁধু হেসে আসে,
আঁখি ঠারি চল সখী কাছে ঘেঁসে,
রসিক নাগর যদি ভালবাসে,
ভালবেসে রূপ-সুধা দিব লো ডালি॥

কীচক ও সখারামের প্রবেশ।

কীচক। সখারাম!

সখারাম। আজ্ঞে—

কীচক। এরা কারা? এদের যেতে বল। [সখারাম ইঙ্গিত

করিলে নর্ত্তকীগণ প্রস্থান করিল] কৈ সে নারী—বলেছিলে স্বর্গের শচীদেবীও তার রূপের কাছে হার মেনে যায় ?

সখারাম। আজ্ঞে, আস্‌ছে—আস্‌ছে! আপনার কাছে আস্‌বে—একটু বেশ-বিন্যাস না ক'রে চট্‌ ক'রে কি আস্‌তে পারে! সে যে কি সুন্দরী, আজ্ঞে তা যথার্থভাবে কহতব্য নয় আজ্ঞে! আবার ঘোম্‌টা দেবে বল্‌ছিল আজ্ঞে, কিন্তু আপনি আজ্ঞে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে, আমি আবার নিষেধ ক'রে দিয়েছি আজ্ঞে! কি নাক—কি চোখ—কি কপাল—কি বেশ—কি ঢং—কি চলন—কি বলন—

কীচক। আরে তোমার মুখে রূপের বর্ণনা শুনেই কি প্রাণ ঠাণ্ডা হবে ?

সখারাম। আজ্ঞে, শুন্‌তে শুন্‌তে কতকটা মুখস্থ হ'য়ে যাবে তো! তখন হঠাৎ রূপ দেখে আর অবাক হ'য়ে পড়্‌তে হবে না।

কীচক। সখারাম!

সখারাম। আজ্ঞে—প্রভু—আজ্ঞে—

কীচক। আচ্ছা, এমন সৌন্দর্য্যময়ী নারীগুলো দীন-দুঃখীর ঘরে কেমন ক'রে জন্মায়, বল্‌তে পার ?

সখারাম। আজ্ঞে—আপনার আজ্ঞে এই কথাটা আমি একদিন সারা দিন সারা রাত ধ'রে ভেবেও কিছু জমা-খরচ করতে পারি নি। ভেবে ভেবে এমন হ'লো, মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো—পেট ফাঁপ্‌লো—প্রাণ ভাপ্‌লো—বুক ধড়ফড় করতে লাগ্‌লো, শেষে খাটের ওপর থেকে ধড়াস্‌ ক'রে মাটীতে প'ড়ে গিয়ে মাথাও ফাট্‌লো, তারপরই চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে আরম্ভ করলুম! তারপর থেকে আজ্ঞে মাসখানেক রাতকাণা হ'য়ে বেয়াড়া ব্যায়রামে পড়্‌লুম। শেষে অভে পাগলার দুটো হজমীগুলী খেয়ে তবে অব্যাহতি পাই!

কীচক। আরে ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তুমি অতি গাধা!

সখারাম। আজ্ঞে, তা আমি অস্বীকার করি না! গাধা আজ্ঞে ধোপার মোট বয়; আমাকে তা বইতে হয় না। গাধা হ'লেও আমি মিষ্টির মোট বইছি—আজ্ঞে প্রভুর কৃপায় আমি চিনির বলদ!

কীচক। আচ্ছা, এত কথা তুমি কোথায় শিখ্‌লে সুখারাম?

সখারাম। আজ্ঞে—আপনার আজ্ঞে চোদ্দো পুরুষের আশীর্ব্বাদে কথাবার্ত্তায় আমি বরাবরই পাকাপোক্ত! আমার দিদিমা আজ্ঞে গল্প করতো, বল্‌তো—ওরে সখা, তুই যখন ভূমিষ্ঠ হ'লি, তখন আকাশ থেকে গণ্ডা গণ্ডা দেবতা এসে হাঁ ক'রে তোর মুখের দিকে চেয়ে রইলো! আমি না কি হো-হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলুম, দিদিমা! সব দেবতাগুলোকে যেতে বল, কেবল চক্‌-চকে চাঁদা মামাকে যেতে দিও না। এই একেবারে দেবতাদের ভেতর কান্নাগোল প'ড়ে গেল! চাঁদা মামাও থাক্‌বে না, আমিও ছাড়্‌বো না; শেষে টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া! অবশেষে রেগে মার কোল থেকে টপাং ক'রে লাফিয়ে উঠে চাঁদা মামার গলাটা জাপ্‌টে ধ'রে একেবারে বগলদাবায় পুরে ফেল্‌লুম! স্তন্যদুগ্ধ পান ক'রে তখন গায়ে জোর কত, চাঁদা মামা কি বগল ঠেলে বেরুতে পারে! তারপর অনেক কান্নাকাটির পর দিদিমার অনুরোধে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলুম। তবে অম্‌নি অম্‌নি ছাড়িনি—কি শুক্ল পক্ষ, কি কেষ্ট পক্ষ, বারো মাস আমার ঘরে জ্যোচ্ছনা ছড়াতে হবে—এই সর্ত্তে! আমার চালা ঘরের ওপোরটা ছ্যাঁদা ছিল, সেইখান দিয়ে আমার গায়ের ওপর রোজ দিনরাত চাঁদা মামা জ্যোচ্ছনা দিত। তারপর হঠাৎ একদিন দিদিমা আজ্ঞে ম'রে গেল—জ্যোচ্ছনাও ডুবে গেল। ওঃ, সে কি দিনই গেছে আজ্ঞে! তাই তো কাঁদি—ওরে দিদিমা রে, গেলি গেলি আমার জ্যোচ্ছনাকে কোথায় নিয়ে গেলি রে—দিদিমা রে—

কীচক। আরে থামো—থামো, বেল্লিকপনা ছাড়; ধান ভান্‌তে শিবের গীত আরম্ভ করলে! তোমার মত অজবুক জানোয়ার যদি দু'টী আছে—

সখারাম। আজ্ঞে—আমার আজ্ঞে আজ কেমনধারা হ'চ্ছে, আমার পুরোণো শোক উথ্‌লে উঠ্‌ছে আজ্ঞে! ওরে দিদিমা রে—

কীচক। আঃ, আবার সেই নাকিসুরে ওরে দিদিমা রে! না—তুমি মানুষ হ'য়ে একটা ভূত তৈরী হয়েছ! কান্না ছাড়—আসল কাজে মন দাও; আজ নিশায় সোমদেব ঠাকুরের পত্নী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা গৌরীকে না পেলে আদিষ্ট-কার্য্য অবহেলাকারী প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড,—স্মরণ থাকে যেন!

সখারাম। আজ্ঞে—এইবার দোরস্ত, আর পুরোণো শোকের প্রয়োজন হবে না।

কীচক। কুক্কুরকে প্রশ্রয় দিতে নেই! তুমি যে একটা এত বড় অকর্ম্মণ্য, তা জান্‌তুম না! আমার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা কোন্ তৃপ্তির পথ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে, তুমি তার কণামাত্র আস্বাদ পেলে ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে আমার আদিষ্ট কার্য্য কখন সম্পন্ন করতে। এ ক্ষেত্রে বধ করলেও রাগ যায় না।

সখারাম। আজ্ঞে চুপ করুন—আজ্ঞে চুপ করুন—রাগ থামান; হেসে ফেলুন আজ্ঞে—হেসে ফেলুন। ঐ বোধ হয় আস্‌ছে! অবলা সরলা স্ত্রীলোক রাগ দেখে হয় তো ভ্যাক্ ক'রে কেঁদে ফেল্‌বে। রাগ সাম্‌লে নিন্ আজ্ঞে—থপ্ করে ঢোক গিলে রাগ সাম্‌লে নিন্। ঐ—ঐ ঝমর্ ঝমর্ মলের শব্দ হ'চ্ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আজ্ঞে, তবু যেন মনে হ'চ্ছে গজেন্দ্রগমনে আস্‌ছে।

কীচক। কৈ—কে কোথায়?

সখারাম। ও, হয়েছে—হয়েছে আজ্ঞে, বাইরে কুকুরটা ঘাড় নেড়ে গলাবন্ধের ঘণ্টা নাড়াচ্ছে! কি আস্পর্দ্ধা দেখেছেন আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে একটা কুকুরও পরিহাস করছে! কেটে ফেলুন আজ্ঞে—কুকুরটাকে কেটে ফেলুন—

গীতকণ্ঠে অভিরামের প্রবেশ।

অভিরাম।—

গীত।

বিকার-ব্যাধি বিষম ব্যাধি রোগ সারানো দায়।
নাড়ী টিপে নিদান দেখে বিধান দিলেও নয়—
যদি সময় চ'লে যায়॥
সান্নিপাতি বুকে পিঠে পাঁজর চেপে ধরে,
হাতে পায়ে খিল ধরে হাতিয়ার কি করে,
বুক ফোলে না দম ছাড়ে না বাক্ সরে না তায়—
শুধু চক্ষু মিলে চায়॥
পিপীলিকা মরে যখন পালক ওঠে তার,
আগুন দেখে দ্বিগুণ তেজে ভাবে তারে ছার,
শেষে আপন বাড়ে পাখনা পোড়ে আপনি জ্ব'লে যায়—
তার প্রাণ বাঁচে না হায়॥

[প্রস্থান।

কীচক। সখারাম! এ সব কি?

সখারাম। আজ্ঞে দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন, এ সব অভে পাগ্‌লার পাগলামী! অভে পাগলা আজকাল বড্ড বাড় বাড়িয়েছে। আমাকে আজ সকলে এমন দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলো! বলে—তোদের মুণ্ডুপাত

করতে সোমদেব বামুনের মাটকোটার পেছনে পাঁচ পাঁচটা মদ্দা যম একটা বিরাট বৈঠক বসিয়েছে, আর তাদের সঙ্গে আছে কাকতাড়ানী পাঁচভাতারী রক্তখাগী রাক্ষসী—বলে তারা দেবতার বাচ্ছা,—এই রকম সব এলোপাতাড়ী পাগলামী করতে থাকে—

কীচক। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কোথায় অনিন্দ্যসুন্দরী গৌরী, না এক বেটা অভে পাগলা! এর জন্য তুমিই দায়ী! দেউড়ীতে প্রহরী নিযুক্ত কর নি কেন?

সখারাম। আজ্ঞে, অভে পাগ্‌লা সে সব কিছুই মানে না। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে, হয় দেয়াল ফুঁড়ে নয় মাটী ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। ব্যাটার সবই ভূতুড়ে কাণ্ড! একদিন দেখি, আকাশের পানে তাকিয়ে বাতাসের সঙ্গে কথা কইছে। বেটা যাদু জানে!

কীচক। এখন উপায় কি? এত বড় একটা আশায় ছাই প'ড়ে যায়, তার ব্যবস্থা কি?

সখারাম। আজ্ঞে, বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল হ'য়ে থাক্‌বে; নইলে একটা অবলা মেয়ে মানুষকে বেঁধে আন্‌তে এতটা সময় নষ্ট হবার কারণ কি? আমার এখন বক্তব্য আজ্ঞে, এই রাত্তিরে আপনিও একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে বেরিয়ে পড়ুন আজ্ঞে! অধম সখারামও নেজুর হ'য়ে আপনার সহগমন করবে আজ্ঞে! দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ুন আজ্ঞে, লছমন পাড়েজী বোধ হয় একলা কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। আর পারবে কোথা থেকে আজ্ঞে! তার এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার, সে কথনো একটা অবলা স্ত্রীলোককে ধ'রে আন্‌তে পারে?

কীচক। অতি অর্ব্বাচীন অকর্ম্মণ্য তোমরা! একটা স্ত্রীলোককে ধ'রে আন্‌তে এত চিন্তা, এত ভয় কিসের? স্বয়ং বিরাটরাজও আমার ভয়ে সিংহাসনে ব'সে রাজকার্য্যনির্ব্বাহে ভীত। আমার কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত

না হোক্, ন্যায়বিগর্হিত হোক্, আমায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে আমার উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার বিরাটরাজ্যে কেউ নেই। সহস্রবার তোমাদের শুনিয়েছি, আমার কার্য্যের উপর যে হস্তক্ষেপ কর্‌বে, নিষ্ঠুরভাবে তাদের পুড়িয়ে মার—বধ কর! তৃপ্তি অন্বেষণ করাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য; আমার এত শক্তি, এত সহায় থাক্‌তে এ আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌লে না? সখারাম! প্রস্তুত হও; আজই নিশায় গৌরীহরণকার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে হবে।

সখারাম। যে আজ্ঞে; ভগবান মুখ তুলে চাইলেই হবে,—কেন হবে না?

ঢাল-তলোয়ারহস্তে শশব্যস্ত লছমন পাঁড়ের প্রবেশ।

লছমন। মহারাজ জী! মহারাজ জী! অভিরাম পাগলা গৌরী-বালাকো লিয়ে ভাগ্‌লো।

সখারাম। গৌরীবালাকো লিয়ে ভাগ্‌লো! আর তুমি কি কর্‌তে উপস্থিত থাকা হ্যায়?

লছমন। আরে হামি লোক তো থা, লেকেন হাম কেয়া কর্‌বে? হাম তো ঢাল তলোয়ার দেখালো, তব্‌ভি ভাগ্‌লো—হাম হাঁ করিয়ে থাক্‌লো—

সখারাম। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি কর্‌লো!

লছমন। আরে হাম কেয়া কর্‌বে সখারাম ভাই? হাম যব ঢাল তলোয়ার পাকাড়কে শির লিতে ছুট্‌লো, উও দুশ্‌মন একদম ভাগ্‌লো,—তব হাম কিস্‌কো শির লিবে বোল্‌তো?

কীচক। ধিক্ বিড়ম্বনা! যে কীচক আজ সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে দণ্ডায়মান, যার অসীম অমর-বাঞ্ছিত শক্তিতে সসাগরা ধরণী প্রকম্পিত,

বাহুবলে যে আজ স্বর্গরাজ্য করায়ত্ত কর্‌তেও তিল মাত্র ভীত—কুণ্ঠিত নয়, সে প্রতিদিন তার তৃপ্তি-অন্বেষণের পথে একটা পাগলের হাতে নির্য্যাতিত অপমানিত হ'চ্ছে! তা হ'লে এ জীবনের মূল্য কি? এ শক্তির গৌরব কি? এ শাসনবিস্তারের তাৎপর্য্য কি?

সখারাম। আজ্ঞে—তাই তো আজ্ঞে, আমিও একবারে ষোল আনা অবাক হ'য়ে গেছি। আজ্ঞে—এই পালোয়ান ব্যাটার ছাতু ছোলা রুটীর দিস্তেও কি বৃথা গেল? আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে আজ্ঞে, আজ থেকে আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্‌বো না। কি বল লছমন বীর?

লছমন। নেহি—নেহি, হাম রোটী নেহি খাবে—হাম কান পাকাড়কে ওঠ্‌বোস্ করবে।

সখারাম। তা তো কর্‌তেই হবে; এ কি কম অপমানের কথা!

কীচক। না—এ অপমান পরিপাক কর্‌বার শক্তি আমার নেই। এ কীচক—অপমানের দাসত্ব কর্‌তে কীচকের জন্ম নয়, কীচকের জন্ম প্রভুত্ব কর্‌তে। পিশাচমূর্ত্তিতে কীচক তার মুখের গ্রাস-অপহরণকারীর ছিন্নমুণ্ডের রক্ত পান কর্‌তেও কাতর নয়। কীচকের প্রদীপ্ত কামানলে সোমদেবপত্নী গৌরীর মত অনেক সুন্দরী পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গিয়েছে। অপেক্ষা কর—দেখ, আমার কার্য্যের স্রোত কি ভাবে কোথায় গিয়ে বিলীন হয়।

[প্রস্থান।

সখারাম। আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—একটা স্ত্রীলোক কি অপমানটাই না কর্‌লে! মহাপ্রভু কীচককে একেবারে আমলই দিলে না! উল্টে অভে পাগলা তাকে গাঁজার আড্ডায় লুকিয়ে রাখ্‌লে! উঃ, এ অপমানের কি প্রতীকার হয়—হয় না! মহাবীর লছমন! তুমি এই অপমান পরিপাক কর্‌বে না কি? আমি তো ঘেন্নায় অন্ন-জল পরিত্যাগ কর্‌বোই!

লছমন। নেহি—নেহি, কব্‌ভি নেহি, হামার নাম কুস্তীগীর লছমন পাঁড়ে,—হামার মান গেলো তো জান গেলো। হাম রোটী নেহি খাবে, হাম কান পাকাড়কে ওঠ্‌বোস্‌ করবে।

সখারাম। ডাল রুটী না খেলে ওঠ্‌বোস্‌ করতে পারবে কেন পাঁড়েজী ?

লছমন। আলবাৎ পারবে—হাম কান পাকাড়কে ওঠ্‌বোস্‌ করবে ; হাম কুস্তীগীর মহাবীর লছমন পাঁড়ে—

সখারাম। কঠিন প্রতিজ্ঞা তো ক'রে বস্‌লে ! তা পাঁড়েজী, কত-গুলি আন্দাজ ওঠ্‌বোস্‌ করবে ?

লছমন। বিশ দফে—পচাশ দফে—হাজার দফে—

সখারাম। ওরে বাপ্‌রে, একেবারে হাজার দফে কান ধ'রে ওঠ্‌-বোস্‌ করেগা ?

লছমন। আলবাৎ করবে—

সখারাম। না—না, তা কি পার পাঁড়েজী ?

লছমন। কেয়া ? হাম কুস্তীগীর মহাবীর লছমন পাঁড়ে, হাজার দফে ওঠ্‌বোস্‌ হাম নেহি পারবে ? আলবাৎ পারবে—হামার বাবাভি পারবে ; লেও—তোম গোণ্‌তি করো, আব্‌ভি হাম ওঠ্‌বোস্‌ করবে—

সখারাম। আচ্ছা—আচ্ছা, কৈ দেখি—

লছমন। ইয়ে দেখো—[ওঠ্‌বোস্‌ করিতে করিতে] এক—দো—তিন—

সখারাম। চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ—

লছমন। লেও—লেও, গোণ্‌তি করো—

সখারাম। হাঁ—হাঁ, মনে মনে করতা হ্যায়—

লছমন। কেত্তো হোলো ? হাজার নেহি হোলো ?

সখারাম। এই সবে এক কুড়ি—

লছমন। এক কুড়ি! আরে বাপ্‌রে—[ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িল]

সখারাম। কি রকম? ঢিলে প'ড়ে যাচ্ছে যে! ওকি, ক্রমশঃ চোখ কপালে ওঠে যে!

লছমন। কেঁও—হাজার নেহি হোলো?

সখারাম। আরে থামো পাঁড়েজী—থামো; তোমার বিদ্যে বুদ্ধি বোঝা গেছে। থেব্‌ড়ে ব'সে একটু জিরিয়ে নাও; খাবি যাচ্ছ যে—প্রাণ বেরোয় যে—

লছমন। কেঁও—হাজার নেহি হোলো?

সখারাম। আর হাজারে কাজ নেই পাঁড়েজী, ক্ষান্ত দাও। কামারের জাঁতার মতন ফোঁস-ফোঁস কর্‌তে কর্‌তে বুকখানা উঠ্‌ছে নাব্‌ছে দেখ দেখি! দুর্ব্বল নাড়ীতে এ সব পালোয়ানী চাল কখনো সহ্য হয়?

লছমন। হাম দুব্‌লাভি হ্যায়, লেকেন হাম পালোয়ানভি হ্যায়।

সখারাম। খুব হয়েছে পালোয়ানজী! এখন ঐ বটতলায় ব'সে ঠেস্‌ দিয়ে একটু দম ফেল্‌বে চল।

লছমন। হাঁ, দমভি ফেল্‌বে—তব্‌ভি হাম কুস্তীগীর মহাবীর লছমন পাঁড়ে—

সখারাম। বহুৎ আচ্ছা পাঁড়েজী! বটতলায় চল, ঠাণ্ডা হ'য়ে সব শুন্‌বো।

লছমন। [পাঁয়তাড়া করিতে করিতে] তো—হা-রা-রা-রা-রা—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিরাটনগর—প্রান্তর।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী।

ভীম। ভাল হ'লো—পূর্ণ হ'লো এতদিনে
কৌরবের প্রাণের কামনা।
পাশক্রীড়া-বিশারদ
কুটবুদ্ধি শকুনি সহায় করি
পিতৃরাজ্য হ'তে
পাণ্ডুসুতগণে করিয়া বঞ্চিত,
রাজা দুর্য্যোধন তৃপ্ত এত দিনে।
কপট ক্রীড়ায় পণরক্ষা হেতু,
ধার্ম্মিক ভূপাল
বিসর্জ্জন দিলা সমুদায় ;
পত্নী-সহ ভ্রাতৃগণ সনে
বনে বনে ভিক্ষা-অন্নে যাপিছে জীবন,
বীরাচার ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুলি—
দূরে ফেলি' তূণ ধনু গদা অসি শর।
চমৎকার পণরক্ষা!
রাজার নন্দন
অবিচারে কাননিবাসী।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,
শোনো বলি—শুন লো পাঞ্চালি!

পণরক্ষা হেতু হারাইয়ে সমুদায় —
সাজিয়ে ভিক্ষুক, আক্ষেপ না কর ।
ভাব মনে—
ধর্ম্মরক্ষা হইল আমার,
ধর্ম্মরক্ষা হেতু
ধর্ম্মপ্রিয় সবে সেজেছ ভিখারী ।
হ'লে ধর্ম্মরক্ষা, ধার্ম্মিক স্বজনে
বিধি নাহি করেন বঞ্চনা—
মনোসাধে বাদ না গিলিবে !
কৃষ্ণধনে চিন্ত সদা মনে,
করহ প্রার্থনা—
অজ্ঞাত আবাসে থাকি
পারি যাহে পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার
কৃষ্ণ মতি, কৃষ্ণ গতি,
কৃষ্ণ বিনা নাহি মুক্তি,
নাহি কণা শক্তি !

ভীম । ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব রাখ ধর্ম্মরাজ—
রাখ তব কৃষ্ণগুণগান !
পদে পদে শত অপমান—
কোথা কৃষ্ণ রাখিতে পাণ্ডবে ?
আদর্শ মহান
ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির—
কেন তুমি কাননমাঝারে ?
শত শত দুর্য্যোধন

দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম জয়দ্রথে
বিনাশিতে পারে যেবা আঁখি পালটিতে,
পশুপতি মহেশে তুষিয়া যেবা
পাশুপত লভিল আপনি,
শস্ত্র-শাস্ত্রে সুনিপুণ
মাদ্রীর তনয় যারা,
কেহ সহে তারা হেন অত্যাচার?
শত শত রাজন্যনিচয় করি অবহেলা,
বীরপূজা হেতু গন্ধমাল্যে বরিলা যে
বীরব্রতী তৃতীয় পাণ্ডবে,
দ্রুপদনন্দিনী সেই
কেন আজি কাননবাসিনী ?
কেন বা এ রাক্ষস সদৃশ বীর বৃকোদর
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে শৃগালের মত ?
কেন এ গাণ্ডীবী নীরবে ফেলিছে অশ্রু—
লাজে ম্রিয়মান ? কেন ব্যথাভরা
এ দু'টী নকুল সহদেব ?
বল ধর্ম্মরাজ ! কৌরবের দাসত্ব করিলে
পাণ্ডবের কিবা ফলোদয় ?
কোথা তায় ভারত-গগনে
ধর্ম্মের বিস্তার ?

যুধিষ্ঠির । ত্যজ অভিমান বীর বৃকোদর !
নিয়তি-পীড়িত জনম জীবন
নাহি ভাব দুর্ভর বিষম ।

সমভাবে সুখ লভে কি মানব ?
আজ যেবা রাজা, কাল সে ভিখারী।
কাঙ্গাল ভিখারী কোন
পায় যদি রাজবেশ,
রাজদণ্ড, রাজ-সিংহাসন,
রাজ সম্বোধন করে সবে তারে।
কর্ম্মক্ষেত্রে উত্থান পতন
চিরন্তন রীতি ! স্থির কর মতি—
ভাব মনে, আত্মীয় বান্ধবে
সমর্পণ করি সর্ব্বস্ব তোমার,
আসিয়াছ গহন কান্তারে
উদ্‌যাপন করিবারে ব্রত-আচরণ !

ভীম। আত্মীয় ? আত্মীয় ?
পাণ্ডব-আত্মীয় যদি রাজা দুর্য্যোধন,
তবে আদর্শ এ আত্মীয়তা
লুপ্ত হোক্ ধরণী হইতে !
আত্মীয় যদ্যপি—কেন তবে
ছলনায় রাজ্যধন করিয়া হরণ,
বনবাসী করিল পাণ্ডবে ?
কুললক্ষ্মী যাজ্ঞসেনী—
স্ত্রীধর্ম্মিণী রজস্বলা যবে,
কোন্ আত্মীয়তা করিতে বর্দ্ধন,
পাপ দুঃশাসন কেশে ধরি তার
ল'য়ে গেল কুরুসভামাঝে—

পাণ্ডুসুত বিদ্যমানে
বিবসনা করিতে তাহায় ?
মনে পড়ে ধর্ম্মরাজ !
বিপন্না পাঞ্চালী
পাণ্ডুসুতগণে ডাকিল কাতরে
লজ্জানিবারণ হেতু ?
মনে পড়ে—কূটনীতি-বিশারদ
আত্মীয় বান্ধব তব রাজা দুর্য্যোধন
দ্রৌপদীরে দেখাইল ঊরু ?
মনে পড়ে—পঞ্চ এ পাণ্ডব
অধোমুখে রহিল নীরব—
পশুরাজভয়ে শৃগাল ত্রাসিত যথা ?
মনে পড়ে—ধমনীতে খেলিল তড়িৎ,
বীরবক্ষ চূর্ণ হ'লো শত বজ্রাঘাতে ?
মনে পড়ে—কাঁদিল দ্রৌপদী,
পঞ্চ স্বামী ফেলিল নয়ন-জল ?
জল নহে—রক্তধারা তাহা !
সেই জল আজিও নয়নে আছে,
সেই জলে আজিও দ্রৌপদী
আঁখি-তারাহারা। দেখ ধর্ম্মরাজ !
সেই সে পীড়িত মর্ম্মাহত দ্রুপদনন্দিনী—
সাথে তব পথে পথে ফেরে অভাগিনী !
সুন্দর বিধান—সুন্দর এ আত্মদান—
সুন্দর সে পণরক্ষা তব !

আত্মীয়তা করিতে বর্দ্ধন
রাজার নন্দিনী আজি কাননবাসিনী।

দ্রৌপদী। কেন এ আক্ষেপ মধ্যম পাণ্ডব—
কেন বৃথা কাতর-অন্তর ?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরত্ন রাখিতে পাণ্ডব
ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সম্মান, বিক্রম,
সর্ব্বধন দিলা বিসর্জ্জন,
কুললক্ষ্মী-নিপীড়ন তাই সহে পাণ্ডুসুতগণ।
আকুল অন্তরে চাহি পঞ্চ স্বামী পানে
মানরক্ষা হেতু উঠিনু ফুকারি যবে,
দীননাথ রক্ষা কর বলি
চাহিনু আকাশপানে,
পাণ্ডুসুতগণ নীরবে দেখিল—
নীরবে সহিল ; উঠিল না ঝড়—
কাঁপিল না বসুন্ধরা—
ডুবিল না প্রলয়-প্লাবনে
পিশাচের পাপ কর্ম্মভূমি।
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের ধেয়ানে,
বৃকোদর নির্জীব প্রস্তর—
গদা অস্ত্র রাখিল লুকায়ে,
সব্যসাচী জ্ঞাতিহত্যা-ভয়ে
বৃথা শক্তি অপচয়ে রহে উদাসীন,
মাদ্রীসুতদ্বয় অগ্রজের রাখে ধর্ম্মধন,—
দেখিল না—চিনিল না কেবা সে পাঞ্চালী !

হেন অভাগিনী দ্রুপদনন্দিনী
নাহি হবে কাননবাসিনী ?

ভীম । না পাঞ্চালী ! লুপ্তজ্ঞান ছিল ধর্ম্মরাজ,
বধির নিদ্রিত ছিল তৃতীয় পাণ্ডব,
মরেছিল মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব,
কিন্তু জাগ্রত জীবন্ত ভীমবক্ষে
উঠেছিল প্রলয়ের ঝড়—
বেধেছিল বিপুল বিপ্লব-দ্বন্দ্ব ।
হায় অভাগিনী দ্রুপদনন্দিনী !
দেখ নাই—
ক্ষোভ-দুঃখ-শোক-লজ্জা-
অপমান-বিধ্বস্ত আলোড়িত এ বক্ষ
কেমনে কি স্থৈর্য্য-শক্তি দিয়ে
করিনু বন্ধন !
নিশ্বাসে আমার উঠেছিল ঝড়,
বরষার বারিধারা সম
নেত্রপথে ঝরেছিল নীর,
বক্ষের গর্জ্জিত প্রকম্পন
ঝটিকামথিত আলোড়িত
বারিধি-গর্জ্জন মানে পরাজয় ;
রোধদীপ্ত পদভরে
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি করি ভূকম্প দুর্ব্বার
কাঁপানু বসুধা সৃষ্টি ! কি কহিব—
পাই নাই জ্যেষ্ঠের আদেশ,

নহে যেই পাপ দুঃশাসন
কেশে ধরি পাঞ্চালীর করি হতমান
সভামাঝে হরিল বসন,
যেই পাপ অরি রাজা দুর্য্যোধন
সম্বন্ধ বন্ধন না করি বিচার
পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু,
সেই কুরুপতি পরিত্রাণ লভিত কি
সহ দুঃশাসন সহোদর ?
ভয় নাই পাঞ্চালী সুন্দরী !
আছে ভীম সহায় তোমার।
সব যদি মরে—
সব যদি ডুবে যায় প্রলয়-পয়োধি-জলে,
নিজ বাহুবলে একা ভীম
বিদারিত করি সতী-অপমানকার
দুঃশাসন-বক্ষরক্তে তৃষা মিটাইবে—
মুক্ত বেণী তব করিবে বন্ধন !
গদাঘাতে চূর্ণ করি দুর্য্যোধন-উরু,
মহানন্দে উড়াইবে শূন্য নীলিমায়।

যুধিষ্ঠির বৃকোদর ! শক্তিমান তুমি,
অধীর না হও ভাই বিপন্ন সময়ে।
যাজ্ঞসেনী ! ভুল সতী শতেক লাঞ্ছনা
নহ যদি সক্ষম ভুলিতে,
নহ যদি সক্ষম সহিতে,
সাধ' সবে যাহা লয় প্রাণে।

আমি—
আত্মদোষে মজিনু আপনি,
ভ্রাতৃগণে ভিখারী সাজানু,
মম দোষে কাননবাসিনী তুমি সতী,
ভ্রাতৃ-নির্য্যাতন নারী-নিপীড়ন আমা হ'তে।
নহি আর ধর্ম্মরাজ আমি,
ভ্রাতৃদ্রোহী মহাপাপী ঘোর স্বার্থপর।
কর রে বিদ্রোহ সবে—
আনি অস্ত্র শমীবৃক্ষ হ'তে,
বিনাশিতে অস্তিত্ব আমার
গদা অস্ত্র ধর বিধিমতে!

অর্জ্জুন। কি কর—কি কর ধর্ম্মরাজ!
মুছ আঁখিজল—
অকল্যাণ নাহি কর আমা সবাকার।
কি করিলে মধ্যম পাণ্ডব,
কি করিলে যাজ্ঞসেনী,
কারে আজ বাক্য-বাণে কর জর্জ্জরিত?
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের সেবক
রাজচক্রবর্ত্তী-চিহ্ন ললাটে যাহার,
রাজ্য ত্যজি সহি রৌদ্র-জল,
পর্ব্বত অরণ্যে যিনি
নিত্য সদা করে বিচরণ,
ধর্ম্মপদে মতি যার,
ধর্ম্মরক্ষা হেতু নির্ব্বিবাদী

নিঃস্বার্থব্রতী নিষ্কাম বৈষ্ণব ভিখারী যিনি,
বক্ষে তাঁর হেন শেলাঘাত উচিৎ না হয় !
ধর্ম্মে দিলে কঠিন বেদনা
আকাশ ভাঙ্গিবে,
চন্দ্র সূর্য্য খসিবে ত্বরায়,
গগণের গায় নাহি রবে গ্রহ তারা যত,—
ভীম গরজনে
চূর্ণ চূর্ণ করি আমা সবাকারে
চিরতরে মিশাইয়া দিবে
প্রকৃতির অসীম অনন্ত কোলে !

দ্রৌপদী। সত্য হে ফাল্গুনী !
মহাগুণী সুধীজন সম কহিলে বচন।
ধর্ম্মরাজ ! ক্ষমা কর অধিনীরে ;
বিপদ-বিপ্লবে বৃথা অভিমানে
হয়েছিনু জ্ঞানহারা !
বুঝিনু এখন—
বিপদে পরম ধর্ম্ম ধৈর্য্যের পালন।
মোহে অভিমানে মোক্ষে নাহি লক্ষ্য যার,
নাহি মুক্তি—নাহি পরিত্রাণ।
বাল্যকাল গিয়া উপনীত যৌবন যেমন,
যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য যেমন,
সেইরূপ অবস্থার ভেদে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।
ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় বিষয়ে যখন,
শীত তাপ সুখ দুঃখ উদয় তখন।

সুখ দুঃখ নিত্য আসে যায়,
সহ্য হ'লে অস্থায়ী সে উল্লাস বিষাদ—
ইহলোক পরলোক নিত্যানন্দময় ।
অনিত্য বিষয় স্থায়ীত্ববিহীন,
নিত্য যাহা কভু তাহা না হয় বিলীন ;
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ মান-অপমান
আসে বার বার কর্ম্মক্রীয়া-ফেরে ।
মধ্যম পাণ্ডব ! ত্যজ আত্মগ্লানি,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক সহ্য কর সব,—
ত্যজ ক্ষোভ—নাহি রোষ' আত্মীয়ের পরে,
স্বজন নিধনে না হয় মঙ্গল !

যুধিষ্ঠির । শান্ত হও ক্ষমাবতী !
কারে কহ ক্ষমা বিলাইতে ?
বিচারিয়া মনে কার্য্য কর নিজ নিজ,
আত্মকর্ম্মে আত্মফললাভ না হয় খণ্ডন ।

ভীম । তাই যদি হয়,
তবে হে ধর্ম্মবীর ! নিজগুণে
কিঙ্করে তোমার কর হে মার্জ্জনা !
জ্ঞানহীনপ্রায় কহিয়াছি বহু কটু বাণী ।
শিখাইয়া দাও, কি কথা কহিব—
কোন্ পথে যাবো—
কোথা গেলে শিক্ষা পাবো
প্রকৃত সংযম ? চাহি না বিজয়,
চাহি না সে রাজ্যসুখ—

যার তরে বিনাশিতে হবে
পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, গুরু, পিতৃব্য, স্বজন !
রাজত্ব পৃথিবী কিবা—
পাই যদি এ তিন ভুবন,
কি সুখ সংহার করি আত্মীয় বান্ধবে?
ধিক্, শত ধিক্ মোরে!
রাজ্যলোভে হ'য়ে জ্ঞানহারা,
কুলনাশ দোষ না করি দর্শন,
না করি স্মরণ স্বজনবিদ্রোহ পাপ !
হে ধর্ম্মরাজ !
ত্যজিনু এ পাপ প্রলোভন ;
বুঝিনু এখন—
বহু লোক নষ্ট যদি হয়,
কুলধর্ম্ম রক্ষা নাহি পায় ।
লোকক্ষয়ে ধর্ম্মনাশ—অধর্ম্ম প্রকাশ ;
হীনবল হ'লে ধর্ম্ম
পাপ কর্ম্মে জন্মিবে শঙ্কর বর্ণ।
হেন ভ্রষ্টাচারে
পিতৃ-পিতামহ নরকে ডুবিবে,
পিণ্ডলোপ হবে—স্বর্গ নাহি পাবে,—
প্রতিহিংসাপরায়ণ কুলহন্তা হ'তে
ভারতের অমঙ্গল নিশ্চয় ঘটিবে।
ক্ষম ক্ষমাশীল হীনমতি মূর্খে
অযোগ্য অনুজ ভাবি ।

যুধিষ্ঠির। শান্ত হও বীর বৃকোদর!
রাজ্য চাহ যদি,
নির্ব্বিরোধে রাজ্য কর অধিকার!
ভাব মনে স্বধর্ম্ম তোমার—
মোক্ষে লক্ষ্য রাখি কর্ম্ম কর,
কর্ম্মফলে কামনাবিহীন হ'য়ে!
বিফল এ প্রতিহিংসানল
করিতে নির্ব্বাণ,
বিঘ্নশূন্য কর্ম্মযোগ করহ সহায়।
এ ধর্ম্মের স্বল্প আচরণে
মানবজীবন পূর্ণ শান্তিময়।
ত্যজ ভাই কর্ম্মফল-আশা!
শীত তাপ সুখ দুঃখ সহ সমভাবে,
চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে নিত্য রাখ মতি,
আসক্তিরহিত হও সর্ব্ব অবস্থায়,
মুক্তি তায় সুনিশ্চয়, হবে সুখোদয়।

ভীম। হউক ধর্ম্মের জয়!
কিছু না কহিব,
ভাঙ্গিব না সুখ-স্বপ্ন কারো,
সাধে বাদ কারো না সাধিব,
উচ্চ কার্য্যে মহত্ত্বের পথে না হবো কণ্টক।
ভাঙ্গিয়াছে ভ্রম—
দেখ চেয়ে ধর্ম্মরাজ!
নাহি আর বিন্দু বারি নয়নে আমার,

প্রাণ মম করেছি পাষাণ—
অভিমান কোথা পাবে স্থান ?
দুর্ব্বলহৃদয় মানব সমান
দুঃখ ক্ষোভে রুদ্ধকণ্ঠ নহি,
নাহি চাহি বিলাপে বাড়াতে বিপদ বিষম !
স্থির করি মন
অনুক্ষণ করিব স্মরণ—
আসিয়াছি পণরক্ষা হেতু বিজন বিপিনে,
ভিক্ষালব্ধ ধনে উদর পূরাতে,
কঠিন অজ্ঞাতবাসে যাপিতে জীবন।
আজি হ'তে মহাবল বীর বৃকোদর
ডুবে গেল অগ্রজের মহত্ত্ব-সাগরে,
তন্নে তন্নে অন্বেষিলে তারে
খুঁজিয়া না পাবে আর।

যুধিষ্ঠির। শুন ভ্রাতৃগণ—শুন লো পাঞ্চালী !
জান সবে কুরুপতি যা কহিল মোরে।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বৎসর—
পঞ্চ ভ্রাতা সহ দ্রুপদনন্দিনী
অজ্ঞাত রহিব মোরা ;
বর্ষমধ্যে হ'লে প্রকাশিত,
দ্বাদশ বৎসর পুনঃ যাবো বনে।
কহি তাই—
এই মৎস্য দেশে বিরাট নৃপতিপাশে
অজ্ঞাতে বঞ্চিব পঞ্চ জন

সহ দ্রুপদনন্দিনী ; কহ সবে—
কিবা অভিমত তাহে সবাকার ?
কহি আমি বঞ্চিব যেমন।
বিরাট ভবনে ন্যায়কর্ত্তা হবো,
কঙ্ক নাম লবো—পাশায় পণ্ডিত ;
শাস্ত্রের কথায় তুষিয়া রাজায়
দিব পরিচয়—
আছিনু সুহৃদ যুধিষ্ঠির নৃপতির।
কহ মধ্যম-পাণ্ডব,
কোন্ বেশে যাপিবে অজ্ঞাত ?

ভীম। ধর্ম্ম নরনাথ ! বল্লব নামে
বিরাটধামে হবো সূপকার।
রন্ধনে সুদক্ষ—দক্ষ মল্লযুদ্ধে,
দিব পরিচয়—
পূর্ব্বে ছিনু সূপকার যুধিষ্ঠির-গৃহে।

অর্জ্জুন। নপুংসকবেশে আমি আচ্ছাদিব কায়।
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ-আচ্ছাদনে,
মস্তকে ধরিব বেণী, শ্রবণে কুণ্ডল ;
জিজ্ঞাসিলে রাজা দিব পরিচয়—
পাণ্ডব-আলয়ে
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্য-গীতে বিজ্ঞ আমি,
জাতি নপুংসক—নাম বৃহন্নলা,
অন্তঃপুরবালা শিখাইতে সুদক্ষ সুন্দর।

নকুল। আমি দিব পরিচয়—
গ্রন্থিক আমার নাম,
অশ্ববৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
বহুদর্শী অশ্বচিকিৎসায়,
দুষ্ট অশ্ব শিষ্ট হয় আমার প্রভাবে।
এই ভাবে গুপ্ত রাখি কায়,
বঞ্চিব তথায় শেষ অজ্ঞাত বৎসর।

সহদেব। বহুতর গবী আছে বিরাট রাজার।
গোধনরক্ষক হবো,
পরিচয় দিব মৎস্য দেশে—
নাম তন্ত্রীপাল!

দ্রৌপদী। শুন রাজা, বিরাট ভবনে
কেমনে বঞ্চিব আমি।
বিরাটঘরণী সুদেষ্ণা মোহিনী,
শুনিয়াছি—
ধর্ম্মমতি বিরাটের উপযুক্তা রাণী,
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে।
কব তাঁরে, সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম জানি—
আমি সৈরিন্ধ্রী কামিনী।
অবশ্য রাখিবে রাণী—
মম বাণী না করি হেলন
স্থান দিবে গৃহে তাঁর!

যুধিষ্ঠির। চল সবে—স্মরি পরমেশ,
স্নান করি শুদ্ধমনে ধরি ছদ্মবেশ।

অর্জ্জুন। চল ধর্ম্মরাজ !
স্নানঘাটে মিলিব পশ্চাতে।
বারেক চলিব শমীবৃক্ষতলে ;
আছে শঙ্খ, তূণ, ধনু, গদা,
ভয় সদা—হ'রে লয় পাছে কেহ।
যাহে চৌর্য্যভয় যাবে দূরে,
তার তরে বৃক্ষশাখে
পুনঃ দিব বাঁধি শবের কঙ্কাল।
ঘুচিবে জঞ্জাল—
নিরাপদে রহিব অজ্ঞাতে।

যুধিষ্ঠির। যুক্তিযুক্ত যুক্তি প্রাণাধিক !
মিল আসি স্নানঘাটে ত্বরা।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। যাবে পার্থ প্রপীড়িত পাণ্ডবের
শস্ত্র অস্ত্রের জানিতে কুশল।
চক্ষে আসে জল—
বিশ্বের বিরাট পুরুষপ্রধান,
পাণ্ডবের সহায়-সম্পদ
জীবন-মরণ যিনি, কোথা তিনি—
আছে কোন্ নিশ্চিন্ত বিলাসে ?
বরষে বরষে দরিদ্র আবাসে
দীনভাবে কেটে গেল দিন,
বল দীননাথ !
এ দিনের কবে অবসান ?

প্রকাশ্য সমাজে অস্ত্র ল'য়ে করে
পাণ্ডব কি দাঁড়াইবে পুনঃ ?
বল হে বিরাট শিল্পী !
দ্রোণদত্ত হংসচিত্র ধর্ম্মরাজ-ধনু
আছে তো কুশলে ?
জয়দ্রথজয়ী সুপার্শ্বক বৃকোদর-ধনু,
রিপু-কালান্তক গদা মনোহর,
ব্যাঘ্রবিভূষিত শল্যদত্ত নকুলের ধনু,
চক্রধর দিল যাহা শিখিচিহ্ন সহদেব-ধনু,
অগ্নিদত্ত দেবের নির্ম্মাণ গাণ্ডীব আমার,
যুগ্ম তূণ গাণ্ডীব সহিত,
মহাশব্দকারী কূর্ম্মাকার দেবদত্ত মোর,
ধর্ম্মরাজ শঙ্খ অনন্ত বিজয়,
ভীমকর্ম্মা ভীম শঙ্খ পৌণ্ড্র নামধারী,
সুঘোষ সুন্দর নকুলের যাহা,
মহাশঙ্খ সে মণিপুষ্পক—
শোভে যাহা সহদেব-করে,
উচ্চৈঃস্বরে দেব-দৈত্য-নর-রণে
পুনঃ কি বাজিবে ?
সুগম্ভীর পাঞ্চজন্য সনে
পঞ্চশঙ্খ নিনাদিবে সত্য কি হে হরি ?
বাজাও হে পাঞ্চজন্য মঙ্গল বিধাতা—
পঞ্চশঙ্খ পলকে পলকে বাজুক পুলকে !

[প্রস্থানোদ্যত]

সহসা গীতকণ্ঠে অভিশাপের প্রবেশ ।

অভিশাপ ।—

গীত ।

তবে এসো কাছে এসো, দাও দাও আলিঙ্গন ।
অকিঞ্চনে বঞ্চনা সাজে না সাজে না,
দূরে দূরে থেকো না—পূরাও আমার আকিঞ্চন ॥
অমরপুরে যেথা সুধা ক্ষরে, সে সুধা ফেলেছ দূরে,
বিলাসবেশিনী বারবিলাসিনী বাজ দিলে তার শিরে,
তার অভিসার গেল বিফলে, তাই অভিশাপ ভরা গরলে,
এসো অনলে, মিছে থাকা আড়ালে,
জেনেছে সকলে—শূন্য সরিৎ প্রভঞ্জন ।

[প্রস্থান ।

অর্জ্জুন । কার মূর্ত্তি ঘোরে পাছে পাছে ?
যেন আমায় ধরিতে চায়,
আমারে গ্রাসিতে চায়—
শোণিত শোষিতে চায় আশ মিটাইয়া !
কে রে শত্রু ? কিবা চাস্ ?
কিবা আশে করাল কবল তোর
বিস্তৃত এমন ? গ্রাসিবি অর্জ্জুনে ?
দাঁড়া—ধরি আগে
নর্ত্তকীর নপুংসক বেশ,
সেই বেশ গ্রাসিতে সুন্দর ।

গীতকণ্ঠে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী।—

গীত।

ওগো নবীন পথিক সেজে নাও,
সেজে নাও—সেজে নাও—সেজে নাও,
বেলা বুঝি ব'য়ে যায়।
সাজ নারী-সাজে, চল নারী কাজে,
প্রাণে কত বাজে, আঁখি ভ'রে দেখি তায়॥
আমি হৃদয়গলা প্রণয়ের ডালা দিয়েছি ও পায়ে ঢালিয়া,
তুমি নিঠুর পরাণে এ মম মরমে দিয়েছ চরণে দলিয়া,
কত সেধেছিনু আশে পদরেণু,
মধু প্রেম-কথা কানে না শুনিনু,
চেয়ে চোখে চোখে শিহরিল তনু :—
সকল ভুলিনু, সকল হারানু, পলকে মজিনু—
আবেশে শিথিল কায়,
তুমি শিহরিলে তায়, কি যে হ'লো দায়,
আঁখি ঢেকে হায়—চ'লে এলে ঠেলে পায়॥

উর্ব্বশী। তৃতীয় পাণ্ডব! আছ তো কুশলে?

অর্জ্জুন। ভদ্রে! কুশলে আমার কিবা প্রয়োজন?
দেহ পথ—আছে বহু কর্ত্তব্য আমার।

উর্ব্বশী। জানি আমি, কর্ম্মবীর তুমি—
কর্ম্ম ছাড়া একদণ্ড না রহ সুস্থির।
বড় ভালবাসি তোমা,
তাই একাকিনী কাননে পশিয়া
জিজ্ঞাসি তোমায় কুশল বারতা তব।

অর্জ্জুন। বুঝেছি ললনে, আসিয়াছ বাক্য-বাণে
জর্জ্জরিত করিবারে মোরে!
রাজার নন্দন বনে বনে করি বিচরণ,
অজ্ঞাত আবাসে যাপিয়া জীবন
রক্ষা করি অগ্রজের পণ,
ভিক্ষালব্ধ ধনে করি দিনপাত,
তৃপ্ত তুমি সে কারণ করি দরশন
আসিয়াছ বার্ত্তা দিতে তার!
হে ভদ্রে! মিনতি আমার—
দরিদ্রের সনে নাহি কর বাদ-অনুবাদ।

উর্ব্বশী। ভাব কি অর্জ্জুন!
কেন তুমি সেজেছ দরিদ্র?

অর্জ্জুন। কর্ম্মফল—
কর্ম্মফলে সাজে নর দরিদ্র ভিখারী;
কর্ম্মফলে রাজলীলা গৌরব গরিমা,
কর্ম্মফলে জ্ঞান গর্ব্ব অতুল প্রতিভা,
কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ, শত সুখ-আশা
নিত্য যায় নিত্য আসে কালের পর্য্যায়ে।
ছিনু রাজপুত্র—
প্রকৃতি-নিয়মে সেজেছি ভিখারী,
সে কারণ বিদ্রূপ না সাজে ভদ্রে!

উর্ব্বশী। শত্রুর বিদ্রূপ কটু তিক্তময়—
কয় শত্রু যবে সন্ধান বুঝিয়া!

অর্জ্জুন। শত্রু? কেবা শত্রু ভদ্রে?

উর্ব্বশী । আমি—আমি, চেন না আমায় ?
যবে স্বর্গপুরে তোমারি প্রেমের দ্বারে
নেহারিয়া রূপ তব অতুলন মনোরম,
হারাইয়ে লজ্জা ভয়, কামশরে বিদ্ধ হিয়া
দিনু ডালি চরণে তোমার—
ভাব মনে, মাতৃ-সম্বোধনে লজ্জা দিয়া মোরে,
প্রত্যাখ্যান করেছিলে প্রেমরাশি মোর !
উপেক্ষিতা আমি—
রিপুর তাড়নে হ'য়ে আলোড়িত,
ইচ্ছামত দিনু অভিশাপ—
পরিতাপ কর ফিরি ধরাধামে
ক্লীবত্ব লভিয়া আত্ম-কর্ম্মফলে !
সেই আমি—উপেক্ষিতা উর্ব্বশী নর্ত্তকী,—
সতত সুযোগ খুঁজি—কিসে কবে
কতক্ষণে নপুংসক সাজিয়া ধরায়,
বাণবিদ্ধ উর্ব্বশী সমান
কেঁদে কেঁদে যাবে তব দিন।

অর্জ্জুন । আজি সমাগত সেই দিন।
দেখ আঁখি মেলি, কেশে ধরি মোর
মূর্ত্তিমান অভিশাপ শিয়রে আমার !
যেতে বলে তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
দূর গোপন পথে ; বলে দর্পভরে—
নর্ত্তকী অপ্সরী উর্ব্বশীর
ফ'লে গেল অভিশাপ,—

বলে—কর পরিতাপ,
কেঁদে কেঁদে কর দিন ক্ষয়,
দিন যায়—সাজ নপুংসক,
নাম ধর বৃহন্নলা—
ধর বৃত্তি নর্ত্তকী নটীর।
বড় সুসময়ে এসেছ জননী!
দেখ তুমি, সাজি বৃহন্নলা।

উর্ব্বশী। ওই শব্দ—ওই শব্দ আকুল করেছে মোরে
জননী—জননী-বাণী
বিষ ঢালে শ্রবণে আমার।

অর্জ্জুন। দুর্ম্মদ শত্রুর জননী-আহ্বান
কোথা করে পুষ্প বরিষণ?
এসেছিলে শত্রুতা সাধিতে,
সে শত্রুতা আমি সাধি জননী বলিয়া।
দাও, মাতা তীব্র অভিশাপ—
নাহি পরিতাপ, শত জন্ম রবো বৃহন্নলা—
শত জন্ম বিষ দিব ঢালি
শ্রবণকুহরে—অপ্রিয় তোমার
সন্তানের মত বার বার জননী বলিয়ে।

উর্ব্বশী। অভিশাপ এত প্রিয় তব?

অর্জ্জুন। অভিশাপ শাপ নহে মাতা!
আশীর্ব্বাদ—বর সে আমার।
যাপিতে অজ্ঞাত বর্ষ
নপুংসক হবো মাতা তোমার আশীষে।

জননী গো! অভিশাপ যদি নাহি দিতে,
অগ্রজের পণরক্ষা হেতু
যাপিতে শেষ অজ্ঞাত বর্ষ
কে হ'তো সহায় মোর?
অশিবনাশিনী! শাপ দিয়ে
বর দিলে মোরে—বাঁচাতে সন্তানে
করিয়াছ জননীর কর্ত্তব্যপালন।
সে কারণ—
কোটী কোটী প্রণিপাত চরণে তোমার।

উর্ব্বশী। নহে শাস্তি?
আশীর্ব্বাদ হ'লো মম অভিশাপ?
ছিঃ-ছিঃ, আপনি দংশিনু আপনার শিরে।
অর্জ্জুন! দেখ কিবা সাধি কাজ
বাড়াইতে তব মনস্তাপ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। কর বিধি পুষ্প বরিষণ!
বীরব্রতী তৃতীয় পাণ্ডব হ'য়ে অস্ত্রহীন,
হাস্ত-আস্তে হবে আজ নপুংসক—
নট-ব্যবসায়ী গায়ক নর্ত্তক বৃহন্নলা।
কাটাইতে অজ্ঞাত বর্ষ,
স্বর্গ-বেশ্যা উর্ব্বশীর তীব্র অভিশাপ
হ'লো তার পুণ্য আশীর্ব্বাদ।

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিরাট-রাজসভা।

সিংহাসনে বিরাটরাজ বসিয়াছিলেন ; মাগধগণ ও সুতবালকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

মাগধগণ।— বিধি মঙ্গল কর দান।
সুতবালকগণ।— সৃষ্টি তোমার হোক্ মধুময় উঠুক্ পুণ্য গান॥
মাগধগণ।— আকাশে উঠুক্ মঙ্গল তারা নামুক্ পীযূষধারা,
বাতাসে হাসুক্ এ মহাবিশ্ব প্রকৃতি পুষ্পভরা.
সুতবালকগণ।— সিন্ধু-সরিতে উর্ম্মি অধীরা কল কল মধু তান॥
মাগধগণ।— মুক্তির শুধু শক্তিভিক্ষা ভিন্ন কামনা নাই.
মুক্ত কর মুক্ত কর করযুক্ত মোরা তাই,
সুতবালকগণ।— মোরা দশের কর্ম্মে আসি যাই মোদের দশেই ভগবান॥

[মাগধগণ ও সুতবালকগণের প্রস্থান।

বিরাট। চমৎকার এ অভিনয়-খেলা!
নিত্য আসি সূত বন্দী মাগধ নর্ত্তক
নবভাবে সুমঙ্গল গীতি করে গান!
কার গান—কেবা গায়—
কাহার এ মঙ্গল বারতা কেবা শুনে যায়?

কহে সবে রাজা আমি—
সাক্ষ্য তার এই রাজবেশ,
এই সে কীরিট, এই সেই রাজদণ্ড,
এই সিংহাসন ! প্রজাগণ জানে সবে
আমি রাজা ধ্রুবসত্য—নহেক অলীক !
আজ আমি সাজিয়াছি
রমণীয় রাজবেশ-সাজে,
তাই রাজা বলি সবে করে সম্বোধন ;
কাল যদি পথের ভিখারী কোন
এই বেশ করে পরিধান,
করিবে সম্মান রাজা বলি তারে ।
রাজা কেবা ? শক্তি যার ঈশ্বরের মত,
বাক্য যার নিত্য সত্যময়,
চিত্ত যার নহেক দুর্ব্বল,
নহে যেবা যন্ত্র-পুত্তলিকা দুরন্ত পাপীর,
সেইজন রাজ-রাজেশ্বর—
রাজদণ্ড, রাজবেশ, রাজসিংহাসন
সেইজন করে অধিকার ।
অতীব দুর্ব্বলচিত্ত আমি—
কীচকের হস্ত-পুত্তলিকা ;
সাজি মিথ্যা রাজবেশে,
বসি মিথ্যা রাজসিংহাসনে
রাজ-ভূমিকার করি অভিনয় ;
সত্য যদি রাজ্য মোর,

প্রজার পীড়ন-কথা
কেন শুনি শ্রবণে আমার ?
কেন অবিচার অত্যাচার এ রাজ্যে আমার ?
কেন তার নাহি প্রতিকার ?
কেন অবিরত করিছে চীৎকার
গৃহে গৃহে পুরনারীগণ—
কীচকের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়ে ?
প্রাণতুল্য প্রজাগণ আমার যদ্যপি—

রক্তাক্তকলেবরে সোমদেব ও বাদলের প্রবেশ ।

সোমদেব । কৈ—কৈ, মহারাজ কৈ ?

বিরাট । এই যে তোমার সম্মুখে । একি ! সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত—

সোমদেব । তথাপি সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বেন না মহারাজ ! এখনো সিংহাসন কেঁপে ওঠে নি—এখনো বাসুকীর মাথা নড়ে নি—পৃথিবী দোলে নি, এখনো প্রলয়-ঝটিকা বজ্র ভূমিকম্পের তাণ্ডব-নৃত্য চলে নি, আপনি এত অধীর ?

বিরাট । অস্থিরতার চরম সীমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছ আগন্তুক ! বল তুমি, কি চাও ?

সোমদেব । এই প্রহৃত ক্ষতনির্গত জমাট ব্রহ্মরক্ত দিয়ে রাজললাটে ব্রাহ্মণোচিৎ আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন অঙ্কিত কর্‌তে চাই ।

বিরাট । হে ব্রাহ্মণ ! এই নিয়তি-নিপীড়িত হতভাগ্য বিরাটকে আশীর্ব্বাদ নয়, ইচ্ছামত অভিসম্পাতের আগুনে ভস্মে পরিণত করুন ।

সোমদেব । তা হয় না মহারাজ ! অত্যাচার সহ্য কর্‌বারই শক্তি লাভ করেছি, অত্যাচার দমনের শক্তি তো পাই নি ! তাই বিচার

প্রার্থনা কর্‌তে এসেছি মহারাজ! বিচার কর্‌তে পার্‌বেন? আপনার রাজ্য, আপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার পিতৃ-পিতামহের সুকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে আপনারই নির্য্যাতিত নিপীড়িত প্রজাগণকে অত্যাচারের করাল কবল থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন? শিবানীর অংশোদ্ভূতা প্রজাগণের কুলকামিনীগণকে সতীত্বাপহারীর নির্ম্মম গ্রাস থেকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বেন?

বিরাট। এ ক্ষতচিহ্ন রক্তপাত কিসের ব্রাহ্মণ?

সোমদেব। অপরাধের মহারাজ—অপরাধের! অপরাধ—এই দীন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী কীচকের অঙ্কশায়িনী হয় নি! অপরাধ—[বাদলকে দেখাইয়া] আপনার এই দীন প্রজা আমার মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রাণপণ উৎসাহে প্রতিবাদ করেছিল! পার্‌বেন মহারাজ, এর বিচার কর্‌তে? আপনারই শক্তিমান শ্যালক, আপনারই প্রজার বুকে অত্যাচারের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বিক্রমী শার্দ্দুলের মত বিনা বিচারে ছুরী বসিয়ে দিচ্ছে! পারবেন মহারাজ, প্রকৃত রাজার মত রাজদণ্ড হাতে নিয়ে প্রকৃত এর বিচার কর্‌তে? পার্‌বেন সেই রাক্ষসকে দণ্ড দিয়ে তার বুকে মনুষ্যত্বের বিবেক জাগিয়ে দিতে? আমরা পারি নি,—যুক্তি দিয়েছি—অনুনয় করেছি—ভিক্ষা চেয়েছি—ব্রাহ্মণ হ'য়ে পায়ের তলায় প'ড়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করেছি, তবুও তার অত্যাচারের গতিরোধ কর্‌তে পারি নি। তার পরিণামে পেয়েছি কঠোর শাস্তি—যষ্টিপ্রহার—ছুরিকাঘাত—

বাদল। তাই আজ রাজাধিরাজের মহৎ আশ্রয়ে আমাদের জীবনের শেষ অশ্রুরাশি উপঢৌকন দিতে এসেছি। হে ধর্ম্মপ্রাণ! হে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ! একবার ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে রাজদণ্ডহাতে অত্যাচারীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান, একবার আপনার প্রজামণ্ডলীকে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলুন—ওরে হতভাগ্য প্রজাগণ! তোদের মত দরিদ্র অত্যাচার-

নিপীড়িত অভাগার আমিই যে বাপ মা! একবার সতী নারীর রক্ষার জন্য ভগবানের মত শাসন-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষুধিত লেলিহান অত্যাচারীর সম্মুখীন হ'য়ে আপনার আশ্রিত কন্যাগণের নয়নাশ্রু মুছিয়ে আশ্বস্ত করুন। হে ধর্ম্মাবতার! আমরা বিচারপ্রার্থী,—বিচার করুন—অভয় দিন—

বিরাট। তাই হবে ব্রাহ্মণ—তাই হবে আশ্রিত প্রজা! আমি রাজা —রাজার কর্ত্তব্য প্রজার পালন, আমি সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্‌বো। ব্রাহ্মণ! তোমার ঐ ক্ষতের যন্ত্রণা আমার বুকে বেজেছে; ও রক্ত তোমার নয় আমার—ও অশ্রুজল তোমাদের নয় আমার—ও আক্ষেপ তোমাদের নয় আমার। প্রজার দুঃখ, প্রজার মনোকষ্ট আমি সহ্য কর্‌বো না। প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য অযোধ্যারাজ শ্রীরামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী রাজলক্ষ্মী জানকীকে মর্ম্ম উপ্‌ড়ে ফেলার মত দূরে বিজন বিপিনে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই আদর্শে আমি আমার পুত্রপ্রতিম প্রজাবর্গকে সযত্নে বুকের কাছে টেনে নিতে পার্‌বো না?

সোমদেব। পার্‌বেন মহারাজ! স্মরণ করুন আপনার প্রতিভাবিমণ্ডিত ভগবান-প্রদত্ত প্রভুত্ব! স্মরণ করুন আপনার রাজ্য, রাজলীলা, পদগৌরবের মর্য্যাদা! স্মরণ করুন মহারাজ! আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, গর্ব্ব, অস্ত্র, বাহুবল—স্মরণ করুন আপনার সিংহাসনের দায়ীত্ব! জেগে উঠুন অত্যাচারধ্বংসকারী মহাপুরুষের মত—জাগিয়ে তুলুন রাজশক্তি আপনার —ঝল্‌সে উঠুক্ সূর্য্যালোকে শত্রুবিমর্দ্দনকারী তীক্ষ্ণ অস্ত্র আপনার হাতে! শিক্ষা দিন অত্যাচারীকে, তার অজ্ঞানতা-অন্ধকারাবৃত হীন দৃষ্টিকে প্রস্ফুটিত করিয়ে—নির্ম্মম কলুষিত পাষাণ হৃদয়ে অমোঘ বিবেক-বুদ্ধি জাগরিত করিয়ে! আপনার প্রজাকে আপনিই রক্ষা করুন মহারাজ! বুঝি দেখেন নি তাদের আপন আপন দুর্ব্বল বুকে অবিশ্রান্ত করাঘাত,

বুঝি শোনেন নি তাদের অন্তর-সমুদ্রমথিত আলোড়িত বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার গগনভেদী কাতর হাহাকার, বুঝি দেখেন নি দুর্ব্বলা পুরনারীর কঠিন হস্তে কেশাকর্ষণ, বুঝি শোনেন নি রাজপুরুষের হস্তে নিপীড়িতা লাঞ্ছিতা রমণীর উদাসীন প্রতিপালকের প্রতি আক্ষেপজড়িত অন্তরের তীব্র অভিশাপ-বর্ষণ !

বিরাট। শুনেছি—দেখেছি—অনুভব করেছি ব্রাহ্মণ সে তীব্র অভিশাপের কঠিন আক্রমণ। প্রজাগণের মর্ম্মমথিত দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত ঘন ঘন অভিশাপে আমার হস্ত পদ শিথিল—রাজদণ্ড লজ্জিত—রাজবেশ অবমানিত—সিংহাসন তরঙ্গান্বিত অকুল সমুদ্রে ঝটিকা-আলোড়িত ক্ষুদ্র তরণীর মত প্রকম্পিত—চূর্ণ—ভগ্নপ্রায় ! আমি তার মধ্যে ব্যাকুলিত—উদ্ধার-সঙ্কল্পে আকুলিত—কর্ত্তব্যনির্ণয়ে যুক্তিপ্রার্থী !

সোমদেব। বিবেকের সার যুক্তি গ্রহণ করুন মহারাজ ! মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—

বেত্রহস্তে কীচকের প্রবেশ।

কীচক। কীচকের চাবুকে স্বয়ং বিবেকও সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে ! এর ছত্রে ছত্রে সত্য,—দেখ্‌বে ? [বেত্রাঘাত] কেমন—অনুভব কর্‌তে পার্‌ছ ? [সোমদেব ও বাদলকে ঘন ঘন প্রহার করিতে লাগিলেন]

সোমদেব। এখনো পারি নি শিক্ষাদাতা—ভগবান সে শাস্তি দেন নি।

কীচক। স্বয়ং ভগবানও কীচককে ভয় করে। এ চাবুক শিক্ষার ভাণ্ডার ! চাবুকের ঘায়ে যত রক্তপাত হবে, ততই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুভব-শক্তি বাড়্‌তে থাক্‌বে। চাবুক খাও, তবে বুঝবে ! [উভয়কে উপর্য্যু-পরি প্রহার]

সোমদেব। পিঠ পেতে দিয়েছি শিক্ষাদাতা তোমার চাবুকের তলায়,—বিরাম দিও না—নিরস্ত হ'য়ো না—উপর্য্যুপরি আঘাতে রক্তের বন্যা ছুটিয়ে দাও! দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দীন প্রজা তোমাদের, দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য ক'রে ক'রে সর্ব্বাঙ্গ পাষাণে পরিণত করেছে—সহস্র চাবুকেও হৃদয়রক্ত বুঝি মাটীতেও পড়্‌বে না! সহন-প্রাবল্যে সব শুখিয়ে গেছে, আরো—আরো চাবুক চাই! একা পার্‌বে না; তুমি চাবুক ধরেছ, মহারাজের হাতে চাবুক তুলে দাও—রাজরাণীকে চাবুক ধর্‌তে বল—রাজপুরুষের দল চাবুক ধরুক্—তোমার আত্মীয়-কুটুম্ব চাবুকপ্রহারে প্রজামণ্ডলীকে চ'ষে দ'লে সমভূমি ক'রে দিক্!

বিরাট। কীচক! ক্ষান্ত হও—অপরাধ-নির্ব্বিশেষে দণ্ডবিধান কর।

কীচক। সে বিচার-শক্তি তোমার নেই রাজা! অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড আমি জানি। আবেদন জানাতে এসেছ রাজার কাছে—কীচক অত্যাচারী? নাও তার প্রতিফল! কেমন দণ্ড? রাজদ্রোহী—

[প্রহার করিতে লাগিলেন।

সোমদেব। ওরে মেরে ফেল্—মেরে ফেল্ পিশাচ! দ'গ্ধে দ'গ্ধে নয়, একেবারে—একটা আঘাতে! এ জীবন তোদেরই কাছে উৎসর্গ কর্‌ছি! ওঃ, ভগবান—তুমি কি নেই? প্রলয়-জল হ'তে কে তবে বেদোদ্ধার করেছিল? কে তবে সমুদ্রমন্থনে কূর্ম্মরূপ ধারণ করেছিল? কে তবে বরাহমূর্ত্তিতে পৃথিবীর বুকে কঠিন দন্তাঘাত বসিয়েছিল? কে তবে নরসিংহরূপে কৃষ্ণদ্বেষী হিরণ্যকশিপু সংহার করেছিল? কে তবে উপেন্দ্ররূপে বলিরাজকে পাতালে পাঠিয়েছিল? কে তবে জামদগ্ন্য—কে তবে অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্র? কে তবে হলধারী বলদেব? কার জন্য কে তবে যুগে যুগে অবতাররূপে ধরায় অবতীর্ণ? সে তুমি নও? হে বিশ্বপতি জগন্নাথ! সে তুমি নও? তেত্রিশ কোটী দেবতা কারণ-সমুদ্রে

শায়িত কার পদতলে অশ্রু ঢেলে রাতুল চরণ সিক্ত করেছিল—সে তোমায় নয়? তুমি তবে কে—তুমি তবে কি?

সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। 'তিনি ভগবান—অনাদিনাথ—অনন্তময়; নিখিল বিশ্বের আশা-ভরসা সর্ব্বনিয়ন্তা ত্রিদিবপূজিত ইচ্ছাময়। তাঁর অনন্ত কৃপার সীমা নাই—তুলনা নাই—

সোমদেব। এসেছিস্ মা! স্বর্গীয় বীণার ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ক'রে, আবেগ-ব্যথাভরা সন্তানের নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিয়ে শান্তি-সান্ত্বনার বৈজয়ন্ত-পীযূষরাশি নিয়ে স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ হ'য়ে দীন দরিদ্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিস্ মা? মা! মা! আশ্রিত সন্তানকে আশ্বস্ত কর্ মা—

সুদেষ্ণা। মহারাজ! কি কর্‌ছো—কি দেখ্‌ছো? তোমারই সিংহাসনের তলায় প্রহৃত ব্রাহ্মণ নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে, তুমি মুগ্ধনেত্রে তাই দেখে যাচ্ছ? কীচক! আমি জান্‌তে চাই—সাম্রাজ্য কার? তোমার না বিরাটরাজের? প্রজামণ্ডলী কার—তোমার না বিরাটরাজের? শাসনদণ্ড কার—তোমার না বিরাটরাজের? বিরাটরাজ যদি প্রজাশাসনে অক্ষম হন, এ রাজ্য আমার। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমি আমার প্রজামণ্ডলীর সুখ-দুঃখ দেখ্‌বো। যাও ব্রাহ্মণ, তোমার শত যন্ত্রণা, সহস্র বেদনাক্লিষ্ট জীবনটা তোমাদের রাজার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্বরাজ ভগবানের এত বড় রাজ্যের যে কোনো স্থানে একটু আশ্রয় অন্বেষণ কর। এখানে সবাই বধির—সবাই অন্ধ! এখানকার আর্ত্তনাদকারী আশ্বাস পায় না, পায় দণ্ড—নির্য্যাতন—পীড়ন!

কীচক। তাই যাও রাজদ্রোহী! এ নগর পরিত্যাগ ক'রে—

[প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন।]

সুদেষ্ণা। [বেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া] সাবধান কীচক! এ উদ্যত বেত্র সজোরে আর পড়্‌বার উপায় নেই। এ তোমার প্রজা নয়, তোমার ভগ্নী সুদেষ্ণা—রাজরাণী! যাও ব্রাহ্মণ, কেন এখনো আক্ষেপ কর্‌ছো? আক্ষেপ কর্‌তে হয়, রাজপুরীর বাইরে দাঁড়িয়ে ক'রো—আবেদন জানাতে হয়, বিরাটরাজের কাছে নয়, যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে ঈশ্বরের কাছে জানিও—যাও, আর তুমি বিরাটরাজের প্রজা নও।

সোমদেব। তবুও বল্‌বো, এ তোমার নিগ্রহ নয় রাজরাণী—এ দরিদ্রের প্রতি তোমার অসীম করুণাবর্ষণ! তাই যাবো মা! এ ব্যথার উপশম কর্‌বো বিরাট নগর পরিত্যাগ ক'রে।

[সোমদেব ও বাদলের প্রস্থান।

কীচক। হাঃ—হাঃ—হাঃ, তুমি পার্‌বে ভগ্নী পার্‌বে, রাজা বিরাটের চেয়ে তোমার বুদ্ধি আছে। তোমার এ বিচারের আমি খুব প্রশংসা কর্‌ছি। আর বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হবে না, এই নাও—[বেত্র ফেলিয়া দিলেন] নাট্যশালায় নৃত্যগীতে মনোযোগ দিই গে, কেমন? এই তো চাই—একদম বনবাস! ও নগর পরিত্যাগ করাও যা—আর বনবাসও তাই! হাঃ—হাঃ—হাঃ, ঠিক হয়েছে! [প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। বিরাটরাজ! এখনো তুমি চিন্তায় আকুল? এখনো তুমি ঘুমিয়ে থাক্‌বে? এখনো তুমি কর্ত্তব্যের আলোক থেকে আপনার মুখ লুকিয়ে রাখ্‌বে? তোমারি চক্ষের সম্মুখে তোমারি আশ্রিত স্পর্দ্ধিত অত্যাচারী অত্যাচারের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে—সিংহের বিবরে শৃগাল এসে গর্জ্জন কর্‌ছে—তোমার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উপর নির্ম্মম কালচক্র ইচ্ছামত সহর্ষনিনাদে ঘুর্ণিত হ'চ্ছে, তুমি নিশ্চিন্ত বিলাসে বধিরের মত তবু ঘুমিয়ে আছ? আমি নারী—আমার যাতে অসহ্য, তুমি অম্লানবদনে তাই অবনতমস্তকে সহ্য ক'রে যাচ্ছ?

বিরাট। বুঝি সহ্যের সীমা এখনো অতিক্রম করে নি রাণী!

সুদেষ্ণা। আশ্চর্য্য!

বিরাট। সত্যই মহিষী, এ আশ্চর্য্যের কথা; আরও আশ্চর্য্য—কীচক তোমার সহোদর।

সুদেষ্ণা। এমন আশ্চর্য্য জগতে অসম্ভব নয় স্বামী! বীরহৃদয় এ আশ্চর্য্য দেখে মুগ্ধ হবার সুযোগ পান না। এ তোমার আত্মীয়তা-প্রদর্শন নয় সম্রাট, এ তোমার অধঃপতন—এ ক্ষত্রিয়বংশের কলঙ্ক! বিরাটরাজের রাজদণ্ডের, রাজসিংহাসনের, রাজমুকুটের কি কোনো মূল্য নাই? আলস্য ত্যাগ ক'রে সম্রাটের তেজ নিয়ে, আদর্শ গাম্ভীর্য্য নিয়ে, বিজয়-দর্পে বজ্রহুঙ্কারে জানিয়ে দাও—বিরাট নগরের রাজা তুমি—কীচক নয়, প্রজামণ্ডলী তোমার—কীচকের নয়; জানিয়ে দাও শত্রুকে তোমার—কোষবদ্ধ তরবারি আবশ্যক হ'লে সূর্য্যরশ্মিতে ঝল্‌সে উঠ্‌তে জানে। দিন দিন কতখানি নেমে পড়েছ, বুঝ্‌তে পার্‌ছো স্বামী?

বিরাট। বুঝ্‌তে পার্‌ছি। অধর্ম্ম তার ছুরী শাণিয়ে তীব্র বিষ মিশিয়ে ধর্ম্মের বক্ষ বিদ্ধ কর্‌ছে; আমার অদৃষ্ট-আকাশের উপর এক-খানা কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদর্পে উড়ে আস্‌ছে ঘন অন্ধকার নিয়ে।

সুদেষ্ণা। ঐ মেঘ প্রাবৃটের মেঘ, তার পশ্চাতে প্রলয়-ঝঞ্ঝা, তার পশ্চাতে কঠোর বজ্রাঘাত! কণ্টক তুল্‌তে হবে রাজা—মূল পর্য্যন্ত!

বিরাট। কিন্তু সে যে তোমারই ভাই!

সুদেষ্ণা। সেই জন্যই আমার আরও আক্ষেপ মহারাজ! আমার ভাই আজ মৃত্যুর মহামূর্ত্তিতে আমারই সাম্রাজ্যে ভৈরব নৃত্য কর্‌ছে, তথাপি রাজার কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর্‌তে হবে স্বামী! সে যদি আজ আমার ভাই না হ'য়ে বিদেশীয় শত্রু হ'তো, তা হ'লে তুমি তোমার প্রজার উপর তার এই অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্‌তে? তোমার কর্ম্মভূমি

জন্মভূমি দেশ যেতে বসেছে, ক্ষত্রিয়-সিংহের মর্য্যাদা-মণ্ডপে ফেরু এসে চীৎকারে শান্তিভঙ্গ কর্‌ছে, তোমার সযত্ন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম মোক্ষ নৈরাশ্য-সাগরে তৃণখণ্ডের মত তরঙ্গভঙ্গে ভেসে যাচ্ছে, তোমার পুত্রপ্রতিম প্রকৃতিপুঞ্জ নগর ছেড়ে চলেছে, সাধ্বী ললনাকুলের চির-পবিত্র সমুজ্জ্বল সিঁথির সিঁদুর অপবিত্রতায় কলঙ্কিত হ'তে চলেছে, আরো এখনো তুমি সহ্য কর্‌বে?

বিরাট। এত ক্ষুদ্র আমি নই সম্রাজ্ঞী! এ দস্যুবৃত্তিতে বাধা দিতে পারি, এ নারকীয় প্রেতের দুর্দ্দমনীয় উল্লাসও দমন কর্‌তে পারি; কিন্তু ছুরী ধরার প্রতিশোধে ছুরী ধর্‌লে চল্‌বে না। দুঃখ-যন্ত্রণার ভয়াবহ বিভীষিকা দিবারাত্র দেখেও স্থির থাক্‌তে হবে—প্রলয়-ঝঞ্ঝায় আলোড়িত বিধ্বস্ত মস্তক আপনার যুক্ত করে চেপে ধ'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে। এইটুকুই আরাধ্য—এইটুকুই আত্মদান—এইটুকুই সত্য-সনাতন ধর্ম্ম! যাও রাজরাণী, আমি নিশ্চিন্ত নই—মিথ্যা পুতুল খেল্‌তে আমি রাজসিংহাসনে বসি নি,—মনে মনে আমি এ গৌরব রাখি।

সুদেষ্ণা। আমারও বিশ্বাস, মহারাজকে বোধ হয় এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে, পরম শত্রু পরম আত্মীয় হ'লে আনন্দের পরিসীমা থাকে না সত্য, কিন্তু পরম আত্মীয় পরম শত্রু হ'লে দুঃখ-নৈরাশ্যেরও অবধি থাকে না।

[প্রস্থান।

বিরাট। এমন জ্ঞানময়ী স্বার্থত্যাগিনী সহধর্ম্মিণী যার, সে শত দুঃখ কষ্ট দলিত ক'রেও সংসারে সর্ব্বসুখে সুখী! এমন রমণী-রত্ন পুরুষের কণ্ঠমণি হ'লে সংসারই সুখের স্বর্গ; সে সুখের গৌরবে মানুষ সংসার-ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ত্রিবর্গ ফল লাভ ক'রে অবলীলাক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় কর্‌তে সক্ষম। ধন্য আমি যে এমন রমণী-রত্ন ভগবান আমায় দান করেছেন।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! অপূর্ব্ব মূরতি সুপুরুষ
পঞ্চজন রাজ-দরশন করে আকিঞ্চন।

বিরাট। দেহ বার্ত্তা সবাকারে
সভাগৃহে করিতে প্রবেশ।

প্রহরী। যথাদেশ— [প্রস্থান

বিরাট। পুনঃ বুঝি আসে উৎপীড়িত প্রজাগণ
সহস্র কাতর অন্তর-বেদনা ল'য়ে
রাজদ্বারে জানাইতে অভিযোগ!
নাহি জানি কি প্রার্থনা—কি দিব উত্তর?
আকুল পরাণ রীতি নীতি
হারাইয়া ফেলে সব! একি—
কেবা এ পুরুষ আসে কন্দর্প-আকার?
দেখি নাই কভু হেন রূপধারী।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর,
পরম সুন্দর, ঐরাবত সম গতি,
মনোরম অতি, কাঞ্চন পর্ব্বত সম
অতি সুশোভন, ক্ষত্রিয় লক্ষণ যেন—
রাজচক্রবর্ত্তীপ্রায় সর্ব্ব তেজোময়!
ব্রাহ্মণ এ নহে যেন—
কি জানি কি কামনায় আসিছে সভায়!
হোক্ দ্বিজ অথবা ক্ষত্রিয়,
সে বিচারে নাহি প্রয়োজন।

প্রহরীসহ ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।　মৎস্য-অধিপতি হে রাজন্!
পরম কল্যাণময় করুন মঙ্গল তব।
বিরাট।　কহ, কেবা তুমি? কোথা বাস?
কিবা গোত্র—কোন্ বংশে জন্ম তব?
কামনা তোমার যাহা,
মাগি লহ মম পাশে!
রাষ্ট্র, পুর, গৃহ, দণ্ড, ছত্র, যান—
যাহা চাহ দিব অকপটে।
যুধিষ্ঠির।　বৈয়াঘ্র আমার গোত্র—কঙ্ক নাম ধরি;
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সখা,
যেন এক আত্মা—ভেদ নাহি ছিল।
শত্রু রাজ্য নিল—বনে গেল পঞ্চ ভাই,
সম ব্যক্তি তাই খুঁজিয়া বেড়াই।
অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ আমি—
আসিলাম শুনি তব গুণাগুণ।
বিরাট।　সদাই আকাঙ্ক্ষা মম এ হেন রতনে!
দৈবযোগে মম ভাগ্যে মিলাইল বিধি।
শুন হে মহান্!
রাজধর্ম্ম তব করে অর্পিনু সকল;
মম সহ থাকহ সভায়—
তব পায় সেবিবে সেবক যত।
যুধিষ্ঠির।　কিছু নাহি প্রয়োজন রাজা!

হবিষ্য-আহারী আমি—
দ্বিজাচারী—শয়ন ভূমিতে।
বিরাট। যেবা অভিরুচি তব—
লহ স্থান মম পাশে।
[যুধিষ্ঠিরের আসন গ্রহণ।]
একি, কেবা এ পুরুষ?
মৃগপতি, গতি যুথপতি—
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায়,
যেন বাল-সূর্য্যোদয় সভাগৃহে মোর!
কহ, কেবা তুমি বীরদেহধারী?

ছদ্মবেশী ভীমের প্রবেশ।

ভীম। জয় হোক্ হে বীরেন্দ্র!
চাতুর্ব্বর্ণ্য-শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলোদ্ভব আমি—
গুরু উপদেশে পারি করিতে রন্ধন;
মম সম নাহি সূপকার—
বিদিত আমার মল্লযুদ্ধ যত।
বিরাট। সম্ভব না হয় সূপকার তুমি,
শোভিতেছ ভূমি কুবের ভাস্কর যেন!
যোগ্য তুমি সর্ব্ব ক্ষিতিপালনের—
সূপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন!
ভীম। শুন রাজা, অতীত কাহিনী মম।
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সূপকার;
ধার্ম্মিক রাজার

অতি প্রীতি আছিল আমাতে,
কৌতুক বিশেষে আমারে রাখিল রাজা।
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ মহিষ বারণ—
দিব রণ যার সনে কহ।
বল্লব আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ,—
দিল বাজ জ্ঞাতি-শত্রু,
বনে গেল রাজা—
সমব্যক্তি তাই খুঁজিয়া বেড়াই।

বিরাট। নাহিক সংশয়—মিথ্যা নয় বাক্য তব!
যোগ্য তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসিতে,
কামনা তোমার পূর্ণ হবে সুনিশ্চয়!
আছে মম যত সূপকার,
হবে অধিকার তব সবার উপরে।
রে প্রহরী! ল'য়ে যাও
শ্রেষ্ঠ এই সূপকারে মম।

[প্রহরীর সহিত ভীমের প্রস্থান।

হের কঙ্ক!
কুণ্ডল শঙ্খে স্ত্রীবেশধারী, অপূর্ব্ব বিন্যাস—
দীর্ঘ বেণী দুলাইয়া পৃষ্ঠোপরে,
গজপদভরে কেবা আসে যুবা?
ছদ্ম নারীজাতি, মনোহর অতি—
রতি রতিপতি একাধারে যেন!
অনুমান—মনুষ্য না হয়,
জ্ঞান হয় দেবের কুমার!

প্রহরীসহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।

বিরাট। কেবা তুমি অপরূপ রূপধারী ?
কাহার তনয় ? হেরি তেজোময়
দেব-মূর্ত্তি তব মানিনু বিস্ময়,—
নাশ হে সংশয় সদুত্তর দানে।

অর্জ্জুন। নতি মহামতি হে মৎস্য-অধিপতি !
নপুংসক নর্ত্তক অধীন—
নাম বৃহন্নলা ! নৃত্য-গীতে মম সম
নাহিক ভুবনে ; দেব-কন্যাগণে
শিখাইতে পারি এ বিদ্যা-কৌশল।

বিরাট নাহি লয় মন—নহ কদাচন
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি !
হেরি যূথপতি হস্তীমধ্যে যেন মৃগরাজ,
তারার সমাজ সূর্য্যোদয়ে ম্লান যেন !
নারীবেশ হেন, যাহা ভূষিয়াছ গায়,
শোভা নাহি পায় অঙ্গেতে তোমার,—
যেন ভূতনাথ দেহে ভস্মবিলেপন,
দিনকর ঘন জলদে ঢাকিল।
যে ধনু সহিল ভুজতেজ তব,
পৃথিবী কাঁপিল সে ধনুর তেজে—
বীরের সমাজে বীরাচারী হয় অনুমান।

অর্জ্জুন হে মহান্ ! যুধিষ্ঠির মতিমান—
ছিলাম গায়ন তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর।

অরাতি ভীষণ রাজ্যধন করিল হরণ,
পত্নীসহ রাজা বনাশ্রয় করিল গ্রহণ ;
হে রাজন ! সেই হেতু তব রাজ্যে আসি
যাচি তব করুণা-সিঞ্চন !
নাহি জানি ছলা,
অন্তঃপুরবালা শিখাতে সুদক্ষ আমি।

বিরাট। নাহি চিন্ত, মম গৃহে রহ বৃহন্নলা !
রাজবালা কর সুশিক্ষিতা।
সর্ব্ব সমর্পণ করিনু তোমায় ;
ধন জন উত্তরাদি কন্যা মম
মম সম দিনু অধিকার,
নৃত্য-গীতে বিশারদা করিতে সবারে।
[প্রহরীর প্রতি] ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে ;
ব'লে দাও দাস-দাসীগণে—
অন্তঃপুরে নারীগণমাঝে
নাহি মানা করিতে বসতি,—
পরে নাট্যশালে দিব যোগ্য স্থান।

[প্রহরীর সহিত অর্জ্জুনের প্রস্থান।

আহা মরি, কেবা ওই পুরুষপ্রধান—
মুক্ত হন শশধর মেঘ হ'তে যেন !
সূতবেশধারী—
তুরঙ্গ-প্রবোধ-বাড়ি শোভা করে কর ;
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ,
প্রমত্ত বারণ—মদমত্ত মনোরম গতি !

প্রহরীসহ নকুলের প্রবেশ।

বিরাট। কে তুমি মহান্?
দিয়ে পরিচয় নাশ হে সংশয়।
নকুল। অশ্ব-চিকিৎসক গ্রন্থিক আমার নাম,
জীবিকার্থ আসিলাম আপন আগার।
বিরাট। কহ, কোথা তব ধাম?
দেবপুত্র সম মনে লয় তোমা!
নকুল। আছিলেন ধর্ম্মের নন্দন—
না হয় গণন, লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর।
মোরে দিলা সর্ব্বভার অশ্ব পালিবার—
বৃদ্ধি হ'লো অশ্বগণ আমার পালনে।
কড়িয়ালি বদ্ধ করি যে ঘোড়ার মুখে,
নাহি থাকে দুষ্ট ভাব তার।
বিরাট। লহ মম যত অশ্বগণ—
করিনু অর্পণ সর্ব্বভার রক্ষার্থ সবার।
[প্রহরীর প্রতি] ল'য়ে যাও—
দেখাইয়া দাও অশ্বশালা।
[প্রহরীর সহিত নকুলের প্রস্থান।
কেবা আসে পুনঃ?
দেখি আচম্বিতে অপূর্ব্ব মূরতি—
তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্ব ভিতে!
গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ,
আছে সবিশেষ যথারীতি দ্রব্যভাব।

প্রহরীসহ সহদেবের প্রবেশ।

বিরাট। কহ, কেবা তুমি—
কিবা নামে বিদিত ভুবনে ?

সহদেব। হে নরেশ !
জীবিকার্থ আসিলাম তোমার নগর,—
রাখ নরবর ! গবীরক্ষা হেতু মোরে !
আমার রক্ষণে
গবীকুল ব্যাধি নাহি জানে ;
চৌরভয়, ব্যাঘ্রভয় কদাচ না হয়।

বিরাট। হেন নীচ কার্য্য যোগ্য নহে তব !
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি হেন মূর্ত্তি—
জ্ঞান হয় রাজচক্রবর্ত্তী বুদ্ধি পরাক্রমে !
বৃহস্পতি শুক্রসম শুনি তব ভাষ—
ধর পাশ খড়্গধারী হস্তে তব।

সহদেব। শুন রাজা, সত্য যে বচন।
আছিলেন পাণ্ডুর নন্দন—
অগণন ছিল তাঁর গবী ;
করিতাম সেই সব গোধন পালন,
পাণ্ডুর নন্দন প্রীত ছিল মম গুণে।
আরও এক মহৎ কর্ম্ম জানি নরনাথ !
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিদিত আমার—
কর্ম্ম যত হয় সমাধান পৃথিবী ভিতরে,
জানিবারে জ্ঞাত সে কৌশল অজ্ঞাতে বসিয়া।

ধর্ম্মরাজ সভাতলে ছিনু চিরকাল—
নাম তন্ত্রীপাল দিলা যুধিষ্ঠির।

বিরাট। অসম্ভব নহে কিছু !
অতঃপর লহ তব কাম্য বস্তু ;
আছে যত গবী আর রক্ষীগণ,
দিলাম তোমারে সব করিতে পালন।
[প্রহরীর প্রতি] ল'য়ে যাও
গোপজাতি তন্ত্রীপালে,
দেখাইয়া দাও গবী অগণন !

[প্রহরীর সহিত সহদেবের প্রস্থান।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি]
এসো হে পুরুষ-রতন !
দেখাইয়া দিই
বিশ্রামের যোগ্য স্থান তব।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

ঝুলিহস্তে উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। পিতা ! তোরণ-দুয়ারে হেরিলাম
অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য !
দিব্যমূর্ত্তি এক প্রকাশে বদন চারু,
এই ঝুলি হস্তে দিয়া মোর
কহিলেন মোরে—
দিয়ে এসো সভামাঝে কঙ্ক মহাজনে।
মধ্যে রাজে পঞ্চফল সহ

মনোরম সিন্দূর-করঙ্ক,—
পিতা! অনুমানি এই সেই কঙ্ক মহাজন।
মতিমান! ধর দ্রব্য তব—

বিরাট। কোথায় সে দিব্যমূর্ত্তি—আর কিছু বলেছিলেন?

উত্তর। বলেছিলেন—"এটী ভিক্ষার ঝুলি, এতে আমার পঞ্চফল আছে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভাই যখন রাজ্যহারা হ'য়ে বন গমন করেন, তখন তাঁর নিয়োজিত পঞ্চ পুরুষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমার কাছে ভিক্ষা চান। তখন তাদের কিছু দিতে পারি নি; ভিক্ষা ক'রে আজ আমি এই পঞ্চফল সংগ্রহ করেছি। আমার মিনতি—মহারাজ-আশ্রিত সেই পুরুষকে এই পঞ্চফল গ্রহণের সুযুক্তি দেবেন। আর একটী কথা—পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদীর নিয়োজিত একটী সৈরিন্ধ্রী রমণী আমার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চেয়েছিলেন রমণীর শিরোমণি করঙ্কপূর্ণ সিন্দুর; তাঁকেও দান করতে পারি নি। শুনলুম, তিনি অন্তঃপুরে রাজরাণীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; সিন্দুরকৌটাটী তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর সেই এলায়িত রুক্ষ কেশ সিন্দূর অভাবে আরও মলিনতার পরিচয় দিচ্ছে। রমণীর সৌন্দর্য্য পাঠিয়ে দিতে মহাপুরুষ কঙ্ক কৃপণতা না করেন।" এই কথা ব'লে মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন—আর তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম না।

যুধিষ্ঠির। [স্বগত] ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! লুকিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার সমুজ্জ্বল তেজ, অপার্থিব করুণা, যুধিষ্ঠিরের নয়ন-মন প্রতারিত করতে পারে নি। ধন্য তুমি হে মহাপুরুষ—শ্রীপাদপদ্মে তোমার কোটী কোটী প্রণিপাত!

বিরাট। উত্তর! কে তিনি, কোথায় থাকেন? তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলে?

গীতকণ্ঠে মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধুমঙ্গল।—

গীত।

আমি নব নারী-প্রেম-অনুরাগী হৃদি-মন্দিরে ওঠে প্রেম-গান।
প্রেমের লাগিয়ে আপন হারাই,
বিলাই নগরে নাগরী নাগরে শত সুখ প্রেমতান॥
আমি যমুনার জলে বসন্ত-হিল্লোলে সিনান করিয়া শীতল হই,
আমি তীরে ঘুরে ঘুরে কুঞ্জের দ্বারে কুসুমের সনে কথা কই,
সেথা বিরাজে স্বপন-লতিকা, সে যে সাধনার চির-সাধিকা,
মিলে যদি দেখা, দেখি জলরেখা, নাহি কিছু আঁকা বিরহ বই :—
আমি তখনি লুকাই, চরণে বিকাই,
অধর ধরিয়া আদর করিয়া হাসিমুখে ভাঙ্গি মান॥

[প্রস্থান।

উত্তর। পিতা! ইনিই সেই মহাপুরুষ।

বিরাট। মহাপুরুষ তার আর সন্দেহ নেই! উত্তর! আগন্তুককে অধিকদূর অগ্রসর হ'তে দিও না। সঙ্গে নিয়ে আমার বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হও। [উত্তরের প্রস্থান] সাধু কঙ্ক! উনি যেই হোন্, ক্ষুদ্র হোন্—মহৎ হোন্, দানশীলের দান মহৎ ব'লে গ্রহণ করাই উচিৎ। স্বয়ং ভগবানও প্রীতির ক্ষুদ্র দান মহৎ ব'লে গ্রহণ করতে কোনো কালেই কাতর নন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

উত্তরা ও সখীগণ গাহিতেছিল

গীত।

সখীগণ।— আয় সই মিলে খেলা করি বেলা যায় ধীরি ধীরি।
সাঁজের বাতি উঠ্‌বে জ্ব'লে আয় বেলাবেলি খেলা সারি॥

উত্তরা।— লুকিয়ে খেলা লুকোচুরি, সে খেলায় মজা ভারি,
কানামাছি তাও যদি হয় আয় দেখি পারি হারি :—

সখীগণ।— বউ বউ খেল্‌বো না ভাই ঘোম্‌টা টেনে লাজে মরি॥

উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। চোর-চোর খেলা তো—চোর-চোর খেলা? আমি খেল্‌বো —আমি খেল্‌বো—

উত্তরা। ও ভাই! দাদা তবে চোর হবে—

উত্তর। হ্যাঁ—তা বই কি! মনে নেই—কাল তুমি চোর হয়েছিলে, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল—খেলার দান দিতে পার্‌লে না—

উত্তরা। আচ্ছা ভাই! তবে আমিই চোর হবো—

উত্তর। সর—সর—তোমরা সর, আমি উত্তরার চোখ বেঁধে দিই। [বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তরার চক্ষুবন্ধন] এই নাও—এইখানে দাঁড়াও। তোমরা সব লুকিয়ে পড়—লুকিয়ে পড়। উত্তরা! এটা কোন্ দিক্?

উত্তরা। পশ্চিম—

সখীগণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হ'লো না—হ'লো না—[সকলে লুকাইল]

উত্তর। আচ্ছা, এইবার বল এটা কোন্ দিক্ ? [উত্তরাকে অন্য-দিকে ফিরাইয়া দিল]

উত্তরা। দক্ষিণ—

উত্তর। তোমার মুণ্ডু ! আমরা লুকিয়েছি—আমাদের ধর।

উত্তরা। [চক্ষুবাঁধা অবস্থায় অতি সন্তর্পণে উত্তরকে সহসা ধরিয়া ফেলিয়া] ধরেছি—ধরেছি ! দাদা চোর—দাদা চোর—

উত্তর। না—না, এ চোর সই নয়—কখনো নয়। আমি দেখ্‌তে পাইনি বুঝি, তুমি বাঁধন খুলে একটু একটু চুরি ক'রে দেখ্‌ছিলে !

উত্তরা। হ্যাঁ, দেখ্‌ছিলুম বৈকি ! দাদা ভারি দুষ্টু—খালি মিথ্যে কথা বল্‌বে।

উত্তর। [মুখভঙ্গী করিয়া] হ্যাঁ—দাদা ভারি দুষ্টু, খালি মিথ্যে কথা বল্‌বে !

উত্তরা। হ্যাঁ—চোর হয়েছে কি না !

উত্তর। অমন কর্‌লে আমি খেল্‌বো না—যাও !

উত্তরা। হ্যাঁ—খেল্‌বে না বৈ কি ! চোরের দান দিয়ে যাও—

উত্তর। আমি খেল্‌বো না ; কি কর্‌বে কর—

উত্তরা। তা হ'লে আমরা সবাই মিলে দুয়ো দেবো। ও ভাই, দেখ্‌বি আয় ভাই—দেখ্‌বি আয়, দাদা চোর হ'য়ে বল্‌ছে চোরের দান দেবে না—

উত্তর। বেশ কর্‌বো—বেশ কর্‌বো, আমি খেল্‌বো না—কিছুতেই খেল্‌বো না। আমি কস্মিনকালে কারও কাছে হারি নি, আজ অমনি তোমার কাছে হেরে যাবো ? জুচ্চুরি—তোমরা সব জুচ্চুরি কর্‌ছো— [প্রস্থানোদ্যত]

উত্তরা। দুয়ো, দাদা হেরে গিয়ে পালালো, দু'য়ো—

উত্তর। পালাবো না তো ভয় না কি?

উত্তরা। দুয়ো, দাদা হেরে গিয়ে পালালো—

উত্তর। আচ্ছা, এইবার চোরের দান দিয়ে আর আমি খেল্‌বো না। নাও—বেঁধে দাও চোখ্‌—[উত্তরা উত্তরের চোখ বাঁধিতে লাগিল।]

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

দুয়ো দুয়ো দুয়ো তোমার হার হয়েছে রাজকুমার।
লুকোচুরী খেল্‌তে এসে ভেঙ্গে গেছে গুমোর তোমার॥
মাথায় তোমার মার্‌বো টোকা, বুঝবে না তো বিষম ধোঁকা,
এখন হাত্‌ড়ে মর বাঁধন প'রে ঘুরে মর এধার ওধার॥

[উত্তর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উত্তর। বোধ হয় লুকিয়েছে! থাকুক্‌ সব লুকিয়ে—ও চোর হওয়া আমার পোষাবে না। [চোখের বাঁধন খুলিয়া] শর্ম্মারাম এই চোখের বাঁধন খুলে এখন লুকোচুরী-খেলায় ভঙ্গ দিয়ে চল্‌লো সেই একেবারে বৈকালিক ভোজনের তত্ত্ব নিতে। থাকুক্‌ সব জুজুবুড়ীর মত লুকিয়ে দম বন্ধ ক'রে—মনে মনে ভাবুক্‌ চোর আস্‌ছে ধর্‌তে; কিন্তু সে দফায় গয়া! এই লম্বা লম্বা পা ফেলে সখের চোর একেবারে পগারপার!

[প্রস্থান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। বহু ক্লেশে উপনীত পুরীর প্রাঙ্গণে!
কারে বা শুধাই রাজরাণী সুদেষ্ণার কথা?

কেহ কোথা নাই ! ছিঃ-ছিঃ তস্করের প্রায়
যেন আমি প্রাঙ্গণমাঝারে !
আচম্বিতে কেহ যদি দেখে—
কি বলিবে ? কি বলিয়া সবাকার
নিবারণ করিব সংশয় ?
না—না, চিন্তা কিবা ?
ভিখারিণী সৈরিন্ধ্রী আমি—
এই মম শ্রেষ্ঠ পরিচয় ।
আসিয়াছি ভিক্ষার কারণ,
লজ্জা ভয় কিবা হেতু মোর ?

উত্তরার প্রবেশ ।

উত্তরা । দাদা ! দাদা ! ঐ যা, দাদা খেলায় ভঙ্গ দিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে ! [সহসা দ্রৌপদীকে দেখিয়া]

একি—কেবা এ রমণী
বিষাদিনী মলিনবসনা !
কে তুমি গো ভিখারিণী-বেশে ?

দ্রৌপদী । শুন লো বালিকা !
ক্লেশেতে কৃশিত মুখ,
রুক্ষ দীর্ঘ মুক্ত কেশ,
সৈরিন্ধ্রীর বেশ। পিন্ধন মলিন জীর্ণ,
অভাগিনী আশ্রয়প্রার্থিনী আমি ।

উত্তরা । অপরূপ রূপবতী কেবা তুমি বল ?
অপ্সরী, কিন্নরী কিম্বা দেবকন্যা তুমি ?

সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। উত্তরা! উত্তরা!
কার সনে কহিস্ লো কথা?
বাক্যছটা শিখেছিস্ ভালো—
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি কি লো তোর?

উত্তরা। মা গো! দেখ—দেখ,
কেবা এ রমণী আসি
ভিক্ষা চায় আশ্রয় মোদের!

সুদেষ্ণা। আহা, কে তুমি গো অপূর্ব্ব কামিনী?
এ রূপের দিতে নারি সীমা!
লক্ষ্মী, সরস্বতী কিম্বা হৈমবতী,
অথবা হরিপ্রিয়া ব্রহ্মাজায়া সাবিত্রী বামা?
কিম্বা তুমি চন্দ্রের রোহিণী?
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী—মদনসঙ্গিনী,
সুরঙ্গিনী সতী তিলোত্তমা?
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী চারু চামরিণী
হেরি মুক্তকেশদাম—কোথা ধাম?
কোথা হ'তে ত্বরিতে আসিলে?
কহ সত্য—কহ সতী কেবা তব পতি?
দেব দিক্‌পাল বিনা—অনুমানি
নহ বুঝি অন্য-সোহাগিনী!
কহ, কিবা হেতু পশিলে প্রাসাদে?

দ্রৌপদী। শুন রাজরাণী! নহি দেব-সোহাগিনী,

সামান্যা মানবী আমি—
ফলাহারী সৈরিন্ধ্রীর জাতি।
প্রার্থনা আমার—দয়া করি
স্থান দেহ আশ্রয়ে তোমার,—
সেবা যত্নভার তব লব সাধ্যমত,
মাত্র উচ্ছিষ্ট না ছোঁব—
না দিব চরণে হাত।
প্রবাল মুকুতাপাঁতি নিত্য দিব গাঁথি,
ভাল জানি পুষ্পমাল্য রচনাপ্রণালী ;
সিন্দূর কজ্জল আদি রত্ন-আভরণ-বিধি
বিধিমতে জানি সব—জানি কেশ-বেশ !
আমার নৈপুণ্য দেখি
প্রিয়সখী পাণ্ডবের দ্রৌপদী সুন্দরী
নিয়োজিলা মোরে।
কৃষ্ণা আমি ছিনু একপ্রাণ—
বহুকাল বঞ্চিলাম সেথা ;
শত্রুগণ রাজ্য হ'রে নিল—
পাণ্ডবের সনে বনে গেল পাণ্ডবঘরণী।
তাই রাজরাণী !
সৈরিন্ধ্রীনাম্নী অধীনী
ভিখারিণী তোমার দুয়ারে !

সুদেষ্ণা। শুন সতী !
হেরি তব অপরূপ রূপ,
নারীজাতি আমি পালটিতে নারি আঁখি।

হেরে যদি নৃপতি তোমারে
প্রণয়-আসক্তি জন্মিবে তোমাতে—
নাহি শক্তি মম নিবারিতে তাঁরে।
রূপমুগ্ধ রাজা
অনাদরে মোরে রাখিবেন দূরে—
স্থান দিলে তোমা,
হবো আমি উদাসীনা,—
আপনার দ্বারে কণ্টক রোপিব নিজে ?

দ্রৌপদী। রাজেন্দ্রাণি ! নাহি কহ হেন বাণী।
অন্য দুষ্টা নারী সম না ভাব আমায়।
বিরাট হউন, হোন্ অন্য জন,
না বাঁচিবে কোন জন
পাপ-চক্ষে হেরিলে আমারে।
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের পুণ্য ভজনায়
নিয়োজিত আমি,
স্বামী মম সেই পঞ্চজন
অনুক্ষণ রক্ষা করে মোরে।
স্পর্শ তো দূরের কথা—
পাপ-চক্ষে বারেক দেখিলে,
দেবতা হ'লেও মৃত্যু তার অতি সুনিশ্চয়।
দুঃখানলে দগ্ধ সদা স্বামীগণ মম,
না সহিবে কেহ মোরে করিলে চালন।
দয়া করি রাখ গুণবতী,
আমার প্রকৃতি পশ্চাতে জানিবে তুমি !

উচ্ছিষ্ট না লবো—না ছোঁবো চরণ—
নাহি যাবো কদাচন্ পুরুষের পাশে।

সুদেষ্ণা। হেন রীতি যদি,
রহ গুণবতী যথা সুখে মম পাশে।
আয় লো উত্তরা!
নিয়ে আয় সৈরিন্ধ্রী কামিনী।

[প্রস্থান

উত্তরা। কহ গো সৈরিন্ধ্রী!
কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে?
দাসী? নাহি ভালবাসি সে কথা কহিতে।
আলো করা রূপ যার,
গতি যার রাজার ঘরণী সমা,
দাসী তারে কহিব কেমনে?
দাসী নহ—জননী আমার তুমি!
মা বলিয়ে ডাকিব তোমায়,
বক্ষে নিও কন্যারে তোমার!

দ্রৌপদী। কোমল কলিকা—অবোধ বালিকা!
পূর্ণ হোক্ বাঞ্ছা তব!
আজি হ'তে জননী তোমার আমি—
আয় বাছা জননীর কাছে!

উত্তরা।—

গীত।

তব সজল নয়ন মলিন বিষাদ।
মা বলিতে তোমা তাই মম সাধ॥

কি জানি তোমার কোথায় বেদনা পেতেছ কতই যাতনা,
আমি আপন হইয়ে সুধাই তোমায় বল মা আমায় বল মা,
আমি দুঃখ যে সহিতে পারি না, বল মা বল কি কামনা,
আমি পুরাবো আমার প্রাণটুকু দিয়ে ঘুচাবো তোমার অবসাদ ॥

উত্তরাকে ক্রোড়ে লইয়া দ্রৌপদীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপুরী—তোরণদ্বার।

অভিশাপ।

অভিশাপ। এই তো পায়ে পায়ে শিকারের গুহাদ্বারে এসে পৌছ্লুম। মনে করেছ বাছাধন, মুখ লুকিয়ে নিস্তার পাবে? কীচক! তুমিও পার্‌বে না, অর্জ্জুন! তুমিও নয়! তষ্টামুনি-সৃষ্ট মহাবল! তুমি আজ কীচক-মূর্ত্তিতে বিরাটের গৃহে—মাথায় তোমার পবন দেবের অভিসম্পাৎ! আর অর্জ্জুন! দেব অংশসম্ভূত তুমি—তোমার মাথায় স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশীর অভিসম্পাৎ। শুষ্ক ক'রে ফেল্‌বো তোমাদের দেহের শোণিত ছায়ার মত তোমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ ক'রে—

ছদ্মবেশিনী কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। আমিও আছি প্রিয়বর—আমিও আছি! আমিও ছায়া হ'তে পারি—

অভিশাপ। কে রে—কুমতি? তুইও এসেছিস্—কোথায় যাবি?

কুমতি। ঐ একই ঘরে—ঠিক তোমারই মত।

অভিশাপ। পুতুল পেয়েছিস্?

কুমতি। পাই নি?

অভিশাপ। কে—কীচক?

কুমতি। কীচক—তারপর?

অভিশাপ। বোধ হয় অর্জ্জুন?

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অবিকল!

উভয়ে।—

গীত।

মিলেছে পুতুল ভালো খেল্‌বো ভালো মনের মতন।
যে খেল্‌তে জানে পুতুলখেলা পায় সে এমন পুতুল-রতন॥
আমি উঁকি ঝুঁকি মেরে চুপিসাড়ে যাবো ওই ঘরে,
দুটো কইবো কথা মনের মতন আপন হ'য়ে মিষ্টি স্বরে,
আমি হেসে হেসে যাবো কারো পাশে,
কারে সুধা ব'লে দেবো মহাবিষে,
তবে চল্—তবে চল্—তবে চল্—আশুসারি চল্—
কাজ সারি আয় মিলে মিশে,
হবে তাতে জয়—নয় পরাজয়—হয় নয়
কাজ সারি চল আপন আপন॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোমদেবের বাটী।

সোমদেব ও বাদল।

সোমদেব। বাদল! দেখ্‌লি?

বাদল। দেখ্‌লুম ঠাকুর!

সোমদেব। মানুষ নেই বাদল, পৃথিবীতে মানুষ নেই—সব রাক্ষস! মানুষ যারা আছে, তারা থাক্‌বে না কেউ; রাক্ষসের দল তাদের গলা টিপে প্রতিহিংসার কারখানায় পাপ-প্রবৃত্তির যন্ত্রাঘাত দিয়ে পিটে পিটে রাক্ষস তৈরী কর্‌ছে—দেখ্‌ছিস না?

বাদল। মানুষ মানুষের এ অত্যাচার কত দিন সহ্য কর্‌বে ঠাকুর?

সোমদেব। যতদিন এই পৃথিবী থাক্‌বে; প্রলয়ের শেষে আর কিছুই থাক্‌বে না। প্রয়োজন হয়েছে বাদল—প্রয়োজন হয়েছে এই পৃথিবীর প্রলয়-জলে নিমগ্ন হবার! হবে—হবে, তার অনেক কারণ দেখা দিয়েছে। পৃথিবী প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণের বাতাস গায়ে মেখে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে! দেখ্‌ছিস না, সব মলিন—হতশ্রী—কদাকার! মানুষ মৃত্যুমুখে পড়্‌বার পূর্ব্বে মস্ত একটা কারণের বশীভূত হয়। ব্যাধি যখন মানুষকে আক্রমণ করে, মানুষের শেষ! তেমনি কারণ-সমুদ্র মন্থন ক'রে বিষ উঠেছে পৃথিবী ডোবাতে! কারণ চাই—কারণ চাই! অকারণ কপিল মুনির অভিসম্পাতে সগরবংশ পুড়ে ভস্ম হয় নি—অকারণ পুতনা, বকাসুর, যমলার্জ্জুন ধ্বংস হয় নি—অকারণে কংস বধ হয় নি! পাপিষ্ঠ কীচকও তেমনি কারণ সৃষ্টি কর্‌ছে তার উদ্যম অধ্যবসায়ের সলিলসিঞ্চন

দিয়ে ! যখন বাতাসে বাতাসে ধূলিকণাতে এমনি সহস্র সহস্র কীচক জন্মগ্রহণ কর্‌বে, তখন ভারাক্রান্তা হ'য়ে পৃথিবীও প্রলয়-জলে নিমগ্ন হবে, —এখনো সময় হয় নি ।

বাদল । ঠাকুর ! নীচ ক্ষুদ্রের কি কোনো ক্ষমতাই নেই ? সে কি শক্তিমানের অত্যাচারের একটানা স্রোতের মুখে একখানা প্রস্তরখণ্ড ফেলে দিয়েও বাধা দেবার চেষ্টা কর্‌তে পারে না ?

সোমদেব । পারে—পারে, কাঠবিড়ালীতেও সাগর বেঁধেছিল বাদল ! সীতা-উদ্ধারের জন্য বানর-কটক দুর্দ্ধর্ষ আলোড়িত অগাধ বারিধিবক্ষ সদর্পে দলিত করেছিল ; তবে দেশ, কাল, পাত্র চাই । সীতাহরণ না হ'লে শ্রীরামচন্দ্রের বানর-কটকের সহিত মিত্রতাস্থাপনের প্রয়োজন হ'তো না. সাগরবন্ধনেরও প্রয়োজন হ'তো না । প্রয়োজন ছিল রাবণনিধন—তাই হ'লো সীতাহরণ ! তেমনি সীতাহরণ হ'লে রাবণনিধনের জন্য তুমিও সাগরবন্ধনে অক্ষম হবে না । কিন্তু একটা অসীম শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি আমাদের নাই ; ঈশ্বরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ইচ্ছামত কাজে লাগাতে হবে । ছিল—একদিন ছিল,—এই জাতিরই বক্ষের উষ্ণ শোণিত বৈজয়ন্তবাসের সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিপলে এতটুকু কৃপণতা না রেখে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে—না বাদল, এ সব বাতুলের প্রলাপ ! তুই বাড়ী যা—আমি বাড়ী পৌঁছেছি, আর তোর এখানে প্রয়োজন হবে না । ভাবিস্ নি কিছু ! যদি দেশত্যাগী হ'তে হয়, সবাই এক সঙ্গে যাবো ; আর যাবার সময় কীচককেও জানিয়ে যাবো—কারা এই বিরাটনগর পরিত্যাগ ক'রে গেল ! যা—আমিও সস্ত্রীক বাস্তুভিটা পরিত্যাগের আয়োজন করি । [বাদলের প্রস্থান] গৌরী—গৌরী ! একি, প্রাঙ্গণের দ্বার উন্মুক্ত ! তবে কি গৌরী আমার নেই ? গৌরী—গৌরী—[বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ।]

বাদলের পুনঃ প্রবেশ।

বাদল। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর! একি, দাদাঠাকুরও কি বিবাগী হ'লো না কি? বাড়ীতে নেই বোধ হয়—আর থাক্‌লেও এতক্ষণ তাঁর বুঝ্‌তেও কিছু বাকি নেই! উঃ, কি পাষণ্ড আমি—উপকারী ব্রাহ্মণকে প্রত্যুপকার দান কর্‌তে বেশ সংবাদ বহন ক'রে এনেছি! এখন উপায় কি? দুর্দ্দান্ত কীচকের হাত থেকে মাকে আমার কি ক'রে উদ্ধার করি? দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর!

সোমদেবের পুনঃ প্রবেশ।

সোমদেব। কে রে, বাদল—এসেছিস্? দেখ্‌তে এসেছিস্—শূন্য পুরীতে দাঁড়িয়ে পিঠ পেতে দিয়ে কেমন চাবুক খাচ্ছি? রাজসভায় চাবুক খাই নি বাদল—চাবুক খাচ্ছি এইবার! এক এক ঘায়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! পিঠে নয়—এই বুকে—ঠিক এইখানে—ঠিক ডাঙ্গশপ্রহারের মত! দেখ্‌ছিস্ না ক্ষতের দাগ—রক্তের ধারা? বাদল—বাদল! পার্‌বি?

বাদল। কি দাদাঠাকুর—মায়ের অন্বেষণ কর্‌তে?

সোমদেব। এই যে, তুইও শুনেছিস্! এরই মধ্যে বাতাসে বাতাসে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচারিত হয়েছে, সোমদেবের পত্নী অপহৃতা—

বাদল। চণ্ডী খুড়োর মুখে শুন্‌লুম—কাল রাত্রে কীচকের লোকজন এসে মা-ঠাক্‌রুণকে বেঁধে নিয়ে গেছে। চণ্ডী খুড়ো তাই শুনে গ্রাম থেকে পাঁচশো লেঠেল বার করেছে। তুমি যদি একবার একটু ইঙ্গিত কর দাদাঠাকুর, তা হ'লে মাতৃ-অপহরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করি—

সোমদেব। মাঝে মাঝে তাও মনে হয় বাদল! ইচ্ছা হয়, ভীষ্মের

গাম্ভীর্য্য নিয়ে, আচার্য্য দ্রোণের বুদ্ধি-চাতুর্য্য নিয়ে, মহারাজ পার্থের কার্ম্মুক শর হাতে নিয়ে বজ্রনিনাদে রণভেরী বাজিয়ে একবার অত্যাচারীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সহর্ষহুঙ্কারে ব'লে দিই—ওরে হীন, ওরে লম্পট, ওরে নরঘাতক, ওরে পশু, ওরে অপদার্থ! আমি ভীষ্ম, আমি দ্রোণ, আমি পার্থ; মহারথীর বলবীর্য্য নিয়ে আমিই অস্ত্রাঘাতে তোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে নগরে একটা বিরাট প্রদর্শনী স্থাপন করবো! বাদল—বাদল! দেখিয়ে দেবো একবার অত্যাচারীকে কপিলের তেজ? দেখিয়ে দেবো বশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তি? দেখিয়ে দেবো বিশ্বামিত্রের ধ্বংসশক্তি? উদ্গীরণ করবো কালীয়ের করাল কালকূট? ধারণ করবো তমোরাজের বিশ্ব-ধ্বংসকারী ত্রিশূল? ঘুরিয়ে দেবো বিষ্ণুর চক্র? তুলে ধরবো ইন্দ্রের বজ্র? চিনিয়ে দেবো ভগবানের দশাবতারের ভূলোক-দ্যুলোক-ত্রিলোক-শাসনের রক্ত-চক্ষু?

বাদল। তাই কর দাদাঠাকুর! ঘরে ব'সে বুক চাপ্‌ড়ালে এর প্রতিকার হবে না। কেন কাঁদ্‌বো—কেন সহ্য করবো? ভগবান হাত পা দিয়েছেন, আমাদের কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে শ্মশানের চিতায় পোড়বার জন্য? বুক বাঁধ দাদাঠাকুর—হাতিয়ার ধর! অত্যাচারীর দমন করতে এক নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর! সে সাম্রাজ্যের সিংহাসনপার্শ্বে ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল শাসন-পতাকা দৃঢ়প্রোথিত করতে আমরা পাঁচশত লাঠিয়াল বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবো। তোমার একটা ইঙ্গিতে শত্রুবক্ষ দলিত ক'রে আমাদের শান্তির জয়-ধ্বজা উড়িয়ে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে শান্তির সঙ্গীতলীলা প্রচারিত করবো।

সোমদেব। না—না, হবে না রে বাদল—হবে না! পাষণ্ড এই বুক চ'ষে দ'লে সমভূমি ক'রে, শক্তি-সামর্থ্য রক্ত-মাংস-মেধ সব গ্রাস করেছে, আছে মাত্র কঙ্কাল; এ কঙ্কাল নিয়ে কি কাজে লাগাবো? হবে না,—

ফেলে দে—ফেলে দে শুকনো কঙ্কাল শৃগাল কুক্কুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে! শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে—ধর্ম্মের মুখ চেয়ে সহ্য ক'রে ক'রে নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলেছি। আর এক কণা শক্তি নেই; এমন সামর্থ্য নেই যে, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠি। আমায় শেষ ক'রে দিয়েছে বাদল! ওরে—ওরে, নিয়ে আয় তো—নিয়ে আয় তো আমার পাঠাগার থেকে আমার দুর্ব্বলতা-পথের পরিচালক ধর্ম্মগ্রন্থগুলো! নিয়ে আয় তো শুষ্ক তালপত্রে লিখিত অবিশ্বাসী অকর্ম্মণ্য পুঁথীগুলো, একবার দেখি—

বাদল। রাগ করছো কার ওপর দাদাঠাকুর?

সোমদেব। আমি নিজেরই ওপর প্রতিশোধ নেবো। নিয়ে আয়, নইলে তোরই সাম্‌নে পাথরে মাথা ঠুকে আমি রক্তগঙ্গা হবো! যা—যা—[বাদলের প্রস্থান] এত বড় শাঠ্যের দমন করতে হ'লে আগে ঈশ্বরের দণ্ডবিধান করতে হবে—জগতের সমস্ত ধর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দিতে হবে—তার সৃষ্টির রক্ত নিয়ে স্নান করিয়ে দিতে হবে! দেখি, কোথা থাকে তার নির্ণিমেষ দৃষ্টি—দেখি, কোথা থাকে তার নীরব গাম্ভীর্য্য—দেখি, কোথা থাকে তার ফলাফল গ্রহণ করবার আশা! এইখান থেকে—আমার এই কুঁড়ে ঘর থেকে সৃষ্টির বুকে আগুন জ্বাল্‌বো; ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্রন্থকে ইন্ধন ক'রে—

গীতকণ্ঠে অভিরামের প্রবেশ।

অভিরাম।—

গীত।

হরহৃদি'পরে নাচে হররমা নরমুণ্ডগলে বিকটদশনা।
এলোকেশী কালী বিবসনা বামা, অসিধরা করে সুনীলবরণা।

ধরাশায়ী শিব না ধরে চেতনা, বামাপদাঘাতে না ধরে বেদনা,
ভাঙ্গে না যোগীর সাধের সাধনা, গৌরীপ্রেম সদা কান্তের কামনা॥
গৌরীকান্তপ্রেমে গৌরী যে মগনা, পতির বিরহে মলিনবরণা,
হবে কালীরূপা সোণার বরণা, হৃদি-শতদলে বিরহ রবে না॥

[প্রস্থান ।

সোমদেব। তবে এই মর্ম্মপীড়িত তাপিত হতভাগ্যের হাত দু'খানি ধর সুহৃদ্! আমি একবার আশ্বস্ত হ'য়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠি! দুর্ব্বল আমি, পড়্তে দিও না! নিয়ে চল সংসারের বৈষম্য থেকে দূরে—অতি দূরে—শান্তির তীর্থক্ষেত্রে! দ্বিধা ক'রো না—বিলম্ব ক'রো না—প্রশ্ন ক'রো না; প্রশ্নের উত্তর নেই সুহৃদ্—উত্তর দিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। উত্তর যদি দিতে পার্‌তুম, তা হ'লে আকাশ জুড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠ্‌তো; বিশাল অভ্রভেদী তুষারশরীর গিরিশৃঙ্গ নীরব থাক্‌তো না, আপনার উষ্ণতায় আপনি চৌচির হ'য়ে ফেটে যেতো! পুণ্যতোয়া কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, সে'ও আজ আপনার তেজে অপদার্থ জড় জগতের বৈষম্য দলিত ক'রে মহাদর্পে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। বাদল! বাদল! দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি, গ্রন্থ আনো—আগুন জ্বালো—

কয়েকখানি পুথীহস্তে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। দাদাঠাকুর! এ যে অমূল্য রত্ন,—নিজের হাতে কি ক'রে পোড়াবে দাদাঠাকুর?

সোমদেব। ঠিক তেমনি ক'রে বাদল, ঈশ্বর যেমন ক'রে এই বুকখানায় বজ্রাঘাতের বেদনা দিয়েছে—যেমন ক'রে আমার সংসার-ধর্ম্ম কেড়ে নিয়েছে—যেমন ক'রে আমার গৃহলক্ষ্মীর নিরঞ্জন ক'রে দিয়েছে; ঠিক তেমনি ক'রে আমার ধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো!

বাদল। তুমি ধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের অবমাননা ক'রো না। ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের ভালাবাসার জিনিষ!

সোমদেব। ওরে বাদল! ধর্ম্ম আমার প্রাণ ছিল। ধর্ম্ম আমার কতখানি ভালবাসার সামগ্রী ছিল, জানিস্? বোঝাতে পার্‌বো না— বোঝাতে পার্‌বো না! যদি সমুদ্রের অতল গভীরতা নির্ণয় কর্‌বার সামর্থ্য থাক্‌তো, যদি অনন্ত নীল আকাশের দূরতম প্রদেশের শেষ সীমা লক্ষ্য কর্‌বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাক্‌তো, তা হ'লে তোমায় বোঝাতে পার্‌তুম, ধর্ম্ম আমার কে—আমি কত বড় ভালবাসার জিনিষ বুক থেকে আমূল উৎপাটন কর্‌তে যাচ্ছি! আর যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই—আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েছি,—পতন আমার অনিবার্য্য। তবে পতনের পূর্ব্বে তীব্র উল্কার মত পৃথিবীর বুকে অন্ততঃ একটা অকীর্ত্তি রেখেও পড়্‌বো! কেন—কিসের জন্য মুখ চাওয়া? কিসের জন্য ধর্ম্ম? অযত্ন-প্রক্ষিপ্ত একটা হীন তৃণখণ্ডের মত প'ড়ে আছি একদিকে, তাকে পদাঘাতে ইচ্ছামত দলিত ক'রে শৃগাল-কুক্কুরের মত ঘুরিয়ে মার্‌ছে, সে একবার —একটীবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌বে না? শাঠ্যের দমন কর্‌বে না? এই যে—এই যে—তৈরী কর্‌ছি বিষের আগুন! ইচ্ছামত চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে—সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়ে জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন কর্‌ছি! ঈশ্বরের প্রতিনিধি মর্ত্ত্যের কীচক সেই ভস্মস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করুক্! বাদল! নিয়ে চল্ সর্ব্বস্ব, আগুন জ্বাল্‌বো সেইখানে—প্রতিনিধি কীচকের সম্মুখে! সব দিয়েছি—বাকি দক্ষিণাদান,—ব্যস্—তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

ওলো টাট্‌কা মধু ভোম্‌রা বঁধু চুপি চুপি পিয়ে যায়।
আঁচল মেরে তাড়া লো অলি খেলে লুকোচুরি মধু বায়॥
প্রাণমাতানো তর্‌তরে বেশ উঠ্‌ছে মলয়-ঢেউ,
তাতে হাস্‌ছে হাসি ফুলকুমারী দেখো না গো কেউ,
বারণ করি কারণ আছে সরম ভারি লুকিয়ে সে চায়॥
নিতি নিতি আসা যাওয়া তোমার সাজে না ভালো,
সাঁঝ সকালে ফুলে ফুলে তুমি জাগিয়ে তোলো,
শেষে সরস কুসুম হয় যে নীরস দিনে দিনে ঝ'রে যায়॥

ঢাল-তলোয়ারহস্তে দ্রুতপদে লছমন পাঁড়ের প্রবেশ।

লছমন। তো—হা-রা-রা-রা-রা—হৈ—[সভয়ে সখীগণের প্রস্থান] হাঃ-হাঃ-হাঃ, জগদম্বা পেঁচটী ছোড়্‌লে জোয়ান ডুব্‌লা সবকৈকো ডর্‌ লাগ্‌তা।

সখারামের প্রবেশ।

সখারাম। তা তো লাগ্‌তাই পালোয়ানজী! তোমার যে রকম প্যাঁচের বহর, তাতে তুমিই কোন্ দিন জগদম্বা প্যাঁচ দেখাতে দেখাতে

দু'আধখানা হ'য়ে না পড়! তা বলি কি পালোয়ানজী, এই জগদম্বা প্যাঁচের মতন তোমার আর ক'টা প্যাঁচ জানা আছে ?

লছমন। বহুৎ—বহুৎ, হাম চৌষট্ পেঁচ জান্‌তা হ্যায়! দেখোগে ?

সখারাম। একটু তফাৎ থেকে দু'একটা দেখাও না পালোয়ানজী! আমি তোমার ঢাল-তলোয়ারের প্যাঁচ দেখ্‌তে বড্ড ভালবাস্‌তা হ্যায়! আমি প্যাঁচা-পেঁচীর ধার ধারি না বটে; কিন্তু পালোয়ানজী, তোমার ঢাল-তলোয়ারধরা বাহুলতার তরঙ্গভঙ্গ দেখ্‌কে সময়ে সময়ে একেবারে যৎপরোনাস্তি অবাক্ হ'য়ে যাতা। সেই জন্যে আমি তোমাকে "আধ্-কাটা পালোয়ান্‌জী" উপাধি দান কর্‌বো, মনস্থ করা হ্যায়।

লছমন। এ সখারাম ভাই! তোম বড়িয়া সমজ্‌দার আদ্‌মি হ্যায়! চৌষট্ পেঁচকা বহুৎ বড়িয়া পাঁচঠো পেঁচ হ্যায়। একঠো আগাড়ী দেখ্‌লায় দিয়া—উও জগদম্বা পেঁচ! আউর ইয়ে পেঁচ দেখো—[ভঙ্গী করিয়া] তো—হা-রা-রা-রা-রা—হৈ—ইস্‌কা বোল্‌তা মুক্তকেশী পেঁচ! ফিন্ দেখো—[ভঙ্গী করিয়া] তো—হা-রা-রা-রা-রা—হৈ—ইস্‌কো বোল্‌তা ল্যাটাং-প্যাটাং পেঁচ—

সখারাম। বা পালোয়ান্‌জী—বাঃ! এ যে না দেখেছে, তার জীবনই বৃথা!

লছমন। আউর ইয়ে দেখো—[ভঙ্গীপূর্ব্বক] তো—হা-রা-রা-রা-রা —হৈ—ইস্‌কো বোল্‌তা গঙ্গা-যমুনা পেঁচ! আউর দেখোগে ?

সখারাম। না—আর দেখাতে হবে না; এইতেই আমি পাগল হো গিয়া। তা পালোয়ানজী! মহারাজের শঙ্করযাত্রা উৎসব-সভায় কত দেশ-বিদেশ থেকে কত তর-বেতর পালোয়ান্ আস্‌ছে শুন্‌তে পাই; কেউ কুস্তী লড়বে, তলোয়ার খেল্‌বে, কেউ তুড়িলাফ খাবে, কেউ ডিগ্‌বাজী খাবে, আর তুমি কিছু কর্‌বে না ?

লছমন। হাঁ, জরুর করেঙ্গে—হামভি লড়েঙ্গে—

সখারাম। তার ওপর মহারাজ এক পালোয়ান পুষেছে দেখেছ তো? তার চেহারাখানা ঠাউরে ঠাউরে ভাল ক'রে দেখেছ'তো? বল্লব ঠাকুরজীকে তুমি সহজ লোক ঠাওরো না! তার চোখ দু'টো দেখেছ তো, ভ্যাঁটার মত দিন রাত ঘুর্‌ছে? ঠাকুরজীর খ্যাঁটের বহর জান তো? শুন্‌তে পাই না কি, রোজ আড়াই সের ক'রে ছোলা খেয়ে জল খায়। বোঝো পালোয়ান্‌জী, তা হ'লে তার খোরাকটা বোঝো—

লছমন। আরে ছোলা খেলো তো কি হ'লো? হামি লোক তো বাদাম খাচ্ছে, পেস্তা খাচ্ছে, কিস্‌মিস খাচ্ছে, ছোল্লাভি খাচ্ছে; ছাতু খাচ্ছে, রোটী খাচ্ছে, রহরকা দাল খাচ্ছে, মছ্‌লি খাচ্ছে—হামারভি খোরাক্‌কা কোন্ কসুর হ্যায়?

সখারাম। আচ্ছা পালোয়ানজী, বল্লবজীর সঙ্গে যদি তোমায় লড়্‌তে হয়?

লছমন। হাঁ লড়েঙ্গে—জরুর লড়েঙ্গে—হাজার দফে লড়েঙ্গে—

সখারাম। আরে বাপ রে! বড্ড উতলা হ'য়ে পড়্‌তা হ্যায় যে! এখন ধৈর্য্য ধর, তার সময় আছে।

লছমন। নেহি—হাম আব্‌ভি লড়েঙ্গে—

সখারাম। আরে সে এখন নয়—এখন নয়। যখন মহারাজের আদেশ হবে—

লছমন। নেহি—হাম আব্‌ভি লড়েঙ্গে—

সখারাম। আব্‌ভি লড়েঙ্গে বল্‌লে কখনো হয়? তাকে খবর দেওয়া চাই—সেও লড়্‌বার জন্য প্রস্তুত হোক্, তবে তো লড়েঙ্গা!

লছমন। কেঁও, হামকো পছন্তা নেই? হাম আব্‌ভি লড়েঙ্গে! আও —চল্ আও—

সখারাম। [স্বগত] ও বাবা, একে ঘাঁটিয়ে তো ভাল কাজ করি নি ; মৌচাকে কাটি দিয়ে শেষে যে নিজেই যাই! [প্রকাশ্যে] তা দেখ পালোয়ান্‌জী! আমি দুর্ব্বলসিং ভেতুড়ে, আমার উপর এ বদিয়াতী কেন বাপধন? আমার ঊর্দ্ধতম নিম্নতন কোনো পুরুষই লড়ায়ের ধার ধারে না। আমি কথা বেচে খাতা বাবা! আমি বাক্-যুদ্ধে সুদক্ষ হ্যায়, আর আগাপাশতলা খোসামোদ কর্‌তে পার্‌তা হ্যায়! আমার ওপর তোমার এ সুনজর কেন বাছাধন? দেখো পালোয়ানজী, শোনো! ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! আচ্ছা, বল্লব ঠাকুরজী যদি তোমার ঘাড়টা ধ'রে শূন্যে তুলে একটী আছাড় মার্‌তে পার্‌তা হ্যায়, তা হ'লে তুমি কি কর্‌তা হ্যায় পালোয়ান্‌জী ?

লছমন। কেঁও—আছাড় মার্‌বে কোন্ রে? এ্যাসা এ্যাসা পায়ার ফেল্‌কে ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং পেঁচটী যব্ দেখ্‌লায় দেবে—

সখারাম। ও বাবা, তোমার ঐ ল্যাটাং-প্যাটাং প্যাঁচ একবার ছাড়্‌লে কি আর রক্ষে আছে? বল্লবজী একেবারে তোমার প্রেমের মোহ-মুদ্গর দেখে ভয়ে ছট্‌পট কর্‌তে কর্‌তে তোমার পায়ে পায়ে গুব্‌রে পোকার মত ঘুর্-ঘুর্ ক'রে বেড়াবে। আচ্ছা পালোয়ানজী, তুমি এত প্যাঁচ শিখ্‌লে কোথায় ?

লছমন। নেহি, ওটী হাম বল্‌বে না সখা ভাই! হামার গুরুজী বল্‌লো—লছমন বীর! সব বোলো—সব দেখ্‌লাও, লেকেন পেঁচটী কাঁহাসে শিখ্‌লো—ক্যায়সে শিখ্‌লো, জান যায় তব্‌ভি মাৎ বোলো! হাম তো বল্‌বে না সখা ভাই!

সখারাম। আহা পালোয়ানজী, আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমার গুরু-জীকে একবার আমি দেখ্‌তে পেলুম না! যে গুরু এমন চেলা তৈরী করেছে, সে গুরু যে প্রাতঃস্মরণীয়, তাতে আর কোন ভুল নেই। তোমার

গুরুজী যে একজন মহাবীর, তা তোমার ধাঁচ আর হাতযশ দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সে সব লোক কি সহজে দেখা দেন পালোয়ানজী, বনে বনে লুকিয়ে বেড়ান! মানুষ দেখ্‌লেই গায়ে লোম বেরুবে—দুটোর জায়গায় আরো দুটো পা বেরুবে—পেছনে ভর দিয়ে চল্‌বার জন্যে 'খণ্ড ত' এর মত চাই কি ল্যাজও একটা গজাতে পারে। তারপর মজ্জাগত বানরীয় দাঁত-খিচুনীও দেখা যেতে পারে। তারপর আমাদের মত সৌখীন পুরুষ দেখে হুপ্‌হাপ দুপ্‌দাপ কর্‌তে কর্‌তে গোটাকতক দামড়ালাফ ছাড়্‌লেই আমারো প্রাণান্ত নিঃসন্দেহ! তার ওপর তোমার পালোয়ান গুরুজী প্যাঁচ কস্‌তে কস্‌তে হয় তো একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌বেন। বাপ্‌—সে রকম মহাপুরুষের ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

লছমন। কেঁও সখা ভাই, হামার গুরুজীকো সমঝ লিয়া? বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

সখারাম। চল না পালোয়ানজী, আরো দু'চার সের বাদাম পেস্তা খেয়ে আরো দু'পাঁচটা প্যাঁচ দেখাবে! সেনাপতি মশাই হয় তো তোমায় আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে দু'জনের বাপন্ত-পিতন্ত কর্‌ছে। চল—ঢাল-তলোয়ার বাগিয়ে নাও।

লছমন। চলো সখা ভাই! আজ চৌষট্‌ পেঁচ দেখ্‌লায় দেগা—তো—হা-রা-রা-রা-রা—হৈ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। একে একে চ'লে যায় দিন!
পঞ্চস্বামী মোর—রাজবাসে
স্বেচ্ছাবশে দাসত্ব লভিল যাহা,

নিত্যকর্ম্ম বোধে,
নিত্য তাহা করে সম্পাদন !
প্রতিদিন গণে দিন—লক্ষ্য করে
দিবাকর কতক্ষণে যাবে অস্তাচলে।
ধর্ম্মরাজ চিন্তায় আকুল,
উদাস-অন্তরে চাহে শূন্যপানে ;
বৃকোদর অধীর-অন্তর,
অভিমানে নীরবে গোপনে
মুছে অশ্রুনীর দাসত্ব-বসনে !
বীরব্রতী তৃতীয় পাণ্ডব
ক্ষত্রধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অসহ্য বেদনা ল'য়ে
নারীবেশে নারীমাঝে করে বিচরণ।
সুচারু সুঠাম নকুল রতন
অশ্বের রক্ষক—সহদেব
গোধনরক্ষণ কার্য্য করে সমাধান !
হায় ভগবান ! হেন দুর্গতির
কবে হবে অবসান ?

ধীরে ধীরে কীচকের প্রবেশ।

কীচক। বলিহারী রূপসী—বলিহারী ! আমার ঠিক মনে হ'চ্ছে, আকাশ থেকে চাঁদের কণা মাটীতে এসে ঠিক্‌রে পড়েছে। মহারাজের শঙ্কর-উৎসবের দিন সকাল বেলা কুসুম-উদ্যানে কে তুমি সুহাসিনী ? লজ্জায় মুখ আবৃত কর্‌ছ যে ? আমায় কিন্তু লজ্জা হ'চ্ছে না সুন্দরী !

কেন জান? আমি—আঃ, তুমি ছাই ছটো কথাই কও না—মুখখানি তোলই না! বল তো সুন্দরী, তুমি কে? অপ্সরী—কিন্নরী—না বিদ্যা-ধরী? অপ্সরী যদি হও, তবে স্বর্গ ছেড়ে এমন বেয়াড়া মর্ত্ত্যধামে কেন সুন্দরী? আর যদিই বা হঠাৎ এসে পড়েছ, তবে তোমার ঐ যৌবন-উজানবহা প্রেমিক মূর্ত্তিখানিতে একবার সোহাগের প্রফুল্লতা ঢেলে দিয়ে ঢল-ঢল মুখখানিতে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়ে দাও! যদি প্রেমিকা হও, তবে প্রেমিক পুরুষের কাছে অপ্রকাশ থাকতে ইচ্ছা ক'রো না!

দ্রৌপদী। হে সদাশয়! রাজ-সেনাপতি রাজার শ্যালক আপনি—আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। আপনার ভগ্নী রাজ্ঞী সুদেষ্ণার আশ্রিত দাসী আমি! আজ শঙ্করোৎসব—পুষ্পোদ্যানে তাঁর আভরণের কুসুমচয়নে এসেছি। মহারাজ বিরাটের কন্যাস্থানীয়া আমি—আমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

কীচক। ও—তুমিই সেই? উত্তম, কিন্তু দুর্ব্বার বাসনা সুন্দরী! সৌন্দর্য্যের প্রতিমা তুমি—তোমার সৌন্দর্য্যসেবায় আমায় অধিকার দাও! জান কি সুন্দরী, আমি কে? বোধ হয় আমার সম্যক পরিচয় পাও নি! রাজ্য বিরাটরাজার বটে; কিন্তু বিরাটরাজ আমার অমিত বাহুবলে সর্ব্বপ্রকারে আমারই অধীন। তোমাকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা রাজরাণীর নেই, যদি আমার সম্মতি না পায়! সুহাসিনী, সুধা ক্ষরে বিম্বাধরে তোমার! সুধা দাও প্রাণময়ী—প্রাণ রাখ! তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। সিংহাসন চাও—সিংহাসন দেবো, চরণের দাস হ'তে বল—তাও হবো; অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হবে—দাস্যবৃত্তি করতে হবে না—তোমায় রাজরাণী সাজাবো! ইচ্ছা হয়, বল—বিরাট-রাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তুমি আমি একসঙ্গে সিংহাসনে বসি! বল, আমি এখনি তা পারি।

দ্রৌপদী। রাজ-সেনাপতি! রসনা সংযত কর! সত্য বটে আমি সৈরিন্ধ্রী-ব্যবসায়ী, কিন্তু কেশরী-কামিনী আমি। আমার মর্য্যাদামণ্ডপে পদাঘাত আমি সইতে শিখিনি। আমায় পথ দিন, আমি মহারাণীর কাছে যাই—

কীচক। কোথায় যাবে সুন্দরী? কামশরে বিঁধেছে কীচকের প্রাণ। সুন্দরী! রাজরাণীর এমন শক্তি নেই যে, তোমাকে লুকিয়ে রাখে! কে রাজা—কে রাণী—কে তোমার আশ্রয়দাতা? আমার আশ্রিতা তুমি—আমার ভজনা করা ভিন্ন তোমার পরিত্রাণ নেই! আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাও—আশ্রিতের ধর্ম্ম রক্ষা কর!

দ্রৌপদী। আশ্রিতের ধর্ম্মরক্ষায় আমার কার্পণ্য নেই। আশ্রয়-দাতার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে সে কাঁটা আমি দাঁতে ক'রে তুলে দিতে পারি।

কীচক। না—এতখানি ধর্ম্মরক্ষার প্রয়োজন হবে না। রাজ-সেনা-পতি কীচকের আশ্রিত তুমি—রাজপুরীতে রাজভোগে প্রতিপালিত হ'চ্ছো, সে কথা স্মরণ রেখে কৃতজ্ঞতা দেখাবার যথেষ্ট উপায় আছে। অন্নদাতার ঋণ পরিশোধ কর্‌বার উপায় আমার যুক্তিতে নিহিত আছে। যুক্তি গ্রহণ ক'রে অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাও।

দ্রৌপদী। রাজ-সেনাপতি! সতী নারী আমি! আপনার মহত্ত্বের পদতলে প'ড়ে আপনারই আশ্রিতা রমণী মুক্তি ভিক্ষা কর্‌ছে। রক্ষা করুন রাজপুরুষ—আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, মর্য্যাদা, সর্ব্বস্ব রক্ষা করুন!

কীচক। চমৎকার আচরণ তোমার সুন্দরী! ধর্ম্মও তোমার চমৎ-কার! শুনেছি পঞ্চ গন্ধর্ব্ব তোমার স্বামী; পঞ্চ স্বামী যার, তার আবার ধর্ম্ম-পুণ্য কিসের সুন্দরী? সে তো কুলটা! কুলটার আচরণ আমার অবিদিত নাই। কুলটা না হ'লে তুমি আজ এই উদ্যানে দাঁড়িয়ে আমার বুকে মন্মথের খর শর নিক্ষেপ কর্‌তে না। দৃষ্টিতে তোমার অপরিমেয়

সোহাগ—হৃদি-সরোবরে প্রফুল্ল কোরক—বিলাসের বিলাসিনী তুমি সুহাসিনী—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি !

দ্রৌপদী। একি অলৌকিক রীতি? আশ্রিতা নারীর উপর একি কুৎসিত লালসা আপনার? রাজপুরুষ আপনি, বিচার করুন—কাকে আজ কুৎসিৎভাষে সম্বোধন করছেন? আপনি সমাজ মানেন না? ধর্ম্ম মানেন না? ঈশ্বর মানেন না? পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপ্রয়োগে শাস্ত্রীয় বিধানে পাপপুরুষের বংশহ্রাস পরমায়ুক্ষয় আত্মনাশ ঘটে; তা কি আপনার রাজ-নিয়মের কোন পুস্তকের কোন পৃষ্ঠায় লিখিত নেই? হোন্ আপনি আশ্রয়দাতা, কুৎসিৎভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাবার শক্তি আমার নেই। আমি পরনারী, সতীর গৌরব সতীত্বে—সতীত্ব ক্রীড়ার বস্তু নয়!

কীচক। পঞ্চ স্বামী যার, সে তো বেশ্যা! তার মুখে সতীত্বের বড়াই বাতুলের প্রলাপ! পঞ্চ স্বামীগ্রহণে যদি তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে ষষ্ঠে তার গৌরবহ্রাস কোথায় সুন্দরী?

দ্রৌপদী। অন্ধ দৃষ্টিহীন কামুক লম্পট আপনি; আপনার সে দৃষ্টি-শক্তি কোথায়? পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীকে চেন্‌বার? সে দৃষ্টিশক্তি থাক্‌লে আপনি বিশাল বিশ্বের রচয়িতা ভগবানকেও চিন্‌তে পার্‌তেন; তা হ'লে বিচার-বুদ্ধিপরিপুষ্ট জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেতেন, কি আদর্শ এই সংসার—কি আনন্দের এই সৃষ্টিমাধুর্য্য! দৃষ্টি থাক্‌লে দেখ্‌তে পেতেন, কেন এই সংসার—কেন আপনার এই রক্ত-মাংসবিজড়িত জীবন্ত কলেবর! দৃষ্টি থাক্‌লে দেখ্‌তে পেতেন আপনার হস্ত, পদ, তেজ, গর্ব্ব, অহঙ্কার, আকাঙ্ক্ষা, কামনা আপনার জীবাত্মা ঈশ্বরের ভিন্ন মূর্ত্তি! দেখ্‌তে পেতেন, এই বিশাল সংসার ভগবানের অনন্তলীলার রঙ্গভূমি! দেখ্‌তে পেতেন ঐ জীবন্ত কলেবর শুধু ধর্ম্মের কর্ম্মের ঈশ্বরের গৌরব

লীলা-প্রতিষ্ঠার পুণ্যমূর্ত্তি! তা হ'লে দেখ্‌তে পেতেন আমি কে, আপনি কে, কোন্ কর্ম্ম জগতের—কোন্ পথের যাত্রী আপনি!

কীচক। অমন অলীক অকর্ম্মণ্যের দৃষ্টি নিয়ে আমি সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিনি সুন্দরী! নারীরত্ন তুমি, তোমায় পরিত্যাগ করা আমার ধর্ম্ম নয়!

দ্রৌপদী। মূর্খের উক্তি!

কীচক। তবে দেখ দাম্ভিক রমণী, কীচকের প্রভুত্ব কত প্রবল! [দ্রৌপদীকে ধরিবার চেষ্টা]

দ্রৌপদী। এ প্রভুত্ব পলকে পদদলিত করতে পারেন, যদি আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী সমস্ত অলসতা বিসর্জ্জন দিয়ে একটীবার এই মুহূর্ত্তে অত্যাচারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন।

কীচক। এখনি—এই মুহূর্ত্তে! পঞ্চজন কেন? শত সহস্র গন্ধর্ব্ব এসে আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের রক্তশোষণে আমার প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা নিবারণ করবো। ডাক তোমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীকে—আর কীচ-কেরও শক্তি দেখ—[দ্রৌপদীকে বারবার ধরিবার চেষ্টা]

সহসা সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। একি নীচ ঘৃণ্য আচরণ তোমার কীচক? আমার আশ্রিতা রমণীর উপর অত্যাচার করতে তোমার একটু দ্বিধা বোধ হয় না? সৈরিন্ধ্রী কিঙ্করী হ'লেও সে পতিব্রতা—স্বামী-সোহাগিনী। কোন্ অধিকারে তুমি পরস্ত্রীর মাথার উপর অত্যাচারের অস্ত্র তুলে ধরেছ?

কীচক। পতিব্রতা কে ভগ্নী? যার পঞ্চ স্বামী, তার আবার সতীত্বের অহঙ্কার কি? জান না, তুমি আজ কাকে আশ্রয় দান করেছ! একটা চরিত্রহীনা কুলটা বেশ্যা এসে অন্তঃপুরচারিণী দাসী হ'য়ে

রাজভোগে প্রতিপালিত হ'চ্ছে, আর তুমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! কোথায় —কোন্ জগতে—কোন্ শাস্ত্রে এক নারীর পঞ্চ স্বামী বর্ত্তমান? আর সেই নারী কিসে পতিব্রতা নামে অভিহিত হ'তে পারে, আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? কুলটার চতুর মায়ায় তুমি দেখ্ছি বেশ অন্ধের মত চলেছ। শোন ভগ্নী! যদি রাজার মঙ্গল চাও—যদি নিজের মঙ্গল চাও —যদি আমার মঙ্গল চাও, তবে কুলটাকে যে কোন কৌশলে আমার বিশ্রাম-কক্ষে পাঠিয়ে দাও। যার পঞ্চ স্বামী, তার আবার ষষ্ঠ পতি-গ্রহণে দ্বিধা কিসের?

[প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। [স্বগত] মিথ্যা নয়! কে এ রূপলাবণ্যবতী সৈরিন্ধ্রী-বেশিনী? কি এক মোহিনী মায়াজাল মনশ্চক্ষু আবৃত ক'রে রেখেছে! কি বাক্‌চাতুর্য্য! আমি আদৌ ভেবে দেখ্‌বার অবসর পাইনি। এক নারী পঞ্চ স্বামীর উপভোগ্যা, অথচ সে সতীত্বের দাবী করে! তাই তো, পঞ্চ স্বামী—এ কোন্ শাস্ত্রের বিধান? বলে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী! অসম্ভব —ছলনা! গন্ধর্ব্ববনিতা যদি, তবে পরবাসে পরান্নে প্রতিপালিতা কেন? অসতী—অসতী সৈরিন্ধ্রী নিশ্চয়! কুলটার কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে ভ্রাতা কীচকের হৃদয় জয় করতে চায়। পুরুষ সেই নারীর কটাক্ষে, নারীর রূপ-সৌন্দর্য্যে উন্মাদ—আত্মহারা! দোষ কীচকের নয়, দোষ সৈরিন্ধ্রীর! [প্রকাশ্যে] সৈরিন্ধ্রী! সত্য বল, কে তুমি? পঞ্চ স্বামী—এ কোন্ শাস্ত্রের বিধান? সে বিধানে নারী সতী হয় কিসে?

দ্রৌপদী। রাজরাণী! আমি সতী কি অসতী, জানি না; আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বল্‌তে শিখিনি! পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী—গন্ধর্ব্ব-সেবায় আমি সতীর পতিপূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করি—পতি-আশীর্ব্বাদে আমি সতীর মর্য্যাদালাভে সক্ষম।

সুদেষ্ণা। শোন সৈরিন্ধ্রী! বুঝেছি তোমার আচরণ। পঞ্চপতি-উপভোগ্যা নারী তুমি, কটাক্ষে তোমার ভ্রাতা কীচকের হৃদয়জয়ে অগ্রসর হয়েছিলে, পুরুষও সুযোগ পেয়ে নারীরত্নলাভে উৎকণ্ঠিত! সত্যই তো, পঞ্চ স্বামী যার, ষষ্ঠে তার দ্বিধা কেন? ছিঃ-ছিঃ, আমি কুলটাকে আশ্রয় দিয়ে আমার অন্তঃপুর কলঙ্কিত করেছি; কিন্তু আর উপায় নেই! তোমায় যখন আশ্রয় দিয়েছি—তোমায় যখন দাসী ব'লে গ্রহণ করেছি—তুমিও যখন তা স্বীকার করেছ, তখন আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন কর। তুমি নিজের কটাক্ষ-বাণে পুরুষহৃদয় জয় কর্‌তে গিয়ে অজ্ঞাতে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করেছ! হ'লেও কুলটার এতে চিন্তার কারণ নেই! আশ্রিতা তুমি আমার—তোমায় আমি বাসচ্যুত কর্‌বো না, কীচককে তুমিই শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কর! যাও—আপাততঃ কীচকের গৃহে যাও; আমার তৃষ্ণার সুধা-বারি নিয়ে এসো—আমি তৃষ্ণার্ত্ত!

দ্রৌপদী। রাজরাণী! আশ্রিতা কিঙ্করীকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বেন না। আশ্রয়দাত্রী জননী আপনি—আমি দুহিতা! সে কামাতুর পুরুষের গৃহে আমায় প্রেরণ কর্‌বার আদেশ প্রত্যাহার করুন। দুহিতা বোধে আমায় ক্ষমা করুন; আমি আপনার এ আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে পার্‌বো না।

সুদেষ্ণা। পার্‌বে না আমার এ আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে? পরবাস-আশ্রিতা পরান্নভোজী কুলটা কিঙ্করী! এত তেজ—এত অহঙ্কার তোর? সৈরিন্ধ্রী! দাসী তুই—চির-আজ্ঞাবাহী! আমার আদেশ ন্যায়-সঙ্গত না হোক্, ধর্ম্মবিগর্হিত হোক্, সে বিচারে আশ্রিতা দাসীর অধিকার কি? পঞ্চস্বামী-উপভোগ্যা যে, তার আবার পরপুরুষে লজ্জা কি? যাও—সুধা-বারি আনো—

দ্রৌপদী। রাজমহিষী! দুহিতার অন্তরের ব্যথা নিজের বুকে অনুভব ক'রে মায়ের মত বিচার করুন; আমি মাতৃ-করুণা-দুর্গের পদতলে

যুক্তপাণি। রাজরাণী! ভ্রাতা আপনার অনাচারী ব্যভিচারী—গন্ধর্ব্ব-বনিতার উপর অত্যাচারে রুষ্ট গন্ধর্ব্ব অত্যাচারীর সবংশে ধ্বংসবিধান করবেন। রুষ্ট হবেন না রাজেন্দ্রাণী! স্বেচ্ছাপরবশ হ'য়ে অমঙ্গলকে মঙ্গল ভেবে হীনদৃষ্টি সহোদরের অনিষ্ট সাধন করবেন না।

সুদেষ্ণা। এখনো সেই গন্ধর্ব্বের কথা! এখনো আপনার পাপ-কীর্ত্তি এত সহজে ব্যক্ত কর্‌ছিস্ সৈরিন্ধ্রী? পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী যদি তোর, তবে কুলটা—বেশ্যা তুই! ভদ্র-অন্তঃপুরচারিণীর আশ্রয়ে কুলটা বেশ্যার স্থান নেই। এখনি এই রাজভবন পরিত্যাগ কর্—রাজ্যের বাইরে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে প্রাণ খুলে পঞ্চ স্বামীর পূজানুষ্ঠান কর্। এই মুহূর্ত্তে যদি আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন না হয়, যদি আমার প্রার্থিত সুধা-বারি অবিলম্বে না পাই, তবে রাজভবনে আর তোর স্থান নেই। কুলটা দ্বিচারিণীর এত অহঙ্কার! পরান্নভোজী কিঙ্করী! স্মরণ থাকে যেন, বৃত্তিভোগী সৈরিন্ধ্রী তুই—

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। আরো কত শোনাবে, আরো কি দেখাবে ভুবনপাবন? হে প্রাতঃসূর্য্য আদিত্য মহাপুরুষ! হে শ্রীবিষ্ণুনেত্র! তুমিও কাণ পেতে শুন্‌ছ? এখনো শান্ত ধীরগতিতে কিরণরেখা নিয়ে কর্ত্তব্যমার্গে চলেছ? তোমার বিশ্ববিধ্বংসী অনন্ত তেজ কৈ? স্ফুলিঙ্গ কৈ? তোমার দ্বাদশ মূর্ত্তি কৈ? হে মহানেত্র পবিত্র মিহির! আশ্রয়হীনা অবলা তোমার দ্বারে কাতর ভিক্ষায় যুক্তপাণি! দীননাথ! রক্ষা কর—দেখ, কে আমি—আজ কোথায় এসে আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি! দেখ—দেখ, পতিগণ যার অজেয় ভুবনবিজয়ী, সেই দ্রুপদনন্দিনী পাণ্ডবঘরণী আজ সৈরিন্ধ্রী-বেশিনী! আর কত সয়? রাজসভায় দুঃশাসন উন্মুক্ত কেশরাশি ধরেছিল—তাও সহ্য করেছি, পাপমতি দুর্য্যোধন উরুদেশ দেখিয়ে বিদ্রূপ

করেছিল—তাও সহ্য করেছি, হীনমতি কীচকের কূট পাপ কথা শুনেছি—তাও সহ্য করেছি, এই আজ্ঞাবাহী কিঙ্করী-মূর্ত্তিতে লম্পট কীচকের গৃহে প্রবেশ কর্‌তে হবে, এ পরিতাপ কে শুন্‌বে—কে দেখ্‌বে? ধর্ম্মরাজ নাই—তিনি এখন পরান্নপালিত কঙ্ক নামধারী—বীর বৃকোদর বল্লব সূপকার—অর্জ্জুন নারীবেশে নারীমাঝে বৃহন্নলানাম্নী—নকুল কশাকরে অশ্ববৈদ্য—সহদেব গোপতন্ত্রীপাল; বৃত্তিভোগী—নির্জ্জীব এখন সব। সৈরিন্ধ্রী! তুই তবে চঞ্চল কেন? সহ্য কর্‌—বুক পেতে সহ্য কর্‌! এ তৃপ্তি ফিরে আস্‌বে সেই দিন, যে দিন কীচকের দেহ ভূলুণ্ঠিত হবে—শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়ে খাবে; যে দিন মূল দুঃখদাতা দুঃশাসনের রক্তে বেণীবন্ধন করবো, সেই দিন—সেই দিন—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নাট্যশালা।

উর্ব্বশী।

উর্ব্বশী।—

গীত।

সরম পাসরি মরম বিলায়ে হয়েছি আপনহারা।
আদরের যাহা আদরে দিয়েছি সার ক'রে আঁখিধারা॥
উষা হ'তে কাঁদি সারা নিশি যায়,
মরমভাঙ্গা ব্যথা মনোমাঝে রয়,
এ ব্যথা জুড়াতে সে যে কেহ নয়, পাছে পাছে ধাই বৃথা পথহারা॥
দাগা দিয়ে গেল দাগা তো পেলে না,
বিলাসিনী সেজে বিফল বাসনা,
প্রেমের হাসিটী ভুলেও হাসিল না এসে ভালবাসা দিয়ে বুকভরা॥

এই নাট্যশালা!
বৃহন্নলা গীত-বাদ্য ল'য়ে
অভিশপ্ত জীবনের কালক্ষয় করে হেথা!
ধন্য বৃহন্নলা—ধন্য গীত-বাদ্য তার;
আমি স্বর্গ-বিদ্যাধরী—
লাজে মরি নৃত্য-গীতে তার।
শুনি, থাকি অন্তরালে—
প্রাণ-মন দোলে সুমধুর তানে;
বিমুগ্ধ অন্তর অনন্ত আগ্রহে চায়
বৃহন্নলায় সদাই নয়নে হেরিতে!

বাসনা বিপুল—সঙ্গীতের স্বর তার
অনিবার শুনি ফুল্লমনে।
মর্ত্ত্যভূমে অপূর্ব্ব এ শিক্ষক নূতন!
পুরনারীগণ শিখে যবে কৃষ্ণলীলাগান,
সঙ্গীত-লহরে কিঁ যেন কি জাগে প্রাণে—
স্বরগের মন্দাকিনী সম
ধায় যেন মধু প্রস্রবণ!
অতি সুমোহন বাদ্য তার
করে যেন সুধা বরিষণ—
আশা নাহি মিটে
শুনি তার তান লয় রাগিণী-ঝঙ্কার!
ওই আসে বৃহন্নলা—থাকি অন্তরালে।
[অন্তরালে অবস্থান।]

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। বৃহন্নলা—বৃহন্নলা—বৃহন্নলা—
কহে সবে বৃহন্নলা যত,
বিষ ঢালে শ্রবণে আমার!
াজর্যবাসী কহে—
আহা মরি বৃহন্নলা কত গুণ ধরে!
কহে পুরনারী—আহামরি—
বৃহন্নলা রূপে গুণে অতুলন ভবে।
কোমল কলিকা কন্যাসমা উত্তরা আমার
থাকে থাকে চাহে মুখপানে,—

সঙ্গীতসাধনে ভঙ্গ দিয়া কহে আচম্বিতে—
এ মহীতে বৃহন্নলা অতি মনোহর!
রাজ্যবাসী পুলক-অন্তর—
বৃহন্নলা মিলিয়াছে ঘরে;
কিন্তু কি যাতনা সহি নিরবধি,
কেমনে শূন্য উদাসপ্রাণে
কাতরনয়নে নিত্য শতবার
লক্ষ্য করি অস্তাচলপথে
অস্ত তপনের—
বিধিমতে জানে বৃহন্নলা।
হায় দীননাথ! কত দিনে
লুপ্ত হবে বৃহন্নলা ধরণী হইতে—
কবে হবে সুপ্রকাশ মোর?
করে রাজ্যচ্যুতকারী দলিয়া কৌরবদলে
বৃত্তিভোগী কঙ্কনামী রাজ-সহচরে
রাজবেশ দিয়ে বসাইব রাজসিংহাসনে?
হে ভগবান! ঘুচাও অভিশপ্ত নাম,
কর ত্বরা বর্ষ অবসান—
দেহ নাম তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডিবী অর্জ্জুন,
নহে বৃহন্নলা—শোক-জ্বালা
শতগুণ বৃদ্ধি পায় তাহে!

উর্ব্বশী। বৃহন্নলা! সাধ মম—
শত বর্ষ রহ বৃহন্নলা!

অর্জ্জুন। একি—স্বর্গ-বিদ্যাধরী!

পুনঃ তুমি এসেছ দংশিতে ?
কেন, কি শত্রুতা সেধেছি তোমার ?
ভাব দেখি একবার,
কেবা তুমি—কোন্ রাজ্যে কর বাস—
কার্য্য কিবা তব—কার বৃত্তিভোগী ?
স্বলোক-ভাগিনী তুমি,
একি রীতি বুঝিতে না পারি !
স্বলোক ত্যজিয়া ভূলোকে আসিয়া
সামান্য মানবসনে
কেন কর বাদ-অনুবাদ ?
স্বর্গ ছাড়ি কেন কর মর্ত্ত্যে বিচরণ ?
কিবা স্বার্থ পূরাতে তোমার
বিমোহিনী বেশে
অভিশপ্ত অর্জ্জুনের পাশে
লাজ-লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন
এসেছ গোপনে ? প্রতিহিংসা ?
নিতে চাও প্রত্যাখ্যান-প্রতিশোধ ?
বাক্যবাণে চাহ দংশিবারে ?
কর শেষ প্রতিহিংসা, লহ দেবী
যোগ্য প্রতিশোধ ! নহে বাক্য-বাণে
দিব আমি সুযোগ্য উত্তম শাণিত কৃপাণ।
থাকে যদি হৃদিভরা প্রতিহিংসা-তৃষা,
প্রতিশোধ লইতে বাসনা যদ্যপি,
শত্রু যদি অর্জ্জুনের তুমি,—

প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
করে ল'য়ে খড়্গ সুভীষণ,
এলোকেশে তাণ্ডব-উল্লাসে
পদাঘাতে মথিত দলিত করি,
দুর্ব্বল অযোগ্য হীনবল
তৃতীয় পাণ্ডবে নাশি' ছিন্ন করি শির,
মিটাও আকুল মনোসাধ তব—
তীব্র জ্বালা কর অবসান।

উর্ব্বশী। বৃহন্নলা! ক্রোধ নাহি কর—
নাহি ভাব শত্রু মোরে!
আমি স্বর্গ-বিদ্যাধরী—
লাজে মরি সঙ্গীত সুতানে তব!
শিক্ষা লব নৃত্য-গীত কিছু।
বৃহন্নলা! চতুর বিদ্বান তুমি—
কলাবিদ্যা জান বিধিমতে!
নব রসে রসিকপ্রবর তুমি,
হও স্বামী—কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া মোরে!
কিবা লাজ? থাকি রমণীর মাঝ
শিক্ষা দাও গীত-বাদ্য যত—
মনোমত শিখাও আমারে তুমি;
নমি পদে—গুরুপদে বরিনু তোমায়!

গীত।

ওগো শিখাও আমারে তোমারি গান।
তোমার বাদ্য তোমার নৃত্য মধুর ছন্দ মধুর তান॥

তুমি যাহা ভালবাস কাণে কাণে দিও ব'লে,
যাহা কিছু অভিলাষ ধরিব আদরে গলে,
তুমি দয়া ক'রে থেকো নাকো দূরে, ছলা-কলাহীনা পাছে পাছে ফিরে,
শিখালে শিখিব, সাধিব গাহিব,
তোমার বাণী মাথার মণি তীর্থ আমার আমার প্রাণ॥

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

সুন্দর তুমি বৃহন্নলা।
সাধ রবো সাথে, রাখিব আঁখিপথে,
শিখিব মনোভোলা তোমারি ছলা-কলা॥
সুর রাগিণীসনে বাজে মৃদঙ্গ, মিঠি মিঠি মাতোয়ারা নূপুর-রঙ্গ,
মৃদু মৃদু দোলে তায় সুঠাম অঙ্গ, মন বিহঙ্গ আকুল উতলা॥

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। পূরিল কি আশা বিদ্যাধরী ?
জানিতাম খল অতি কাল বিষধর,
কিন্তু খলতায় রমণীর নাহিক উপমা—
বিশেষতঃ বারাঙ্গনাশ্রেণী !
কিন্তু দেবী ! এ খলতা
মর্ত্ত্যের সামান্যা নারীতে সম্ভব—
অমরার অপ্সরায় নিন্দনীয় অতি ;
আশুগতি ত্যজ মম নাট্যশালা।
নাহি অধিকার তব

তস্করের মত করিয়া প্রবেশ
করিবারে চরিতার্থ তব হীন বৃত্তি যত।
কি কহিব—রমণীরূপিণী তুমি—
স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
পিতা পুরন্দর-উপভোগ্যা,
মাননীয়া নৃত্য-পটিয়সী,
হেরি তোমা পুণ্য-চক্ষে প্রণমিনু পায়,—
আশীর্ব্বাদপ্রার্থী আমি তব,
তাই তোমা নীতি বোধে ক্ষমা করি আমি।
নহে নারীহত্যা-পাপ বিস্মৃত হইয়ে
এতক্ষণে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ন ছিন্ন করি
অসংযত পাপ রসনা তোমার
মৃত্তিকার ধূলিমাঝে দিতাম ফেলিয়া;
শিখাতাম বিশেষ বিধানে
কুটিলপ্রবৃত্তি উর্ব্বশী যেমন,
নহেক তেমন—
অভিশপ্ত প্রপীড়িত এই বৃহন্নলা!
যাও দেবী—
বাড়ায়ো না অপার যাতনা মম,
নাহি দাও শোক-বহ্নিমাঝে
সুতীব্র কটু বাক্যের অসংখ্য ইন্ধন—
শাস্তি পাবে লঙ্ঘনে আদেশ!

উর্ব্বশী। বীরত্ব তোমার বুঝিয়াছি বিধিমতে!
যবে অক্ষের ক্রীড়ায় শকুনির ছলে

দুর্য্যোধন-সভামাঝে
পাণ্ডবের হ'লো পরাজয়,
কোথা ছিল বীরত্ব তোমার ?
যবে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে রেখেছিল পণ,
কোথায় তখন
রেখেছিলে বীরাচার তব ?
যবে দুঃশাসন প্রকাশ্য সভায়
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর
কেশে ধরি করিল পীড়ন,
হরিল বসন যবে উপস্থিত নৃপতি-সমাজে,
কুলবধূ দ্রৌপদীরে
দুর্য্যোধন দেখাইল উরু,
কোন্ ভীরুতায় ভুলেছিলে গাণ্ডীব তখন ?
বিজন অরণ্যে যবে করিলে প্রবেশ,
ত্যজি রাজবেশ, রাজা যুধিষ্ঠির সনে
সাজাইয়ে দ্রৌপদীরে ভিখারিণী-বেশে,
অজ্ঞাত আবাসে
যবে ফেরুসম লুকাইলে মুখ,
কোথা রেখেছিলে হেন বীরত্ব তোমার ?
নাহি শক্তি যার
পত্নীর পালনকার্য্য করিতে সাধন,
নাহি শক্তি যার
এলোকেশী দ্রৌপদীর মুক্ত বেণী
করিতে বন্ধন, পত্নী যার

মলিন বসনে সৈরিন্ধ্রী কামিনী,
বীরত্ব তাহার অতীব সুন্দর !
বাতুল—বাতুল তুমি শুন হে ফাল্গুনী !

অর্জ্জুন। শুন দেবী !
যা কহিলে সত্য এই বাণী।
জ্যেষ্ঠের আদেশে অজ্ঞাত আবাসে আসি
দূরে রাখি গাণ্ডীব আপন,
ছদ্মবেশে দাসত্ব শৃঙ্খলে
প'ড়ে আছি আবদ্ধ হইয়ে,—
শক্তিহীন মাত্র আজি কর্ম্মফলে মোরা !
নহে কিবা শক্তি কৌরবের,
বিক্রমী পাণ্ডবে রাজ্যচ্যুত করি
হস্তিনার সিংহাসন করে অধিকার ?
শুধু ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্যের রাখিতে মর্য্যাদা,
ফেরু সম কুরুদল না করি দলিত
অদৃষ্টচালিত হ'য়ে মৎস্যদেশে
বিরাট-আবাসে লয়েছি বসতি !
নাহি ভাব, অপহৃত তাহে পাণ্ডব-শকতি !
ধর্ম্মাচারী যেবা—
অকাতরে সহে বহু ক্লেশ !
নহে কেন ত্রেতায় পবিত্র যুগে
অভিষেক শেষে শ্রীরামের বনবাস ঘটে ?
কেন যায় জনকনন্দিনী
রাম সনে গহন কান্তারে ?

কেন সেথা লঙ্কেশ্বর দশানন
জানকীরে করিল হরণ ?
কেন রাম সীতা-শোকে উন্মাদ সাজিল ?
কেন যাতনা সহিল সীতা
অশোক-কাননে রাক্ষসী চেড়ির
বেত্রের আঘাতে ? কেন রাম
ধরে শিরে অন্যায় সমরে বালিরে বধিয়া
তারার সে তীব্র অভিশাপ ?
কেন সহে মনস্তাপ সীতার বিহনে ?
একটি ইঙ্গিতে যাঁর বিশ্ব যায় ছারখার,
কেন সেই আঁখি-বিনোদন কৌশল্যানন্দন
বল্কল করিয়া সার চতুর্দ্দশ বর্ষকাল
কাটাইল পর্ব্বত অরণ্যে ?
মাত্র কালচক্র-চালিত এ জগতের জীবে
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবার
জানাইতে বিধিমতে !
কিবা ক্ষোভ—কি আক্ষেপ,
ধর্ম্মের কারণ রাজ্য ছাড়ি
রাজা যদি হন বনবাসী ?

উর্ব্বশী — শুন বীর চূড়ামণি ! এবে নিরুপায়,
তাই আপনায়
দাও হেন স্তোকবাক্য দান ।
কিন্তু কহি আমি—
শক্তিহীন, অন্ধ, কাপুরুষ তুমি !

নহে কেন নির্জ্জন উদ্যানে
সৈরিন্ধ্রী-বেশিনী দ্রৌপদীরে তব
মৎস্য-সেনাপতি
পত্নী বলি করে সম্ভাষণ ?
কেন যায় দ্রৌপদী সুন্দরী
কীচকের বিলাস-ভবন হ'তে
আনিবারে তৃষ্ণার পানীয়
মহিষীর কঠোর আজ্ঞায়
ভাব কি বিজয়—
বিজয়-পতাকা কিবা উড়িবে তোমার
সৈরিন্ধ্রীর শত অপমানে ?
কোথা শক্তি তব,
লম্পট কীচকের করাল কর হ'তে
উদ্ধারিতে দ্রুপদবালায় ?
অস্ত্রহীন, অভিশপ্ত, নপুংসক তুমি,
হীনবীর্য্য কর্ম্মদোষে—মম অভিশাপে ;
নিরস্ত্র অর্জ্জুন !
নারীবেশে রহ নারীমাঝে !
অনুতপ্ত চিত্ত ল'য়ে নিরালায় বসি'
দেখ—শোনো—সহ তব পত্নী-নির্য্যাতন !
হাঃ-হাঃ-হাঃ, চাহ তুমি কৌরবে দলিতে ?
নহে এবে, বহু দিন—বহু দিন যাবে,
হবে খ্যাত অর্জ্জুন নামেতে যবে।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বারবার শত অপমান,
অসহ্য লাঞ্ছনা সহ শত নির্য্যাতন
সহি নিরবধি!
অপদার্থ হীনবীর্য্য কাপুরুষ প্রায়
বীরাচারে অর্জ্জিত পত্নীর
নিত্য হেরি হীন অপমান!
কি কহিব অনুমতি নাহিক জ্যেষ্ঠের,
নহে দূরে ফেলি নারী-বেশ
শঙ্খের বলয় বেণী শোভাময়,
দ্রুতগতি শমীবৃক্ষ হ'তে
নামাইয়া তুণ ধনু,
পাপ-তনু পাপী কীচকের
বিনাশিয়ে ফেলিতাম পাঞ্চালীর
ক্ষুব্ধ পদতলে। কি করিব—
হস্ত-পদ বীরত্ব আমার
বদ্ধ সব জ্যেষ্ঠের আদেশে।

উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। বৃহন্নলা! সৈরিন্ধ্রী কি আত্মীয়া তোমার?
দূরে অলিন্দের শেষে কাঁদে ফুকারিয়া।
কহিল আমারে ব'লে এসো বৃহন্নলায়—
অপমানে কাঁদিছে সৈরিন্ধ্রী!
বৃহন্নলা! যাবে তুমি
সৈরিন্ধ্রীর মুছাতে নয়নজল?

অর্জ্জুন। কিবা প্রয়োজন মম
মুছাইতে সৈরিন্ধ্রী-নয়নজল ?
কেবা সে আমার ?
কি সম্বন্ধ সৈরিন্ধ্রী আমায় ?
আছে তার আশ্রয়দাতা,
আছে রাজরাণী জননী সমানা—
আছে উত্তরা আমার—আছ তুমি—
আছে পঞ্চস্বামী তার,
বৃহন্নলার কিবা দায় করিতে উপায়
সৈরিন্ধ্রীর নির্য্যাতনে ?
ব'লে এসো কঙ্ক মহাজনে—
মাঝে মাঝে উপদেশ দানে
সৈরিন্ধ্রীর চিত্তবিনোদনে লিপ্ত তিনি শুনি,
যাও তাঁর কাছে, ব'লে এসো—
অপমানে কাঁদিছে সৈরিন্ধ্রী।

উত্তর। শুনিলাম অন্তঃপুরে,
মহাপাপী দুর্ম্মুখ দুর্জ্জন কোনো
সৈরিন্ধ্রীরে পাইয়ে গোপনে,
অপমানে জর্জ্জরিত করি
কাঁদাইল তারে ! শুনি তাই
তন্ন তন্ন করি খুঁজিনু উদ্যানে,
না পাইনু সন্ধান কাহারো।
নাহি জানি কেবা সেই জন—
কিবা নাম তার।

হোক্ দাসী সৈরিন্ধ্রী মোদের—
অপমানে তার মর্ম্মাহত আমি !
সৈরিন্ধ্রী চিনিল জানিল তারে—
জানে তার নাম !
জিজ্ঞাসিনু সকাতরে,
আকুল-অন্তরে চাহি আকাশের পানে
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কহিল বারেক,
ব'লে এসো বৃহন্নলায়—
অপমানে কাঁদিছে সৈরিন্ধ্রী !

অর্জ্জুন। ব'লো তুমি সৈরিন্ধ্রী দাসীরে—
কঙ্ক মহাজন কন যদি
প্রতিকার করিতে তাহার,
অত্যাচার-বিদলিত সৈরিন্ধ্রীর
পলকে মুছাতে পারি নয়নের জল !
যদি পাই কঙ্কের আদেশ,
শুন রাজপুত্র কোমল তরুণ !
ল'য়ে এসো তীক্ষ্ণ তরবারি—
এনো বাণপূর্ণ তুণ—ল'য়ে এসো ধনু,
এনো অস্ত্র পাও যাহা,
দিও সাজাইয়া রণ-সাজে মোরে।
রুদ্রতেজে জ্বলিয়া বারেক,
ছিন্ন করি মুণ্ড তার পাপ তনু হ'তে
ভক্ষ্যরূপে ফেলি দিব
শৃগাল-কুক্কুরমুখে ! এবে নহে—

প্রতিকার করিব তখন,
পাই যদি কঙ্কের আদেশ।

উত্তর। বুঝিলাম বীর তুমি বৃহন্নলা,
নহে শুধু নৃত্যগীতে মুগ্ধপ্রাণ তুমি।
যাবো কঙ্কপাশে—যাবো সৈরিন্ধ্রী-সকাশে,
সাজি অস্ত্র ধনু তুণে—
প্রতিকার-অস্ত্র আনিব তোমার।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। [কোথা রে গাণ্ডীব,
বিজয় ফুকারে তোর তরে!
আয় আয় বিশাল এ ভুজদ্বয়পাশে,
সৈরিন্ধ্রী কাঁদিছে—
মুছাইব তার নয়নের জল!

গীতকণ্ঠে মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধুমঙ্গল।—

গীত।

রণ-সাজে নয় রণ-সাজে নয়।
বাজে মৃদঙ্গ নাচ হে রঙ্গে দোলাও অপাঙ্গে,
কর হে সঙ্গ রাগিণী সুর লয়॥
শরে শরে ভরা হৃদয় তোমার,
শর শেল তোলে কোথা শর সার,
মিছে এ বিকার অলীক অসার—কোথা প্রতিকার,
নারী মাঝে যার নিবাস হয়॥

যামিনীতে তুমি আছ ঘুমঘোরে,
এ ঘুম ভাঙ্গিবে কাল নিশিভোরে,
নিশিশেষে করে এসো ধনু ধ'রে, সাজিও সমরে,
শমীশাখিশিরে সকলি রয়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রন্ধনশালা।

ভীম।

ভীম। কর্ম্মীর বিপুল উদ্যম যত—
একে একে পদানত সব শত্রুর চক্রান্তে!
দুঃখে ক্ষোভে জ্বলে হৃদি অনিবার,
প্রতিকার তার না করিয়ে কোনো
আছি ঘৃণ্য সূপকার হ'য়ে
অন্নবৃত্তিভোগী জড় অকর্ম্মণ্য সম।
কৌরব হইতে সহি এত ক্লেশ,
কৌরব হইতে বনবাসী মোরা,
কৌরব হইতে কুললক্ষ্মী পাণ্ডবের
সৈরিন্ধ্রীরূপিণী! তবু সে পাণ্ডব

ভীরু ফেরুপাল সম
নীরবে নির্জ্জনে বসি নিস্ক্রীয়জীবন !
বিতাড়িত পাণ্ডুসুতগণ
দাস্যবৃত্তি ল'য়ে করে দিন ক্ষয়,
হস্তিনায় কৌরবের দল
রাজভোগে তৃপ্তি পায় সদা !
কেন—কি হেতু এ অবিচার ?
একই অধিকার—দুঃখ পায় একজন,
অন্যে করে সুখভোগ !
কি করিব—নিরুপায় অভাগা পাণ্ডব
রাজা যুধিষ্ঠির হেতু,
নহে পাণ্ডব কি সহিত এ ক্লেশ ?
দেখিত কি দ্রৌপদীর নির্য্যাতন
পাপ দুর্য্যোধন-সভামাঝে ?
আনিত কি দ্রৌপদীরে পথের বাহিরে—
বিরাট নগরে বিরাট-ভবনে
দেখিত কি সৈরিন্ধ্রীবেশিনী !
একা ভীম মদমত্ত করী সম
বিদলিত করি কৌরবের দল,
গাত্রজ্বালা পারে করিতে নির্ব্বাণ।
কি করিব, বিধি বাম—
তাই হেন বিপত্তি বিষম !
তাই হেন ছদ্মবেশ—
তাই নাহি পাই জ্যেষ্ঠের আদেশ !

দ্রুতপদে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কই কোথা সূপকার—কোথা হে বল্লব!
দাস্যবৃত্তি ফেলি শোনো সুসংবাদ!

ভীম। কহ লো পাঞ্চালী! কিবা আছে সুসংবাদ,
কহ শুনি—তৃপ্তি দেহ সুসংবাদে মোরে।

দ্রৌপদী। রহ স্থির—না হও চঞ্চল,
অচল পর্ব্বত যেমন বসুধাবক্ষে
রহে অচঞ্চল রৌদ্র জল করকা-
আঘাত সহি, শোন স্থিরকর্ণে—
সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা অপার!
রাজরাণী অনুমতিক্রমে
উদ্যানে কুসুমচয়নে আছিলাম রত,
প্রবেশি তথায়
রাজসেনাপতি লম্পট কীচক
কুট কটু কথা কহি করিল পীড়ন মোরে—
পঞ্চ স্বামীরে আমার করিল চালনা!

ভীম। অতঃপর?

দ্রৌপদী। অতঃপর রাজরাণী বেশ্যা মধ্যে গণি মোরে
আদেশিলা চলিবারে কীচকের গৃহে
আনিবারে তৃষ্ণার সলিল তাঁর—
ছলনায় অভিসার যাহা মোর!
বল হে বল্লব!
এখনো কি রবে সূপকার?

এখনো কি কৌরবের ভয়ে
বিপুল বিক্রম ভুলি আপনার,
ত্যজি ছদ্মবেশ নিজ শক্তি না করি প্রচার,
বিবরে বসিয়া
পত্নী-অপমান সহিবে নীরবে ?

ভীম। কাঁদ—কাঁদ লো সৈরিন্ধ্রী !
উত্তপ্ত নয়নজলে মলিন বসন
সিক্ত কর তব !
যাও কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির পাশে,
ব'লে এসো কীচকের কূট কটু কথা !
জানাইয়া এসো অভিসার ব্রত তব।
ভুলে যাও ছিলে তুমি পাঞ্চালনন্দিনী,
ভুলে যাও—গাণ্ডিবী অর্জ্জুন
লক্ষ্যভেদ করি অর্জ্জিল তোমারে,—
ভুলে যাও বিক্রম আমার,
ভুলে যাও নকুল সহদেবে—
বসি মৃত্তিকাসনে
ক্ষত কর বসুধার বুক
অবিরাম শোকাশ্রু ফেলিয়া।
শুন রাজবালা ! কঙ্ক যদি
রহে স্থির অচল পর্ব্বত সম,
এ জীবনে ঘুচিবে না শোকাশ্রু তোমার !

দ্রৌপদী। কঙ্ক দিল উপদেশ—
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জিতে হবে ;

দুঃখ-নিশা না হইলে অবসান,
কোথা শান্তি কোথা সুখোদয় ?
হে মধ্যম ! তাই চাহি করুণা তোমার ,
কেহ নাহি আর তোমা বিনা
প্রতিকার করিবারে !

ভীম। শুন যাজ্ঞসেনী ! কহি বার বার,
ভুলে যাও পাণ্ডবঘরণী তুমি—
ভুলে যাও আত্মীয়তা স্বামীর সোহাগ !
তুমি আমি এ সম্বন্ধ না কর বিচার—
প্রতারক এই মহাযুগে,
প্রতারণা মাখানো চৌদিকে—
বিস্মৃতি তাহে প্রতিজ্ঞা আমার !
তপন তারকা হোক্ আচ্ছাদিত,
কক্ষচ্যুত হোক্ জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
ঘন কৃষ্ণ প্রাবৃটের মেঘ
প্রাণান্ত অশনি-আঘাতে
করুক বিচূর্ণ অভ্রভেদী গিরিচূড়া যত,
প্রলয়ের বারিধারা যত
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে করুক বিপ্লব সৃষ্টি,
তবু রবো স্থির—কহিব না বাণী।
শুন লো পাঞ্চালী ! কেন বৃথা
অশ্রুজল-আবেদন ল'য়ে
পাণ্ডবের দ্বারে দ্বারে
অজস্র বেদনা যত কর বিজ্ঞাপিত ?

এ বিপদ কর অবসান ।
ধর শাণিত কৃপাণ—
ছিন্ন করি তায় কেশরাশি তব
শূন্যে দাও উড়াইয়া,
নিজ হস্তে বিদারিত করি বক্ষ আপনার—
তপ্ত রক্তে রাজটীকা দেহ
পাণ্ডবললাটে ! দেহ বিসর্জ্জনে
শান্তি-সুখ করহ অর্জ্জন,
নহে ঘুচিবে না দুর্গতি তোমার !

দ্রৌপদী । সত্য তাই, বধির ধরণী—
বধির পাণ্ডব—বধির সে জগন্নাথ !
কালের প্রবাহে সমীরতরঙ্গে
জড় বা চেতনে ওঠে সদা বিষাদের গান !
ব্যাকুল বিহ্বল সবে—
প্রপীড়িতা পাঞ্চালীরে হেরি কহে সমস্বরে—
ঘুচিবে না দুর্গতি আমার !
অভাগিনী পাণ্ডবঘরণী—
নহে কেন নাহি পাই ছিন্ন দুঃশাসনশির—
কেন আলুথালু উন্মুক্ত কবরী মোর ?
কেন সহি কীচকের পাপ কটু বাণী ?
কেন যাই রাজরাণী-অনুরোধে
ঘৃণ্য জঘন্য কদর্য্য অভিসারে ?
রহুক্ পাণ্ডব বিবরে লুকায়ে মুখ—
বিষ-দন্ত পাণ্ডবের রহুক্ গোপনে

দুর্দ্ধর্ষ কৌরব-ভয়ে! পাঞ্চালী কাঁদিবে,
পাণ্ডবের কিবা ক্ষতি তায়?
গৌরব বাড়িবে তায়—
শত দুঃখ শত অপমান সহি
অজ্ঞাত আবাসে যাপিবে জীবন!

ভীম। দেখ—দেখ লো পাঞ্চালী
করস্পর্শে বক্ষ মোর,
কি এক ভীষণ দ্বন্দ্বস্রোত
পলে পলে প্রবাহিত হেথা!
অনেক সয়েছি—সহিব না আর,
কুলাঙ্গার সম মৃতবৎ নাহি রব
জীবিত রহিয়ে! সাক্ষ্য করি দেব দিবাকর
জ্যোতিষ্কমণ্ডলে, সাক্ষ্য রাখি তোমা,
সাক্ষ্য রাখি ত্রিদিবমণ্ডল,
জাগাইতে পারি কুল-কুণ্ডলিনী,
ঘোর রুদ্রতেজে জাগাইয়া সংহার-বাসনা
প্রতিহিংসাপদে দিতে পারি পূজা।
দেখ—দেখ যাজ্ঞসেনী!
বহিবে এখনি ভীম প্রভঞ্জন,
ধ্বংস-দৃষ্টি খেলিবে নয়নে,
সিন্ধুনদ উঠিবে হুঙ্কারি,
বিকট বদন করিয়া ব্যাদান
বিশাল সংসার গ্রাসিব পলকে।
সরোবরে নাচে যথা করালিনী বামা,

রক্ত আশে এলোকেশে নাচ লো পাঞ্চালী,
রক্তধারা সম বহাও রুধিরধারা,
মিটাও দারুণ তৃষা, হাহাকার উঠুক্
চৌদিকে, ফেলি দূরে ছদ্মবেশ,
দুঃশাসন হৃদয় বিদারি
উত্তপ্ত শোণিতে তার
সিক্ত কর চিকুর তোমার!
দূর কর অভিসার-ব্রত,
সংহর সংহর দুষ্কৃতি কীচকে—
পরদারে কুৎসিত কুদৃষ্টি যাহার!

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ত্যজ রোষ বৃকোদর!
অনুতাপ রাখ যাজ্ঞসেনী!
আদর্শা রমণী তুমি পাণ্ডবঘরণী,
ধর্ম্মহীনা আচারবিহীনা
কেন ভাব আপনারে
সতী তুমি—তব নাম করিলে গ্রহণ
মুক্ত হয় নর মহাপাপ হ'তে।
হেন কুললক্ষ্মী সংসার-উদ্যানে যেবা,
অপমান করি তার
ধর্ম্মক্ষেত্র হ'তে কেবা কবে পায় পরিত্রাণ?
ভেবো না ভামিনী! সময় সুযোগে
পাণ্ডবের দুঃখ-নিশা হবে অবসান।

শুন সতী, রাখ মতি কৃষ্ণপদে,
নিরাপদে যাপিবে জীবন—
দূর হবে মন-অবসাদ।
জান না কি সুলোচনা!
ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ শ্রীরাধার পাশে,
প্রেম-ভক্তি-আশে শিখিপুচ্ছে রাধা নাম লিখি
শিখিপাখা শিরোপরে রাখেন মাধব?
কৃষ্ণভক্ত অগ্রে গাহে রাধানাম,
কৃষ্ণনাম পশ্চাতে বিলায়।
রাধানামে কৃষ্ণ মোর সন্ন্যাসী উন্মাদ—
ঘোর স্বার্থত্যাগী।
ভক্ত হেতু যুগে যুগে হ'য়ে অবতার,
শিখায় মানবে—ত্যাগ-মন্ত্র দীক্ষা লও,
আত্মপর ভেদাভেদ না রাখি অন্তরে
সর্ব্বত্যাগী সাজ ত্রিসংসারে!
তবে কেন চিন্ত সুবদনী?
কর্ম্ম কর কর্ম্মক্ষেত্রে
ভাল মন্দ না করি বিচার,
কর্ম্মফল করহ অর্পণ
গুণধাম শ্রীকৃষ্ণচরণে।

ভীম। কৃষ্ণ বিদ্যমানে ঘুচিবে না পাণ্ডব-দুর্গতি!
দয়াময় নহে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ইচ্ছাময়।
নাহি যদি হবে—
সখা যদি শ্রীমুরারী পাণ্ডবের ভবে,

কেন তবে পাণ্ডবে ত্যজিয়া
নীরব বিলাসে ব'সে ?
মুক্তকেশা কৃষ্ণা সনে গহন কাননে
কেন যাপিলাম দ্বাদশ বৎসর ?
কেন দাসীরূপে বিরাজে পাঞ্চালী
বিরাট-আলয়ে, সহি রাজ-সেনাপতি
কীচকের পাপ কটু বাণী ?
কেন রাজপুত্রগণ ত্যজি স্বর্ণ-পালঙ্কের
কুসুম কোমল শয্যা,
নিদ্রা যায় হীনবেশে পর্ণ-শয্যা পাতি ?
কেন রাজভোগ ত্যজি
পর্য্যুসিত শাক-অন্ন তুলিছে বদনে ?
কেন মরে নাই দুঃশাসন—
কুরুসভামাঝে পাঞ্চালীর যেবা হরিল বসন,
কেন নাহি করি প্রতিজ্ঞাপূরণ—
বক্ষ রক্ত তার করিয়া শোষণ
রক্তে তার কৃষ্ণা-বেণী করিনি বন্ধন ?
কৃষ্ণ যদি জীবনের সখা—
সখ্যতা সুন্দর তার !
ভাল হ'তো—কৃষ্ণ যদি
মিত্র না হইয়ে শত্রু হ'তো পাণ্ডবের।

যুধিষ্ঠির। জ্ঞানহারা তুমি বৃকোদর !
কর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ
পথ মাত্র শুধু।

কেন্দ্রস্থল ভিন্ন নহে—এক সবাকার।
বৈষম্য বিষাদ যত করি অবসান,
হ'য়ে শ্রদ্ধাবান অকপটে প্রাণ মন
সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম আচার-বিচার
সমর্পণ করি শ্রীকৃষ্ণচরণে
পুণ্য অনুষ্ঠানে রহ নিয়োজিত!
ঘুচিবে অলীক মোহ—বিকার বিষম ব্যাধি
দূর কর জ্ঞান-শক্তিবলে।

ভীম। হে অগ্রজ! জ্ঞান সত্ত্বে
করি নাই কোন ত্রুটী তোমার চরণে;
কিন্তু আছে মম পণ—
দ্রৌপদীর অপমান করিবে যে জন,
মৃত্যু-দণ্ড দিব তারে আমি।
জ্যেষ্ঠ তুমি—পিতৃসম মোর!
সত্যে বাঁধা আমি শুন ধর্ম্মরাজ,
প্রতিজ্ঞাবিচ্যুত নাহি কর মোরে।
এই ভিক্ষা পদে দেহ অনুমতি—
সতী-অপমানকারী কিচকেরে বধি,
বিনাশি কৌরবে
পাণ্ডব-গৌরব বাড়াইতে ভবে;
শুধু ভিক্ষা—ভিক্ষা চাই ধর্ম্ম-অবতার!
ধরি পায় কৃপণতা নাহি কর তায়।
দেখ এ বিশাল কায়
জ্ব'লে যায় নীরব আক্ষেপে!

দেখ শিরায় শিরায়
খেলিতেছে উষ্ণ রক্তস্রোত !
প্রতি লোমকূপ বিস্তারি করাল মুখ
উগারিছে হিংসাময় ভীম হলাহল ।
হে ধার্ম্মিক ! কর সুবিধান—
দিয়ে অনুমতি, সন্তাপ-অনল মোর
করহ নির্ব্বাণ ! নহে বধ মোরে,—
প্রতিজ্ঞাবিচ্যুত ভীম মৃত্যু চাহে,
জীয়ন্তে নরকভোগ বাঞ্ছা নাহি মোর !
নাহি যদি পার, ডাক কৃষ্ণে তব ;
ধরি গদা চক্র তার
মিত্রবেশী মহাশত্রু বধুক্ আমারে—
থাকুক্ অক্ষয় কীর্ত্তি কৃষ্ণের তোমার ।

গীতকণ্ঠে মধুমঙ্গলের প্রবেশ ।

মধুমঙ্গল। —

গীত ।

কায়া ছায়া বাঁধা একতারে ছায়া কায়া ছাড়া নয়।
এটা অলীক অযথা নয়—বেশী কথা কিছু নয় ॥
যত দূরে যাও তত কাছে আমি,
কি যেন বাঁধনে বাঁধা দিবা-যামী,
করমের লাগি দূরে দূরে ভ্রমি করমের ছায়া কায়াময় ॥
এক সূত্রে গাঁথা যেন মণিমালা,
সে মণি-মোহন আমার কণ্ঠমালা,
শোভিত চিকণ প্রেম-কৃষ্ণলীলা কুসুমে যেমন সুষমা রয় ॥

যুধিষ্ঠির। চিন মূর্ত্তি বৃকোদর! জ্ঞান-নেত্রে দেখ
কেবা আসি দিল দরশন!
এস কৃষ্ণা, বহুক্ষণ এসেছ হেথায়;
ছদ্মবেশ হইলে প্রকাশ,
হবো ধর্ম্মচ্যুত—
না হইবে উদ্দেশ্যসাধন!
যদুরায়! নমি পায়—
বুঝাও বৃকোদরে—দীনবেশে আছি
সুদিনের করিতে নির্ম্মাণ।

[প্রণামান্তর প্রস্থান।

মধুমঙ্গল।—

গীত।

কাঁদিয়ে কাঁদালে, কেন দুঃখ দিলে,
দুঃখে ঝরে আঁখিবারি।
এ ব্যথা ঘুচাতে কি আছে কি দিবে,
ব্যথা যে সহিতে নারি॥
দিলে সাগর ছেঁচে মাণিক রতন,
যাবে না যাবে না প্রাণের রোদন,
আমার প্রাণ যাহা চায় কই সে রতন,
দাও গো দাও গো প্রাণের রোদন—
করিয়ে যতন, মনের মতন,
মিশাবো প্রেমের বারি॥

ভীম। বেদনা বিলালে বেদনা পাইতে হয়,
জান না কি ব্যথাহারী অনাথপালক?
কাছে যবে সব দুঃখ দূরে যায়,

রহ কাছে—যেও নাকো দূরে,
দূরে গেলে হারাই সকলি !
এস কাছে প্রেমের গোঁসাই—
ধর এ শিথিল কর—শক্তি দাও শক্তিময় !
দুরন্ত বিষাদ-জলধি
পারাপার না হয় নির্ণয় ;
বিপদ-কাণ্ডারী!
কূল দাও দিয়ে পদতরী !
এসো সখা ! দিলে যদি দেখা,
সূপকার বল্লবের ধর অভ্যর্থনা—
নিজহস্তে করেছি রন্ধন,
সখ্যতা করিতে দৃঢ়, করহ ভোজন—
নিজহস্তে খাওয়াইব তোমা !

মধুমঙ্গল ।—

গীত ।

মোরে বেঁধেছ ভকতি-ডোরে ।
আমি কাতর ক্ষুধায়, যদি প্রাণ চায়, যাহা দিবে লব আদরে ॥
আমি কাঙাল হইয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি আশে,
সুধা কোথা পাই সুধাই সবারে মিলে যদি পরবাসে,
আমি চাতকের মত চেয়ে থাকি,
গান গেয়ে গেয়ে হেসে ডাকি,
মধুর আকুল অনুরাগে প্রেমের কিরণ মাখামাখি,
ভালবাসি ওরে ভালবাসি আমি ক্ষুধানাশী সুধা প্রাণভরে ॥

[ভীম ও মধুমঙ্গলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

কীচকের কক্ষ।

সখারাম।

সখারাম। সব চেয়ে মজার ব্যবসা হ'লো খোসামুদী। ব্যবসা ব'লে ব্যবসা—সকাল সন্ধ্যে যত পার ব্যবসা কর। ব্যবসার হাজাগুকো নেই, মূলধন চাই না—চমৎকার! খালি একটু বুদ্ধি, একটু চালাকী, আর কতকগুলো মিথ্যে কথা জমিয়ে রাখা, আবশ্যকমতে সেইগুলো খালি ওড়ন-পাড়ন ক'রে ছেড়ে ছেড়ে দেওয়া, ব্যস—তা হ'লেই ব্যবসার চরম! আজকাল বড়লোকের দু'পাঁচটা ক'রে খোসামুদে দরকার; তা নইলে তাদের দিন চলে না। তাদের কাছে ব'সে হয়কে নয়, নয়কে হয় কর, গোড়ে গোড় দিতে পারলেই চট্ ক'রে অমনি নজরধরা হ'য়ে পড়্‌বে; অমনি ঝাঁ ঝাঁ উন্নতি। লেখাপড়া না শিখে ঘর ঘর খোসামুদী ব্যবসায় লেগে যাও, দেখ্‌বে—দিনগুলো সুখে-স্বচ্ছন্দে বেশ জলের মত কেটে যাবে। তার সাক্ষী আমাকে নিয়েই তো দেখ্‌তে পাচ্ছ! অমন যে গোঁয়ার-গোবিন্দ কীচক মহাপ্রভু, খোসামোদের ঠেলায় মন মজিয়ে একেবারে তার প্রাণের করমচা হ'য়ে প'ড়ে আছি। এখন একেবারে উঠ্‌তে সখারাম, বস্‌তে সখারাম, খেতে সখারাম, মানুষ খুন কর্‌তে সখারাম, বিষ খেতেও সখারাম। সখারাম যেন কীচকরূপী কৃষ্ণের রাধিকা। আমার প্রেমে যেন ডগমগ হ'য়ে একেবারে মহিষ-মর্দ্দিনীর মত মরিয়া। আ ম'রে যাই রে, এত সোহাগ থাক্‌লে বাঁচি!

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। সখারাম! ফুরুলো—আবার ফুরুলো! কৈ সুরা কৈ—সুরা দাও!

মোহিনী-মূর্ত্তিতে সুরাপাত্রহস্তে কুমতির প্রবেশ।

কুমতি।—

গীত।

ওগো নাও নাও সুরা নাও, আমি মদিরা এনেছি মদিরা।
আমি দ্বারে দ্বারে দ্বারে সুধা করে নরে বিলাই মদিরা অধীরা॥
যদি পাই এমনি নাগর রসের সাগর,
ভ'রে দিই কানায় কানায় চায় যে অধর,
খেলে প্রেম-নদীতে বান ডেকে যায় আমার এমনি সুধা মদিরা॥

কুমতি। আমার নাম মদিরা—মদিরা যোগানই আমার ব্যবসা। যে মদিরায় বিভোর থাকে, আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

কীচক। সখারাম! শুন্‌ছ? মদিরা এসেছে মদিরা নিয়ে; তা হ'লে আমি সিদ্ধ পুরুষ। হাঁ—মদিরার মত মদিরায় ডুবে থাক্‌তে পার্‌লে সিদ্ধিলাভ তো হবেই! দে মদিরা! সুরা দে—[কুমতি হাতে সুরা দিল, কীচক খাইতে উদ্যত হইলেন।]

গীতকণ্ঠে অভিরামের প্রবেশ।

অভিরাম।—

গীত।

তোর ইহকাল পরকাল হারালি মোহিনী মদিরার মদিরাপানে।
কুফল ঢালে সদা তিক্ত গরল পলে পলে তনু ক্ষীণ দিনে দিনে॥

অচিন দেশের মধু পুণ্য বাতাস,
পেলি না পরশ তার জীবন হতাশ,
হবি রে নিরাশ, তোর যাবে রে বিশ্বাস, তমোময় মদিরার মদিরাপানে ॥

কীচক। সখারাম ! পাগল অভিরাম বলে কি ?

সখারাম। আজ্ঞে সেই পুরাকালের ধুয়া ধ'রে আছে। আপনি একালের লোক—পুরাকাল মান্‌লে চল্‌বে কেন ; লোকে গায়ে থুথু দেবে যে ! ওদের একটা দল আছে বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না—সেই দলে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে। আপনি পাহাড়ের মতন ব'সে থাকুন না, নড়্‌বেন কেন ?

কুমতি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আপন চেনা পথে বাড়াও চরণ,
অচিন পথের পথিক হ'য়ো না সুজন,
প্রমাদ গণিবে শত দুঃখ জাগিবে, সমাজ হাসিবে আপন মনে ॥

কীচক। না—না মদিরা, কীচক বিদ্রূপ সইতে শেখে নি—বীরত্বের বাতাসে তার জন্ম। সে বীরাচারী, বীরত্বে সে আত্মতৃপ্তি সাধন কর্‌তে চায়—বিদ্রূপের কার্য্য কীচক করে না।

অভিরাম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আপন ভুলে কে আপনি দেখে,
অহং জ্ঞানে যে মত্ত থাকে,
নিত্য মুখে কয় সত্য কথা কে অনিত্য অলীকে অসার গণে

কুমতি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আগুন যদি থাকে অলীক অসারে,
তবু সে তোমার ভাল বীরত্ব-আচারে,
আশার সাগরে মনের বিকারে ডুবে রও ভাল ক'রে ফুল্লপ্রাণে॥

[প্রস্থান।

কীচক। মদিরা! তোর কথাই ঠিক। [সুরাপান করিলেন।]

অভিরাম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মরণকালে রোগী ঔষধ না খায়,
শমন কেশে ধরে তবু হেসে চায়,
অগাধ জলে হায় তরী ডুবে যায়, প্রাণ বাহিরায় তবু মোহ মগনে॥

[প্রস্থান।

কীচক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি! এই শ্রেণীর সমস্ত লোক মস্ত ভ্রান্তির বশে সংসারবক্ষে পড়ে আছে সম্পূর্ণ অন্ধের মত! অলীক অসার এ সংসারে কি আছে? পর কে? সব আপনার! অলীক অসার যা, তাই সার বস্তু জগতের। অসার যদি, তবে তার স্রষ্টাও অসার! অসার বস্তু সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীর আবর্জ্জনা বাড়াবার কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং গোঁড়া ধার্ম্মিকের মূর্খ উক্তি শুনে সার বস্তুকে অসার ভেবে আমি মূর্খতার পরিচয় দিই কেন? অসারই আমার সার বস্তু—অসারই সুখৈশ্বর্য্য—অসারই আমার সার তৃপ্তিস্থল। সখারাম! মদিরার কথাই ঠিক নয়?

সখারাম। আজ্ঞে, সে কথা আমি বল্‌তে গেলে কেমন কটুকটে হয়

না—কেমন যেন ছোট মুখে বড় কথা হ'য়ে যায়! আপনার মুখে যেমন শুন্‌তে লাগে, তেমন্‌টী কি আর কারো মুখে শোনায়? মদিরা যদি ঠিক কথা না বল্‌বে, তা হ'লে জগৎ থেকে মদিরাই লুপ্ত হ'য়ে যেতো! একটা গল্প মনে পড়্‌লো একবার একটা প্যাঁচা—

কীচক। আরে থাক্, প্যাঁচার গল্প শোন্‌বার জন্য তোমায় আমি পুষি নি। দাঁড়ে ব'সে ছোলাও খাচ্ছ—পোষও মেনেছ, কিন্তু তোমার মূর্খতা গেল না।

সখারাম। আজ্ঞে আমার উর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষ মহামূর্খ ছিলেন কি না! কয়ের আঁকড়াটাও বাগিয়ে দিতে পার্‌তেন না শুনেছি। আর শুভঙ্করীর শুভ কামনাই কর্‌তেন—কখনো পাতা উল্‌টে কেউ দেখেন নি! আমি সেই বংশের বংশধর—আমি যদি বিদ্যে-ভুড়্‌ভুড়ি কি তর্ক-ভুড়্‌ভুড়ি হ'য়ে দাঁড়াই, তা হ'লে যে লোকে আমায় বেজন্মা বল্‌বে। এমন ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি আজ্ঞে যে, আমার নিম্নতন চোদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম সইটি পর্য্যন্ত কর্‌তে না পারে। আজ্ঞে বরাত খাটিয়ে যদি খেতে পাই, কি প্রয়োজন আর শ্রী কেঁদে? কি বলেন আজ্ঞে—

কীচক। বলিহারি সখারাম—বলিহারি! এই জন্যই তোমায় আমার বেশ ভাল লাগে। মূর্খ লোকগুলোকে কটু গালাগালি দিয়েও বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়; কারণ দ্বিরুক্তি না ক'রে সেগুলো বেশ সহজে পরিপাক কর্‌তে জানে।

সখারাম। আজ্ঞে বড়লোকের মুখে গালাগালিগুলো শুন্‌তেও বেশ মিষ্টি! তার ওপর শুনে শুনে এমনি দাঁড়িয়ে যায়, যে রোজ অন্ততঃ একবার ক'রেও গালাগালি না খেলে পেটের ভাতগুলো হজম হয় না! প্রাণ আইঢাই কর্‌তে থাকে—হাই ওঠে—ঘুম পায়—চোঁয়া ঢেঁকুর মারে—এই রকম সব বিকট ব্যাধির সঞ্চার করে। গালাগালি আজ্ঞে

যত পারেন দেবেন। ওটায় বেশ আনন্দ হয়—পরস্পরের ভেতর আত্মীয়তাটা বেশ ঘনীভূত হ'য়ে উঠে। প্রাণের সঙ্গে গালাগালি দিলে যেন মধুবর্ষণ কর্‌তে থাকে ; গালাগাল খেয়ে মনে হয়, যেন চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে গেল।

কীচক। যাক্, তুমি সৈরিন্ধ্রীকে দেখেছ ?

সখারাম। আজ্ঞে, দেখেছি বই কি !

কীচক। কেমন, সুন্দরী নয় ?

সখারাম। সুন্দরী বটে ; কিন্তু দাসী।

কীচক। তাকে রাজরাণী ক'রে নিতে কতক্ষণ ?

সখারাম। কিছু না আজ্ঞে, মনের জোর থাক্‌লেই হ'য়ে যাবে।

কীচক। তার কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট আপত্তি আছে।

সখারাম। আজ্ঞে আপত্তি যতটা থাকে, ততটাই ভাল।

কীচক। বল কি হে ?

সখারাম। কথার কথা—আজ্ঞে, কথার কথা।

কীচক। সৈরিন্ধ্রী আস্‌ছে—সে আমার গলায় বরমাল্য দেবে।

সখারাম। তা হ'লে আজ্ঞে আমি উলু দেবো ; কিন্তু একটা কথা আজ্ঞে—সৈরিন্ধ্রী যদি না আসে ?

কীচক। তার সে সাহস হবে না।

সখারাম। বিশ্বাস নেই আজ্ঞে ! শাস্ত্রে বলেছে—বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

কীচক। বাঃ—বাঃ সখারাম ! এই যে তুমি পণ্ডিতি কথাও বল্‌তে পার !

সখারাম। আজ্ঞে আপনার চোদ্দ পুরুষের কৃপায় আজ্ঞে, আমাদের পণ্ডিতি চালটা বরাবরই আছে ; তবে সহজে চেনা দিই না। আপনি

যা একটু আধটু বোঝেন সোঝেন ; বিস্তার যে বাণিজ্য কর্‌বো, কার সঙ্গে কর্‌বো—পাত্র কে ?

কীচক। যাক্, সৈরিন্ধ্রী সত্যসত্যই আস্‌বে না না কি ?

সখারাম। আজ্ঞে, তাও হ'তে পারে—সত্যিসত্যিই আস্‌বে না।

কীচক। না আসে, তার পরিত্রাণ নেই সখারাম!

সখারাম। কোত্থেকে পরিত্রাণ থাক্‌বে আজ্ঞে ?

কীচক। এইখানে ধ'রে এনে থামে বেঁধে পটাপট্ চাবুক—

সখারাম। আজ্ঞে প্রথমেই তো কাণমুড়ো ঘেঁসে বিরাশী সিক্কার এক বেয়াড়া চড়—

কীচক। পার্‌বে সখারাম তাকে ধ'রে নিয়ে আস্‌তে ?

সখারাম। আজ্ঞে টপ্ ক'রে যাবো আর আস্‌বো। আমারও যাওয়া দরকার কর্‌বে না আজ্ঞে! আপনার লছমন পাঁড়েজী ঢাল-তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেই সৈরিন্ধ্রী বাপ্ বাপ্ ব'লে ছুটে আস্‌বে।

কীচক। কই সে, ডাক তো—ডাক তো—

সখারাম। লছমন পাঁড়েজী! হাজীর হও—হাজীর হও—

লছমনের প্রবেশ।

লছমন। তো হারা-রা-রা-রা, কেন ডাকা করিয়েছে মহারাজজী ? কোন্ দুবলা লোক্‌কো শির লিতে হবে ? ও হাম্ জরুর পার্‌বে। আজ হামি লোক আড়াই সের আড়াই সের পাঁন্ সের ছোলা খালো—বাদাম খালো—পেস্তা খালো—ওঠ-বোস্ কর্‌লো—মুগুর ভাঁজলো, যব ঢাল-তলোয়ার পাকাড়কে এ্যাসা কর্‌কে ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং প্যাঁচ দেখ্‌লায় দেবে, তব্ সব সমজ লিতে পার্‌বে। শুনিয়ে মহারাজজী! বল্লব ঠাকুরজী আড়াই সের ছোলা খালো, হাম পাঁন্ সের ছোলা খালো—বিশ দফে

টাট্টিভি গেলো। আপ্ হুকুম দিজিয়ে, হাম ল্যাটাং-প্যাটাং প্যাঁচ দেখ্লায় দেবে। আপলোককা সাথ হাম লড়্নে সেক্তা—

কীচক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বল্লবজীর সঙ্গে শঙ্করযাত্রার উৎসবে তোমার লড়ায়ের বন্দোবস্ত কর্ছি। সখারাম! পাঁড়েজীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে দেখ, সৈরিন্ধ্রী পথ ভুলে আবার অন্য পথে না যায়।

সখারাম। আজ্ঞে, আপনার বিলাস-কক্ষের পথ কাণাতেও চেনে—গড়িয়ে গড়িয়েও ঠিক এসে পৌছবে। পাঁড়েজী! চ'লে এসো—ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে ধ'রো।

[প্রস্থান।

লছমন। আরে চলো সখা ভাই! একদফে হাম ল্যাটাং-প্যাটাং প্যাচটী দেখ্লায় দেবে— [প্রস্থান।

কীচক।
কি করিছে সুদেষ্ণা ভগিনী—
পল চ'লে যায় যুগ সম,
তবু না প্রেরিল সৈরিন্ধ্রীরে।
একি রীতি—দাসী কর্ম্মে করে অবহেলা,
কিংবা সুদেষ্ণার চিত্তবৃত্তি হইল চঞ্চল—
নিষেধিল দাসী সৈরিন্ধ্রীরে!
অবুঝ ললনা—কিছুই বোঝে না।
কহিলাম বারবার, পঞ্চ স্বামী যার—
সতী নারী নহে সেই জন,
নাহি দোষ পতিত্বে বরিলে মোরে;
তবু অলীক চিন্তার বশে
আন্দোলিত মন প্রাণ ল'য়ে—
ভাল মন্দ করিছে বিচার।

কিবা যুক্তি, কিবা তর্ক, কিবা সে বিচার !
হয় যদি অবিচার, সত্য তাহা—
তৃপ্তি তাহে—সেই তো বিচার !
আঃ, বাতাসও সাধিছে বাদ,
অবিরাম সশব্দ স্রোতের প্রভাবে
পদশব্দ তার না দেয় শুনিতে—
শোনা নাহি যায়
আসে কি না আসে মোহিনী সুন্দরী !
ওই বুঝি পদশব্দ—
ওহো—আশা পূরিল আমার !
কই—কেবা কোথা ?
প্রাচীরের গাত্রে বিড়ালের বিবাদ বিষম !
আরে আরে ঘৃণ্য পশু !
কীচকের সঙ্গে পরিহাস ?
পুনঃ যদি হেরি,
বধি তোরে ক্রোধ-জ্বালা মিটাইব মোর ?

দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

দ্রৌপদী । মতিমান্ ! শান্ত কর ক্রোধ,
আসিয়াছি করুণার দুর্গে তব
করিতে মিনতি, দুর্গতি মোচন করি
দেহ মুক্তি কিঙ্করী এ অবলায় ।

কীচক । মরি মরি মধুচক্রে যেন মধুপের গান !
প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি,—

লো সুন্দরী! মিনতি আমার—
মোরে ত্যজি ভিখারী না কর মোরে,
তব প্রেমদ্বারে আমি সতত কিঙ্কর।
আহা সুন্দরী, বুঝি ভালবাসিয়াছ মোরে—
মজিয়াছে মন প্রাণ মোরে হেরি?
নহে আসিতে না কীচকের বিলাস-ভবনে।
ফুল্লপ্রাণে প্রেম-কথা কহ সুবদনী!
অভিমানী আমি—
নহে পড়িব চরণে তব।

দ্রৌপদী। মহাশয়! প্রেম-কথা আসিনি কহিতে।
ভগ্নী তব তৃষ্ণায় কাতর!
কহিলেন মোরে—
সুধা লইবারে তব ঠাঁই,—
দেহ বারি—ল'য়ে যাই রাজরাণী পাশে।

কীচক। কোথা সুধা সুধাময়ী?
সুধা দেহ—সুধা নিও পরে।
ভগ্নী মম তৃষ্ণায় কাতর,
অলীক সে কথা—ছলে তোমা
পাঠাইল মম পুরে—অভিসারে।
চতুরা ভগিনী মম
ফেলিয়াছে ভাল মায়াজাল।
সুবদনি! দেহ কর,
আজি হ'তে আমি পতি তব।

দ্রৌপদী। ত্যজি কূট বাণী শুন হিত বাণী।

ভগ্নী তব ছলিল আমায় যদি—
রাখ মহাশয় রাখ অবলায়,
বিপদে রক্ষণ—না যাবে বিফলে!
পরকালে অনন্ত সুখের স্বর্গ
পাবে কুতূহলে।

কীচক। পরকাল? উপকথা—অলীক অযথা!
ইহকালে অনন্ত মধুর সুখ
বিরাজিত এ মহীমণ্ডলে, ত্যজি তাহা
পরকাল তরে করিব অপেক্ষা?
পরকাল বাতুলের কথা!
এসো কাছে, দেহ তব ভুজলতা—

দ্রৌপদী। রহ দূরে—আসিও না অনল সকাশে।
অনল পরশে ভস্মরাশি হইবে পলকে,
ঝলকে ঝলকে রক্তধারা
ঝরিবে ঐ পাপ মুখ হ'তে।

কীচক। ছাড় লো সুন্দরী ছাড় লো ভণিতা,
একি কথা বারনারীমুখে?

দ্রৌপদী নাহি কহ বারনারী;
রে পামর! মৃত্যু তব সুনিশ্চয় তাহে।
লুব্ধ মোহমত্ত পতঙ্গ সমান
আপনারে সমর্পিছ হোমানলমাঝে।
অনলের উত্তাপ পরশে
কিবা শাস্তি ধরে জীব,
পরিণাম তার অচিরে জানিবি।

কীচক। সাবধান! আজ্ঞাবাহী কিঙ্করী তুই—
যেমন আদেশ মম, হইবে পালিতে।
নাহি ভাব আপন ভবন তব—
কীচকের বিলাস-ভবন!
বৃথা তব আস্ফালন—নাহি পরিত্রাণ।

দ্রৌপদী। ওরে মূঢ়—ওরে বিকারী চণ্ডাল!
দুর্ব্বলের পরিত্রাতা নহেক দুর্ব্বল—
অমিতবিক্রম ভগবান পরিত্রাণকারী।

কীচক। কিঙ্করীর এত দর্প—অসহ্য বিষম!
আয় রে পাপিনী! সবলে আনিব বশে,
দেখি, পারি কিংবা হারি—

দ্রৌপদী। জাগা রে দর্পিত—
জাগা তোর বিক্রম অপার;
দন্তে দন্তে কর্ রে ঘর্ষণ,
রক্তস্রোত করুক্ বিহার
শিরায় শিরায় নিদারুণ বহ্নি সম!
পদভারে কাঁপুক্ মেদিনী,
মুখে ধর্ রাক্ষস-মূরতি,
বক্ষে ধর্ পিশাচ-প্রকৃতি,
ধর্ নখায়ুধ সবল কঠিন করি—
মম বক্ষ কর্ বিদারণ!
আমি ডাকি দেবতানিকরে,
ডাকি মোর পঞ্চ দেবতায়,
ডাকি সূর্য্য মহাতেজে,

ডাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে,
ডাকি ব্রহ্মাণ্ডে আমার,
দেখি—কত শক্তি ধর
শক্তিমান দেবের সম্মুখে ?
ওগো হিমাদ্রি-বারিধি-অটবী-উজ্জ্বলকারী •
মহাতেজা প্রখর তপন !
দেখ লজ্জা পাই—
দুর্ম্মদ বারণ করে অপমান,
কর পরিত্রাণ দুঃখিনী কন্যায় !

কীচক। কীচকের বিলাস-ভবন—
অসম্ভব পরিত্রাণ ! [দ্রৌপদীকে ধরিবার চেষ্টা ।]

সহসা গীতকণ্ঠে পঞ্চবাণহস্তে পঞ্চভূতের প্রবেশ ।

পঞ্চভূত।—

গীত।

আজি জাগিল পঞ্চ বাণ ।
তপনের তেজে দীপ্ত, তপনের সম প্রাণ ॥
প্রখর তপনে জন্ম মোদের খর শর করে করে,
অনল জ্বলিবে দ্বিগুণ তেজে পাপনাশী শরে শরে,
তাপসী কামিনী বরণীয়া পরশিলে কাম-করে—
হবে পলকে ভূলোকে হতমান ॥

[কীচক মূৰ্চ্ছিত হইলে পঞ্চভূতের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। মূর্চ্ছিত রাক্ষস এবে—
এই অবসরে পলায়ন মনে লয় বিধি।

[প্রস্থান।

কীচক। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] যেন স্বপ্ন—
যেন মগ্ন তাহে অনুক্ষণ !
যেন কোন্ অতীতের স্মৃতি—
ছিঃ-ছিঃ, দূর হও অলীক চিন্তা ;
সুরা—মোহিনী মদিরা !
আয় ওষ্ঠাধরে স্থান দিব তোরে !
কোথা যাবে সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী—
রাজা যদি রাখেন লুকায়ে,
অবিলম্বে বধিব রাজায় !
আয় সুরা—সৈরিন্ধ্রী লভিতে
তুই মম সহায়-সম্পদ !

গীতকণ্ঠে অভিশাপ ও কুমতির প্রবেশ।

গীত।

অভিশাপ।— সুরা দে ও মদিরা প্রাণনাথ খাচ্ছে খাবি,
যায় বুঝি প্রাণ হেঁচ্‌কি তুলে।
কুমতি।— সত্যি না কি—ও প্রাণনাথ সত্যি না কি,
তোমার উঠ্‌লো না কি চোখ কপালে॥
অভিশাপ।— ওই দেখ্ হাঁপ ধরেছে, দে দে দে নাকে মুখে ছিটে দে,
কুমতি।— প্রাণনাথ মুখ তুলে চাও কাজ কি মন-বিষাদে,
অভিশাপ।— চোখে মুখে ছুটছে আগুন নিভিয়ে দে নিভিয়ে দে নিভিয়ে দে,
ঠাণ্ডা হবে বুকখানা একটু খেলে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শঙ্করযাত্রা-উৎসব-সভা।

সিংহাসনে বিরাট, তৎপার্শ্বে যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট ; ভিন্ন আসনে একদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে উত্তর, ভীম, সখারাম, লছমন পাঁড়ে, ঘেঁচিরাম, অন্য দিকে সুদেষ্ণা, উর্ব্বশী ও কুমতি বসিয়াছিলেন ; বৈতালিকগণ গাহিতেছিল।

বৈতালিকগণ।—

গীত।

শুভ শঙ্করযাত্রা-মহোৎসবে উমাধবপদে প্রণতি।
উৎসব-ভবনে শুভ শিবগানে সুধীর সমীর বহতি॥
দীর্ঘ বরষ পরে সমাগত শুভদিন,:
অতুল রাতুল পদ নেহারিতে মোরা দীন,
বিল্ব অর্ঘ্যদল পুত পরিমল সঞ্চিত সর্ব্ব সংহতি॥
গীতি-সুধা নর্ত্তন উৎসব-বাদ্য,
করে আনন্দ বর্দ্ধন সজ্জনচিত্ত বিমুগ্ধ,
কীর্ত্তিক্রিয়া কিবা শিব শম্ভুসেবা সাধিল বিরাট ভূপতি॥

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। চমৎকার কুলরীতি হে মৎস্য-অধিপতি!
শঙ্করযাত্রা নামে

আজি এ ভুবনমাঝারে
মহামহোৎসব স্থজিলেন মহানন্দে
উমাধব মহেশে তুষিতে !
দেখিতে কৌতুক, দেখিতে এ মহোৎসব
আহুত বা অনাহুত
নানা দেশ হ'তে আসে বহু জন—
নরনারী দ্বিজ আদি চারি জাতি।
নৃত্য-গীত কোথা,
পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রের বিবাদ,
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় কোথা,
মল্লক্ষেত্রে মল্ল করে রণ—
অতি সুশোভন এ উৎসব-ক্ষেত্র মহারাজ !

বিরাট। কর আশীর্ব্বাদ মহাত্মন !
কুলরীতি যেন পারি রাখিবারে।
নেহার হে কঙ্ক ! অন্তঃপুরবালা
বৃহন্নলা শিখাল যেমতি !
বৃহন্নলা—কোথা বৃহন্নলা ?

উত্তরার সহিত অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অভিবাদন হে নৃপতি মহান্ !
পূজ্যপাদ কঙ্ক সদাশয় !
শুন, উত্তরা আমার শিখিল সঙ্গীত কিবা !
গাও লো উত্তরা সেই গান—
শঙ্করোৎসবে শঙ্কর-সঙ্গীত !

উত্তরা ।—

গীত ।

ত্র্যম্বক শশিশেখর ।
ধবল রজতসন্নিভ জয়তি জয় ঈশ্বর ॥
গঙ্গাধর হর ত্রিলোচন, বাঘাম্বর বৃষভবাহন,
ভব ভোলানাথ বিভূতিভূষণ হাড়মাল ফণিবিভূষণ,
ভবানী ভবেশ মহেশ মোহন অশিবনাশন দেব দিগম্বর ॥

অর্জ্জুন । শুন মহারাজ ! গাহিবে মদিরা—
আপনার পালিতা তনয়া !
মদিরা ! ঢাল তো সুন্দরী, সঙ্গীত-মদিরা !

কুমতি ।—

গীত ।

সেটা তোমার কে ?
মুখখানি যে মনোমোহিনী অঞ্চলে ঢাকে ॥
তার চাউনিটুকু মধুর বড় কি যেন কি কথা কয়,
তাতে হাসি আছে অশ্রু আছে—আছে মন্দ ভয়,
তার অন্তরেতে প্রেম-নদী বয় চেনো কি তাকে ?
সাধ ছিল তার ধর্‌বে পাখী রাখ্‌বে খাঁচার ঘরে,
পোষ মানাবে সকাল সাঁজে কতই সোহাগভরে,
তার সে সাধে বিজয় বাদী বিধির বিপাকে ॥

[প্রস্থান ।

উর্ব্বশী ।—

গীত ।

কেউ নয় কেউ নয় সে শুধু পথেরি কাঁটা ।
আঁধার ঘরে ফুটবে না তার রূপেরি ছটা ॥

উদাসপ্রাণে চেয়ে থাকি, সজল চোখের রেখা রাখি,
সে যে আকাশকোলের ওড়া পাখী বিজনে ফোটা॥
সাধে মোর কে হয় বাদী, সাধ ক'রে পায় লুটাই যদি,
মুখে রাখি নিরবধি সোহাগের ঘটা॥

অর্জ্জুন। [জনান্তিকে] একি—জননী উর্ব্বশী!
তুমি কেন সভামাঝে?
ত্যজ—ত্যজ সভাস্থল,
পরিচয়ে তব রুষ্ট হবে নৃপতিসমাজ!
স্বর্গবেশ্যা তুমি—হও স্বর্গের ভামিনী,
তবু বারবিলাসিনী! নাহি স্থান
সতীসনে একাসনে বসিবার—
সতীমাঝে করিতে বসতি
নহ যোগ্যা তুমি!

উর্ব্বশী। আর দ্রৌপদী তোমার?
মর্ত্ত্যভূমে বেশ্যা নাম ল'য়ে
কীচকের সহে অত্যাচার—
চমৎকার সুন্দর শুনিতে বুঝি তাহা?

অর্জ্জুন। অবনত দুঃখভারে মস্তক আমার—
যাও গো জননী—ত্যজ সভাস্থল!
নহে হ'লে প্রচারিত বারাঙ্গনা তুমি—
সভাস্থ সুজন ভাবিবে সকলে,
বৃহন্নলা বেশ্যার শিক্ষক!
ছিঃ-ছিঃ, দুরন্ত এ দুর্ভর জীবনে
দিও না জননী কলঙ্কের রেখা।

উর্ব্বশী। আমি যদি প্রচারি এখন—
নহ তুমি বৃহন্নলা,
ছদ্মবেশী নপুংসক তুমি—
পাণ্ডুর তনয় তৃতীয় পাণ্ডব,
কোথা রবে ছদ্মবেশ তব ?
সভামাঝে প্রতারক নামে হবে প্রচারিত !

অর্জ্জুন। ব্যর্থ তাহে তব অভিশাপ মাতা !
দিলে শাপ নপুংসক হবে বৃহন্নলা—
শাপ-জ্বালা বিদূরিত হবে তাহে।
কর সভামাঝে প্রচারিত—
আমি সেই তৃতীয় পাণ্ডব,
কর মাতা শাপ অবসান !
লভি তায় যদি প্রতারক-খ্যাতি,
শির পাতি লভিব যতনে ;
লব রাজদণ্ড ছদ্মবেশ প্রচারিত হেতু
পঞ্চভ্রাতা মোরা দ্রৌপদীর সনে
মহানন্দে পুনঃ যাবো বনে !

উর্ব্বশী। তৃতীয় পাণ্ডব ! দেহ স্থান সভামাঝে,
শিষ্যা বলি দেহ পরিচয়,—
পরাজয় মানিলাম তব ঠাঁই !

অর্জ্জুন। না—না দেবী,
নাহি স্থান সভামাঝে।
শাপ অবসানে যেও মাতা পাণ্ডব-ভবনে—
বসাইয়া রত্ন-সিংহাসনে,

সচন্দন পুষ্পদানে
ফুল্লমনে সেবিব ও চরণযুগল !
যাও দেবী—ত্যজ ত্বরা সভাগৃহ।

[উর্ব্বশীর প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। বৃহন্নলা ! কোথা গেল গায়িকা সুন্দরী ?
ত্বরাত্বরি আসিবে আবার ?

অর্জ্জুন। ছিল মানা আসিতে জননী—
ইচ্ছামত আসিল সভায়।
মোহিনী কামিনী কলাবিদ্যা সুনিপুণা—
কিন্তু জ্ঞানহীনা তবু।
কি এক বিচঞ্চল চিন্তার বশে
হারাইল তান মান লয়,
তাই তিরস্কৃত করিয়া তাহারে
পাঠাইলাম সভার বাহিরে।
অবাধ্যা শিষ্যা নাহি পায় প্রশ্রয় আমার।

সখারাম। [সহসা ঘেঁচিরাম উঠিয়া নানারূপ কসলৎ ভাঁজিতে লাগিল দেখিয়া] মহারাজ ! অধীনের একটী নিবেদন আছে। সভায় নাচ গান হবে—মল্লের লড়াই হবে শুনে ঢাল-তলোয়ারধরা একটী বাচ্ছা মল্ল লড়ায়ের জন্য মহা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। বাচ্ছা মল্লটি অবশ্যই এ চড়েই পক্কতালাভ করেছে। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়—

বিরাট। কৈ সে মল্ল ?

ঘেঁচিরাম। [তৎক্ষণাৎ পালোয়ানী চালে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] এই যে মহারাজজী—আমি—আমি—

বিরাট। তুমি—তোমার নাম কি বৎস ?

ঘেঁচিরাম ।—

গীত ।

আমি ভুঁইফোঁড় ঘেঁচিরাম ।
আমি ময়ূর চেপে ধনুক ধরি, ঘোড়ায় চেপে অসি,
জানি নাকো বাপের নাম ॥
আমি চাঁদের কণা সোনার দানা আদরের নন্দদুলাল,
আমি ছিঁচ্‌কাঁদুনে মস্ত খুনে আচ্ছা পুরু ছাল,
আমি তিলকে করি তাল, ভাত মারি থাল থাল,
আমি পাট্টা জোয়ান খাট্টা খেয়ে উল্টে কলম পিষি—
('ওরে আমার পিসি) আমি মস্ত গুণধাম ॥

আও—চল্ আও ! এস তো উত্তর কুমারজী দাদা ! তোমার সঙ্গে একহাত লড়ি ! [উত্তরকে ধাক্কা দিল] আমি মহাবীর লছমন পাঁড়েজীর চেলা—[লছমনের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল] আও—চল্ আও—

বিরাট । উত্তর ! ইচ্ছা হয় খেল্‌তে পার—

উত্তর । এসো, তবে আগেই তরবারি-খেলা—

ঘেঁচিরাম । তরবারি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, তরবারি আবার একটা অস্ত্র—তার আবার খেলা !

উত্তর । তবে গদাযুদ্ধ ?

ঘেঁচিরাম । গদা ? আরে সে তো অতি সাদা—যে খেলে সে হাঁদা—মস্ত বড় একটা গাধা !

উত্তর । তবে তীর-ধনুকের খেলা ?

ঘেঁচিরাম । তা হ'লেই তো ধনুষ্টঙ্কার—একেবারে লঙ্কাকাণ্ড—সব ছারখার—

উত্তর । তবে কি ধূলো-মাটী মেখে ফোঁস-ফোঁস ক'রে কুস্তী করবে ?

ঘেঁচিরাম। কুস্তী? কুস্তী যে করে, সে মহামূর্খ হস্তী। কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি—

উত্তর। তবে তোমার মত মল্ল এমনি ক'রে কানমলা খেয়ে ঘরে গিয়ে পালোয়ানী চালের স্বপ্ন দেখুক্—[কান মলিয়া দিল।]

ঘেঁচিরাম। ওরে বড় পিসী রে—আমি যে কানে অন্ধকার দেখ্‌ছি রে! ওরে বড় পিসী রে—আমি দুধু খাবো রে—আমায় একটা ঝুমঝুমি কিনে দে না রে—ওরে বড় পিসী রে—

[প্রস্থান।

লছমন। মহারাজজী! হামার ছাত্তরকো কান পাকাড়লো তো হামারভি দুঃখু হ'লো! দুঃখুটী হোলে হাম আপনা গর্দ্দান আপনি লে লিই—

ভীম। পালোয়নজী! তোমার ঢাল-তলোয়ার নিয়ে একটু তফাতে গিয়ে আপনার গর্দ্দান আপনি কাটোগে। তোমার তলোয়ারের মরচে-গুলো ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে আমার গায়ে ঝ'রে পড়্‌ছে।

লছমন। পড়্‌লো তো ক্যা হ'লো? এ্যাসা বাৎ মাৎ বোলো। হাম কুস্তীগীর মহাবীর লছমন পাঁড়ে, হামকো পছন্তা নেই? যব ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং পেঁচটী দেখ্‌লায় দেবে, তব সামাল সামাল বাৎ বোল্‌তে হোবে—

ভীম। আর প্যাঁচ দেখিয়ে কাজ নেই পালোয়ানজী, তোমার শ্রীমুখের বাহার দেখেই সন্তুষ্ট আছি।

লছমন। মু সামালকে বাৎ বোলো বল্লবজী! তোম ভি পালোয়ান হ্যায়, হাম ভি পালোয়ান হ্যায়; তোম ভি ছোলা খাতা হ্যায়, হাম ভি ছোলা খাতা হ্যায়। ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং পেঁচটি দেখ্‌লায় দেবে তো একদম—

ভীম। কৈ, দেখাও তো পালোয়ানজী তোমার ল্যাটাং-প্যাটাং প্যাঁচ—আমি একবার দেখি—[ঘাড় ধরিলেন]

লছমন। আরে এ ক্যা? আগাড়ী ঢাল-তলোয়ার পাকাড়্‌নে দেও

—যুদ্ধ্ করনেকো ফুরসুৎ দেও! হামকো পাছাস্তা নেই? হামারা ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং—

ভীম। আবার—

লছমন। আরে এ ক্যা—লড়াই করনেকো ফুরসুৎ নেই দেগা? তব পেঁচটি হাম ক্যায়সে দেখলায়গা? হামারা ইয়ে ল্যাটাং—

ভীম। তোমার প্যাঁচ নিয়ে তুমি নরকে যাও—[ধাক্কা দিলেন।]

লছমন। ইয়ে ল্যাটাং-প্যাটাং—

[ভীম ভীতি প্রদর্শন করিলে সভয়ে লছমনের প্রস্থান।

ভীম। মহারাজের এ পবিত্র মহোৎসবে এই মল্ল হাস্যরসের সৃষ্টি ক'রে বেশ আনন্দবর্দ্ধন করেছে।

বিরাট। এ মহোৎসবে কীচক যোগদান করে নি? কীচক কোথা? উত্তর! তোমার মাতুলকে সংবাদ দাও, আমি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। [উত্তরের প্রস্থান] সখারাম! তোমার বন্ধুবর কোথা—তুমি একা যে?

সখারাম। আজ্ঞে, তিনি বোধ হয় হাতী বাঘ সিংহ এদের লড়াই-টড়াই দেখছেন। আমি আসবার সময় দেখলুম যেন আজ্ঞে উদ্যানেও একটু ব্যস্ত ছিলেন। বোধ হয় আজ্ঞে, সেখান থেকে বেরিয়ে মল্ল-ক্ষেত্রটা একবার আজ্ঞে বেড়িয়ে আসতে গেছেন। তিনি আসবেন বোধ হয় আজ্ঞে—কারণ আমার বোধ হয় যেন একবার বলেছিলেন—আমি উৎসব-সভায় যাবো; কিন্তু বোধ হয় একটু বিলম্ব হবে আজ্ঞে! তিনি একটু ইহকাল নিয়ে বোধ হয় একটু ব্যস্ত আছেন আজ্ঞে! আজ্ঞে তিনি মহাপুরুষ, যেমন বাহুবলও অগাধ, তেমনি মনের জোরও অগাধ। লেখা-পড়ায় আজ্ঞে একেবারে কেটে জোড়া দেন, বুদ্ধিতে আজ্ঞে বৃহস্পতির সমকক্ষ। এমন কাজ নেই আজ্ঞে, যা তিনি আজ্ঞে না পারেন—না জানেন। জুতো সেলাই থেকে আজ্ঞে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত একেবারে মুখস্থ

আজ্ঞে! ভোজন করতে, গাজন গাইতে, কাদামাটী করতে, সত্যি কথা বলতে, মিথ্যে কথা বলতে, কচুকাটা করতে বন্ধুবর আমার একেবারে ব্রহ্মা বলুন, বিষ্ণু বলুন, মহেশ্বর বলুন, বেদব্যাস বলুন, বিশ্বামিত্র বলুন, সবাইকে হার মানিয়েছে। তিনি আজ্ঞে ঝালে ঝোলে অম্বলে, এমন কি আজ্ঞে টকেতেও আছেন। মোটের মাথায় তিনি আজ্ঞে বোধ হয় এক কথায় গোল আলু—আজ্ঞে অনুমতি হয় তো একবার এগিয়ে দেখি আজ্ঞে—

বিরাট। ব'লে আসবে কীচককে, উৎসব-সভায় তাকে প্রয়োজন। তারপর মল্লক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে সাধু কঙ্কের সহিত আমায় অক্ষক্রীড়ায় যোগদান করতে হবে।

সখারাম। যে আজ্ঞে—

বিরাট। বল্লব! তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে যে, তুমি শুধু আমার সূপকার নও—মহাবলী মল্ল তুমি! আজ শঙ্করোৎসবে আমি তোমার মল্লক্রীড়া দর্শন ক'রে তৃপ্তিলাভ করতে চাই; আশা করি, আমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে না।

ভীম। মহারাজের অভিরুচি! আশ্রিত বল্লব চিরদিন অবনতমস্তকে রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন করে।

বেগে উৎপীড়িতা দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। মহারাজ! মহারাজ!
মহোৎসবে আছ কি জাগিয়া?
কই রাজা—কোথা রাণী—
কোথা ভয়ত্রাতা ভগবান!
রাখ প্রাণ—মরে নারী নারকী-প্রহারে।

এলো—এলো ধেয়ে এলো সংহার-মূরতি,
হে নৃপতি ! মিনতি চরণে,
রাখ অধিনীরে—রাখ মম মান !
হে কঙ্ক সদাশয় ! ধরি পায়—
করহ উপায় রক্ষা হেতু মম ।

বিরাট। ভয় নাই—ভয় নাই মাতা !
তুমি আজি আশ্রিত আমার ।

বেত্রহস্তে কীচকের প্রবেশ ।

কীচক। কই—কোথা সে সৈরিন্ধ্রী ?
আরে আরে বারবিলাসিনী !
পরিত্রাণ চাহ লভিবারে
বিরাটের সিংহাসনতলে লভিয়া আশ্রয় ?
বিরাটের ও করুণা-দুর্গে
নাহিক আশ্রয় তব !
আরে একি ! পুনঃ হেরি—
কঙ্কপদতলে পদযুগ ধরি বসিল সৈরিন্ধ্রী !
আরে কঙ্ক ! মতিভ্রম একি তব—
একি ঘৃণ্য হীন আচরণ ?
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী যদি,
কোথা ব্রহ্মচর্য্য তোর ?
বিলাসের দাস তুই—
তাই বারবিলাসিনী জনে দিয়ে পদাশ্রয়,
সংগোপনে কর প্রাণ-বিনিময় !

শোন্ নীচাশয়! সাধু সদাশয়
নাহি ধরে এ নীতি কথনো।

যুধিষ্ঠির। কীচক! ধীমান বিচক্ষণ তুমি—
বিরাটের সৈন্যের চালক;
হেন কটুভাষা তোমারে না সাজে!

কীচক। কহ বিরাট নৃপতি!
বলবার আছে কিছু তব?

ভীম। [স্বগত] ওঃ—অসহ্য এই কটু বাণী!
দ্রৌপদীর এ লাঞ্ছনা সহিব কেমনে?
নাহি জানি, কেন ধৈর্য্য
কোথা হ'তে মোরে করিবে আশ্রয়!

যুধিষ্ঠির। বল্লব স্বজন! ত্যজ সভাগৃহ—
যুক্তি-তর্ক বহু এর আছে প্রয়োজন!

[ভীমের প্রস্থান।

সুদেষ্ণা শুন বৃহন্নলা! কহ মহারাজে—
সৈরিন্ধ্রী অসতী যদি,
আজ্ঞা দিন কীচকেরে,
শত বেত্রাঘাতে
পুরী হ'তে বিতাড়িত করিবারে।
কলঙ্কিনী বারাবিলাসিনী যেবা,
নাহি স্থান অন্তঃপুরে তার।
বারাঙ্গনারূপে মুগ্ধ করি কীচকের মন,
এবে সতী-আচরণ চাহে সাধিবারে—
ভাল ছলা শিখিল পাপিনী!

সৈরিন্ধ্রী যদ্যপি সতী,
কেন পঞ্চ স্বামী তার ?
অসতী—অসতী সৈরিন্ধ্রী নিশ্চয় ;
বার বার কর বেত্রাঘাত,
দূর কর কুলটায় !
নাহি দোষ কীচকের—
বারাঙ্গনা সনে
যথোচিৎ করিয়াছে আচরণ।
হ'তো যদি সতী সাবিত্রী সমানা,
হ'তো যদি পুরনারী কোনো,
কীচকে শাসিতে
নিজ হস্তে ধরিতাম শাণিত কৃপাণ !
দিলে দুঃখ প্রজাগণে,
কামিনী হরিলে তার,
মম রাজ্যে নিস্তার কাহারো নাই—
কীচক তো ছার ! কহ নৃপতিরে,
অসতীরে দিতে শাস্তি ;
সতী হন যদি সৈরিন্ধ্রী কামিনী,
প্রমাণ-সাপেক্ষ তাহা—
পরীক্ষার ত্বরা প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। [জনান্তিকে] বৃহন্নলা !
শান্ত কর জননী রাজ্ঞীরে !

[বৃহন্নলার প্রস্থান।

নিরুত্তর কেন মহারাজ ?
দেহ মুক্তি আশ্রিতে তোমার—
সৈরিন্ধ্রীরে আছে প্রয়োজন।
নীরব তথাপি ? চাহি উত্তর ত্বরায়,
উপস্থ ভুজঙ্গ ল'য়ে নাহি খেল রাজা !
সবলে ত্বরিতে সিংহাসন হ'তে
নামাইয়া তোমা ফেলি দূরে,
ভিক্ষাপাত্র দিয়া করে
পারি বিতাড়িত করিতে এখনি !

বিরাট। কর—তাই কর !
রাজ্যধন রাজ-সিংহাসন করিয়া হরণ,
অনন্ত অসার সুখ তুলে ল'য়ে করে,
ইচ্ছামত ঘরে ঘরে জ্বালিয়া আগুন,
সতীর সিন্দুররেখা মুছে নিজ করে,
পরদারে করিয়া গমন,
থিয়া-থিয়া তাণ্ডব-নর্ত্তনে
মৎস্যদেশ দিয়া রসাতলে,
বাহুবলে কাড়ি ল'য়ে সব
ভীম অস্ত্রাঘাতে অযোগ্য রাজার
দুর্ব্বল বক্ষ করিয়া বিদীর্ণ,
মুক্ত কর—মুক্ত কর পাতকী শাসকে ;
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও ইচ্ছামত
দিনু বক্ষ পাতি সম্মুখে তোমার !
তবু প্রতিজ্ঞা আমার—

দেহে রবে প্রাণ যতক্ষণ,
আশ্রিতে আমার না ত্যজিব কভু ;
আমার অস্তিত্ব সনে
সতীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে স্থির !

কীচক । দেখি—কেবা রক্ষে তোমা !
কুলটায় দিয়ে পদাশ্রয়, দেখি—
লম্পট কঙ্ক কেমনে পাইবে নিস্তার !
পাপিনী সৈরিন্ধ্রী ! ধর্ মম এই পদাঘাত ।

[দ্রৌপদীকে পদাঘাত]

দ্রৌপদী । ওহো—ভগবান !

কীচক । পুনঃ কহি শুন বারাঙ্গনা !
উঠে এসো কঙ্কপদ ছাড়ি,
ধর মম কর,
চল ত্বরা প্রমোদ-উদ্যানে মম,—
নহে পদাঘাতে বেত্রাঘাতে
ইচ্ছামত বধিব তোমারে !

দ্রৌপদী । দেহ যুক্তি মহারাজ !
ওহে কঙ্ক সদাশয় ! করহ উপায়—
এ বিপদে কর ত্রাণ !

যুধিষ্ঠির । [জনান্তিকে] মুছ আঁখিজল সতী !
স্মর পঞ্চ পতি তব—
একমনে ডাক ভগবানে ;
পীতবাস বিনা কোথা গতি পাণ্ডবের ?
বিনা রাধিকারঞ্জন লজ্জানিবারণ

কে রাখিত মান,
যবে সভামাঝে দুঃশাসন ধরিল বসন ?
বিনা জনার্দ্দন কে রাখিত
পাণ্ডুসুতগণে দুর্ব্বাসা-পারণে ?
সখা কৃষ্ণধনে কর ধ্যান,
কাঁদিয়া জানাও হৃদয়-বেদনা—
শান্তি পাবে,
মনস্তাপ শ্রীমাধব করিবেন দূর।

কীচক। আরে বৃত্তিভোগী নীচমতি কঙ্ক !
দূরে রহ সৈরিন্ধ্রী হইতে।

দ্রৌপদী। দূরে তুমি রহ সৈরিন্ধ্রী হইতে !
হীনদৃষ্টি লম্পটের শিরোমণি তুমি—
লোকাচার রীতি-নীতি ভুলি,
কর্ত্তব্য আপন দিয়ে বিসর্জ্জন,
মহামান্য নৃপতি ব্রাহ্মণে
কহিতে কটূক্তি
নাহি লজ্জা, নাহি বাধা যার—
কোথা তার বিচার-পদ্ধতি ?
নীচমতি হেন জন ঘৃণ্য সবাকার—
জঘন্য আচারে তার সতত ধিক্কার !

বিরাট। জাগো—জাগো মাগো সুপ্ত শক্তি-উৎকর,
অরাতি দলিতে ইচ্ছামত ধর মূর্ত্তি তব !
সাজ নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গাশূল ধরি,
হাস অট্টহাসি অমানিশা সৃজিয়া পলকে,

প্লাবনরূপিণী সাজ—সাজ সংহারিণী,
প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে তুলিয়া তরঙ্গ
অবিচার অত্যাচার সহ—
কদাচারী পুরুষ-পুঙ্গবে
অনন্ত বিপ্লবে দাও ভাসাইয়া !
সাজ উল্কা, প্রলয়-ঝটিকা,
সাজ বন্যা দিগন্ত প্রসারি,
সাজ বজ্র সরোষে হুঙ্কারি,
সাজ হলাহল অমোঘ সঞ্চারী,
সাজ রাক্ষসী, সাজ দুর্ভিক্ষ—
বিকট বদন তব করিয়া ব্যাদান
সুবিধান কর অরাতি দলিতে !
ভয় নাই—ভয় নাই জননী আমার !
যায় যদি সম্পদ-গরিমা মম,
যায় যদি রাজত্ব আমার,
মর্য্যাদা তোমার অক্ষুণ্ণ রহিবে মাতা—
যতক্ষণ মৎস্যদেশে রহিবে বিরাট।

কীচক। এ দর্পের লব প্রতিশোধ !
দেখাইব তোমারে রাজন্—
তব রাজ্যে আমার অধীন তুমি,
অনুক্ষণ মম হস্ত-পুত্তলিকা !
ফিরাবো যেদিকে, তেমতি চালিত তুমি
রহ ক্ষণকাল—বুঝাইব পরাক্রম মম,
চূর্ণ করি দর্প কিঙ্করীর !

শোনো সৈরিন্ধ্রী কামিনী!
মোরে কর সমর্পণ দেহ মন তব।
নাহি শক্তি নৃপতি রাজ্ঞীর অথবা কঙ্কের,
দৃষ্টিবদ্ধ শিকারে আমার
করিতে উদ্ধার! এসো ত্বরা—
নাহি হেথা রক্ষাকর্ত্তা তব!

দ্রৌপদী। চাহি না রক্ষক—
আপনারে আপনি রক্ষিব!
নারী কি অসার এত?
নাহি শক্তি নাহি তেজ—
ভর দিয়া পদযুগে তার,
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
দাঁড়াইয়া পাপ কটাক্ষ সম্মুখে
পলকে দলিতে তাহা?
এসো কামুক লম্পট!
আমি মলিনবসনা সৈরিন্ধ্রী কামিনী—
দেবশক্তি ভিক্ষা ল'য়ে,
মহাবিষ্ণু হ'তে সূর্য্যতেজে
সর্ব্বাঙ্গ আবরি মোর, কহি তোরে—
কাছে আয়—কাছে আয়!
সুভীষণা সিংহিনী সমানা
রুধিরলোলুপা আমি—কাছে আয়—
ধ্বংস কর্ মর্য্যাদা আমার!

কীচক। একি হেরি সৈরিন্ধ্রী-অপাঙ্গে!

হেরি যেন চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
কৃপাণধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী,
ভক্তহৃদি-বিলাসিনী বরাভয়করা,
জ্বলে আঁখিতারা,
রক্ত-আঁখি ভক্ত-মনোহরা,
থিয়া-থিয়া নাচে হররমা !
ভিন্ন মূর্ত্তি পুনঃ—তেজ-রশ্মিমাঝে
দিব্য মূর্ত্তি প্রকাশে বদন চারু,
মৃদু হাসি ধরিয়া অধরে,
ধরি বঙ্কিম চাহনি
বাজাইয়ে বাঁশী কেবা কালশশী,
শিখিপাখা ধরে শিরে,
শ্রীপদে নূপুরধ্বনি,
পায় পায় ভ্রমরগুঞ্জন, খঞ্জন নয়ন—
কেবা দেখি অতি মনোলোভা ?
কভু পুরুষ সাজিল,—
কভু সাজে প্রকৃতি মোহিনী,
কেহ সমররঙ্গিনী—কেহ বা শান্ত প্রধান—
ক্ষণে যায় ক্ষণে আসে !
ওই—ওই রুদ্ধ হ'লো কালের গমন,
স্তব্ধ—স্তব্ধ সমুদায়—
বিশ্ব যায় বিষের তরঙ্গে,
লীন হ'লো প্রকৃতি পুরুষ—
একাকার—সব একাকার !

না—না, একি বিড়ম্বনা!
কোথা আমি—কারে দেখি পুরুষ প্রকৃতি?
সৈরিন্ধ্রী যুবতী অসতী কামিনী—
অসতীরে কেবা করে ভয়?
কিঙ্করী সে তায়—
ভাগ্য তার, ঈশ্বরী সাজাবো তারে!
রাখ দম্ভ বারবিলাসিনী!
চল মম প্রমোদ-উদ্যানে,
নহে ইচ্ছামত অসতী কামিনী
পুরী হ'তে করিব বিদায়!

গীতকণ্ঠে মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধুমঙ্গল।—

গীত।

অসতী নয় অসতী নয়, সতী সতী সতী, ত্রিলোকে শ্রীপতি কয়।
অমরে অমর দেবতানিকর গাহিবে কণ্ঠে সতীর জয়॥

গীতকণ্ঠে পঞ্চভূতের প্রবেশ।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পঞ্চভূত।— সতীর মরমে বিঁধিলে বাণ,
মোরা করি তারে পান খান,
মধুমঙ্গল।—ও যে মহাতেজা মহা পঞ্চবাণ,
পঞ্চভূত।— সতী-অপমানে সতীর নয়নে অশিববহ্নি-প্রবাহ বয়॥

[পঞ্চভূত বেষ্টনী-আকারে কীচককে আক্রমণ করিলে কীচক অচেতন হইলেন ও মধুমঙ্গল সহ পঞ্চভূত অদৃশ্য হইলেন।]

দ্রৌপদী । হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখ্ মূঢ়—
দেখ্ কিবা তোর পরিণাম !
তিন লোকে ডরে গন্ধর্ব্ব পতিরে মম—
নাহি ডর তুমি ?
সতীতেজ না পার সহিতে—
আকাঙ্ক্ষা সতীর সতীত্ব হরিতে ?
হয় নাই শেষ প্রতিফল—
দেখ, আরো কত বাকী !

[প্রস্থান ।

বিরাট । কঙ্ক সদাশয় ! অদ্ভুত দেবের লীলা !
সতীর আরক্ত নয়ন নেহারি
বিশাল দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জন কীচক
অবহেলে পড়িল ভূতলে হ'য়ে মৃতপ্রায় !
আশ্চর্য্য রমণী—অত্যদ্ভুত শক্তিময়ী !
হেন কুটবুদ্ধি শক্তিমানে
পলকে করিল জয় !
এসো হে বান্ধব—এসো সাথে
সৈরিন্ধ্রীরে আশ্বস্ত করিতে ।

[বিরাট ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান ।

কীচক । [সুপ্তোত্থিতের ন্যায়]
ওহো—পুড়াইল সর্ব্বাঙ্গ আমার,
হৃদ্‌পিণ্ড শুখাইয়া গেল !
মহাভারে ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক আমার—
তাহে বৃশ্চিকদংশন !

উঃ, কে আছ দ্বারে—আন বারি,
দেহ বারি মস্তকে আমার !
ওহো—শূন্যময় হেরি চারিধার !
ক্ষণিকে বিদ্যুৎ জ্বলে ক্ষণে অন্ধকার,
ক্ষণে মেঘের গর্জ্জন, বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি !
ওহো—মস্তক তুলিতে নারি,
কেহ ফিরে নাই ? সব মরিয়াছে ?
ও রে প্রহারিছে নারী মোরে,
বধে মোর প্রাণ,
পুড়াইয়া দেয় সর্ব্বাঙ্গ আমার !
তৃষ্ণায় কাতর আমি ; জল কোথা ?
মদিরা—মদিরা ! দিয়ে যা মদিরা—
যায় প্রাণ মদিরা বিহনে—

গীতকণ্ঠে অভিশাপ ও কুমতির প্রবেশ ।

গীত ।

অভিশাপ ।—সরল প্রাণে দাগা পেয়েছে, আন মদিরা শান্তি-বারি ।
কুমতি ।— আমি সরল বড় ভালবাসি সরলপ্রাণা কোমল নারী ॥
এই দিই ঢেলে মদিরা মনপ্রাণহরা,
অভিশাপ ।—আমি চ'খে দেখে চোখ জুড়াবো ঢেলে দে মদিরা,
কুমতি ।— প্রাণনাথ নাও সুধা-বারি,
অভিশাপ ।—ও যে গরলনাশী তরল সুধা ধরে গুণ ভারি,
উভয়ে ।— নিদান দেখে বিধান দেওয়া যে চায় সে পায় সুধার ঝারি ॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রন্ধনশালা।

ভীম।

ভীম। ধিক্—শত ধিক্ বীরত্বে আমার!
ধিক্ ধৈর্য্য—ধিক্ গরিমা অপার!
ধিক্ আত্ম-আস্ফালন—
শতধিক নিষ্ঠাবান কঙ্কের বিপুল ধর্ম্মনিষ্ঠা!
ছদ্মবেশ হেন কিবা মূল্যবান,
পদাঘাত হেন সহি যদি-পদে পদে!
নীরব গাম্ভীর্য্য ল'য়ে নীরবে পুড়িয়া মরি,
তপাচারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে তার?
বধিলে কীচকে
হৃদয়-অনল-জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়!
কোথা পাই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে—
পদাঘাতে মিটাইব পদাঘাত-জ্বালা!
হেন প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা মিটিবে কি মোর?
দাউ-দাউ জ্বলে হুতাশন—
সভামাঝে কূট ভাষে নিন্দি ধর্ম্মরাজে,
বারবিলাসিনী বলি
দ্রৌপদীরে নিন্দিল পামর।
পড়ে মনে পাতকীর ঘূর্ণিত নয়ন;
নখায়ুধে উপাড়িয়া তাহা,

মাথাইয়ে রক্তধারা
ধ'রে দিব শৃগাল-কুক্কুরমুখে!
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী—
কেশে ধরি প্রহারিল তারে!
নরাধম মৎস্য-সেনাপতি!
কুক্ষণে ভুজঙ্গশিরে দিছিস্ প্রহার—
শয্যা ছাড়ি সে ভুজঙ্গ সতত সুযোগ খুঁজে!
নিদ্রা নাহি চ'খে—ভাবি মনে
কতক্ষণে অরিবক্ষে দিব পদাঘাত!

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। স্থপকার! স্থপকার! বল্লব ব্রাহ্মণ!
এই যে বিনিদ্রনেত্রে যাপিছ রজনী—
শয্যাশ্রয় করনি গ্রহণ?

ভীম। আঁখি হ'তে নিদ্রাদেবী বিসর্জ্জিতা মোর,
শয্যায় কণ্টক ফুটে—
তাই আছি দাঁড়াইয়া,
চাহিয়া গবাক্ষপথে হেরি প্রকৃতির গতি!
কভু অন্ধকার আলোড়ন,
কভু ঝিল্লিরব, কভু সমীর-নর্ত্তন,
কভু পেচকগর্জ্জন; নিশীথের হেন গতি
নিরীক্ষণ নাহি করে কেহ।
দেহ দেয় শয্যায় ঢালিয়া—
প্রকৃতি বহিয়া যায় কালের গতিতে।

দ্রৌপদী। মোহ-নিদ্রা কাটেনি তোমার?

ভীম। জান মন্ত্র, আছে শক্তি জাগাইতে মোরে—
যাহে শিরায় শিরায়
উষ্ণ রক্তস্রোত নাচিবে খেলিবে,
যাহে মৎস্যরাজ্যে
কীচকের চিহ্ন না রহিবে,
যাহে হৃদয়ের জ্বালা করি নির্ব্বাপিত
নিশ্চিন্ত অন্তরে নিদ্রা যাবো সুখে?

দ্রৌপদী। কষ্টসহত্বে মহৎ তুমি নারী হ'তে!
রাজ্যরক্ষা তরে ধরি ছদ্মবেশ
বিজনে বসিয়া তাই প্রতিজ্ঞা পূরালে!
শেষ বর্ষ পরে মিলে যদি রাজ্যধন,
তার তরে যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসন করিল গ্রহণ,
সূপকার তুমি, সব্যসাচী বৃহন্নলা,
নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্ত্রীপাল।
ভার্য্যা যদি যায়, রাজ্য পেলে রহিবে সকল;
তাই সভামাঝে নারীর পীড়ন দেখ,
তাই কুলটা আমার নাম—
তাই কেশে ধরি কীচক প্রহারে পায়।
হেন মোহ-মধু কবে বা ভাঙ্গিবে?
পলে পলে যুগ ব'য়ে যায়—
দুর্জ্জন কীচক জীবিত এখনো!
ভীম স্বামী যার, অপমান করি তার
সেই কীচক পরাণ না হারায় তার!

ছার প্রতিজ্ঞা তোমার !
মুক্ত বেণী দ্রৌপদীর করিও বন্ধন—
গঙ্গাজলে দেহ মোর দিলে বিসর্জ্জন ;
ভাঙ্গি উরু দুর্য্যোধনে করিও নিধন,
দুঃশাসনে বধি এনো বক্ষরক্ত তার,
কীচকে সংহার করি
পূর্ণ ক'রো প্রতিজ্ঞা তোমার,
দ্রৌপদীর অস্তিত্ব-বিলোপে !
এবে নহে—নিদ্রায় আকুল তুমি,
নিদ্রাঘোর কাটুক্ তোমার !

ভীম ! জেগেছে—জেগেছে পাঞ্চালী বল্লব সূপকার !
ভূমিকম্পে আলোড়িত জলধির প্রায়
হৃদয়মাঝে তরঙ্গভঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে
ক্রোধরক্ত উঠিছে উথলি,
মোহ-তমস্বিনী বিদূরিত আঁখিপদ্ম হ'তে !
অস্থি মেধ মজ্জা বিবেক মস্তিষ্ক
স্মৃতি বুদ্ধি শক্তি সাধনা বিপুল
স্তরে স্তরে উঠিল ফুটিয়া—
বল্লব দাঁড়াবে আজ ভীম কলেবরে !
অন্তর্দ্বন্দ্বে হৃদিতন্ত্রী কাঁপিছে এখনো,
বেদনার উষ্ণ বাষ্পরাশি
পুঞ্জে পুঞ্জে হৃদিমাঝে করিছে আঘাত—
ভীষণ জীবন্ত নির্য্যাতন-চিত্র
জাগিছে সম্মুখে আমার !

শুন লো পাঞ্চালি ! করিলাম পণ—
কীচকের বধিব পরাণ !
ধর্ম্মরাজ অনুমতি আশে
শৃগালের সম না রব পড়িয়া !
হয় যদি অনন্ত নরক তায়—
সেও ভাল, নরকে ডুবিব প্রতিশোধ ল'য়ে !

দ্রৌপদী। এসো বৃকোদর ! তুমি আমি একযোগে
স্থযোগের করি অন্বেষণ—
আমি তায় শক্তি হবো তব !
ধরি মূর্ত্তি শক্তিস্বরূপিনী,
নরমালাবিভূষণা কপালিনী সমা,
করালবদনী দনুজদলনী-বেশে
পশিয়া সমরভূমে
যেই ভাবে নাচিল চামুণ্ডা,
সেই মত আমিও নাচিব।
হুঙ্কারিয়া ভৈরব গর্জ্জনে,
করে ধরি ভীম প্রহরণ,
ডাকিনী শঙ্খিনীসহ অবিশ্রান্ত
তাণ্ডব নর্ত্তনে সংহারিব অরাতিনিকর—
গাত্রদাহ মিটাইব মোর !

ভীম। সাজ দেবী সংহারিনী-বেশে—
সংহারে সংসার নাশ অন্তথা কি তায় ?
ভয়াবহ নরকের
প্রচণ্ড অনলরাশি জ্বালিয়া চৌদিকে,

ডাকিনী শঙ্খিনী ল'য়ে
অট্টহাসি হাসি কাঁপাও মেদিনী,
বিস্তারিয়া লোল জিহ্বা,
উন্মিলীত করি আঁখি ভয়ঙ্কর,
রক্তপান-আশে ছুটে চল উল্লাস-অন্তরে !
শিবা সারমেয় নাচুক্ চৌদিকে—
গৃধিনী শকুনি তৃপ্ত হোক্ রক্তধারা পানে।
শুন রাজরাণি !
নিশীথে নিভৃতে বধি কীচক দুর্জ্জনে
মনোসাধ মিটাবো তোমার !
নহে বহুদিন আর—
ছদ্মবেশ উন্মুক্ত হইলে
এই হাতে বেঁধে দিব বেণী—
গদাঘাতে চূর্ণ করি দুর্য্যোধন-উরু
শির-রক্ত তার দেখাইব পদে !
অনেক সহেছ—ধর ধৈর্য্য ক্ষণকাল ;
আজি হয় নিশা অবসান—
কালিকার গভীর নিশীথে
পার তারে নিভৃতে আনিতে ?

দ্রৌপদী। পারি—যুক্তি করি বৃহন্নলা সনে
নাট্যশালে ল'য়ে যাবো গভীর নিশীথে !

ভীম। সুযোগ দিলেন বিধি,
বিলম্ব না কর সতী !
প্রেম-কথা ক'য়ে কহিও কীচকে—

নাট্যশালে তোমা সনে হইবে মিলন,
বধিব সেথায় দুর্জ্জন দুর্ম্মুখে।
শুন সতী! সাবধানে কর আয়োজন;
নর্ত্তক বৃহন্নলায় কহিও বুঝায়ে—
যুধিষ্ঠির হ'তে রাখিও গোপনে।
বিনা অনুমতি তাঁর
এ কার্য্য সাধিতে হবে;
কার্য্যশেষে বুঝেন যদ্যপি ধর্ম্মরাজ
বৃকোদর বধিল কীচকে,
খেদ নাহি তায়—
তিরস্কার লব শির পাতি!
বিরাট হইতে রাজ্যবাসীপাশে
করিও প্রচার তুমি—
তব অপমানে, গন্ধর্ব্বচালনে
গন্ধর্ব্ব বধিল দুর্ম্মতি কীচকে!
যাও দেবী—সময় সুযোগে দিয়ে সমাচার
জাগাও বৃহন্নলায়,
সুকৌশল চিন্তা করি স্তব্ধ যামিনীতে।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। আশা হয়—
মন-আশা মনোময় করিবে পূরণ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

নাগরিকগণ ও নাগরিকাগণ।

গীত।

স্ত্রীগণ।— এবার আর দিন কাটানো ভার।

পুরুষগণ।— বাঘের মত থাবা এঁটে

বেরিয়েছে এক মস্ত জানোয়ার॥

স্ত্রীগণ।— তার হালুম-হুলুম ডাকটি ভীষণ বেজায় রকম হাঁ,

তার দাপাদাপি তার লাফালাফি আজ কাঁপিয়ে তুল্‌ছে গাঁ,

পুরুষগণ।— ডুক্‌রে ওঠে ককিয়ে থাকে কোলের কচি ছা—

ওঠে চোখ কপালে তার॥

ঘরের বউ-ঝিগুলো ভয়েই ম'লো মুখে নাইক' রা,

স্ত্রীগণ।— সাঁজ-সকালে পুকুরঘাটে চলে নাক' পা—

ওগো চলে নাক' পা,

ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে থাক্‌তে পারি না—

দেশের পায়ে নমস্কার॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিরাটের-বিশ্রাম কক্ষ।

বিরাট ও সুদেষ্ণা।

বিরাট। হ্যাঁ, আজই—এখনি—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি এর পূর্ণ নিষ্পত্তি করতে চাই।

সুদেষ্ণা। এত আকুল হ'লে চল্‌বে না মহারাজ! কীচকের ঔদ্ধত্য দমন কর; তাতেও না হয়, তাকে পদচ্যুত কর—কারারুদ্ধ কর!

বিরাট। তাও পার্‌তুম্; কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার দুর্ব্বলতা আমার সে ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয়। তার ঔদ্ধত্যকে তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ; বারাঙ্গনা বোধে তুমিই কীচককে সৈরিন্ধ্রীর মর্য্যাদা অপহরণে অনুমতি দিয়েছিলে।

সুদেষ্ণা। সৈরিন্ধ্রী যে গন্ধর্ব্বপত্নী, সভাস্থলে তারও তো প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে; এখন কীচক যদি সৈরিন্ধ্রীলাভে অগ্রসর হয়, তা হ'লে তার সম্পূর্ণ বিপদ।

বিরাট। কীচক তথাপি এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।

সুদেষ্ণা। মত্ততার বশীভূত হ'য়ে সে অনেক কথাই বলে; সবই তার সত্য নয়।

বিরাট। সচিব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কীচক বীরত্ব প্রকাশ ক'রে বলেছে, সেই এ রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর—বিরাট তার হস্তের যন্ত্র-পুত্তলিকা। বিষপ্রয়োগে হোক্, কৌশলে হোক্, সে রাজা-রাণীর প্রাণ-সংহার ক'রে সিংহাসন অধিকার করবে।

সুদেষ্ণা। এও তার সুরার মত্ততা।

বিরাট। এতদিন আমিও সেই মত্ততায় ডুবেছিলুম মহিষী! এই-বার ন্যায়-বিচারের কূলে দাঁড়িয়ে প্রকৃত বিরাট-মূর্ত্তি দেখাবো। কেকয়-পুত্র কীচক বীর; সে বাহুবলে ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর সুশর্ম্মাকে জয় ক'রে তার রাজ্য-সম্পদ আমার সাম্রাজ্যভুক্ত করেছে, তাতে আমি কীচকের পদলেহন কর্‌বো? আমি আজই এই মুহূর্ত্তে বিরাটরাজ্যের প্রভুত্বের মীমাংসা ক'রে নিতে চাই। না—তাকে পদচ্যুত কর্‌বো না—কারারুদ্ধ কর্‌বো না! চল মহিষী, কীচকের হাতেই রাজ্যের সকল ভার সমর্পণ ক'রে বৈষম্য ফেলে নিশ্চিন্তমনে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করি।

সুদেষ্ণা। সেকি! তোমার রাজ্য তোমার ঐশ্বর্য্য; একজন কর্ম্ম-চারীর ভয়ে নিজের অধিকার এত সহজে পরিত্যাগ কর্‌বে?

বিরাট। হ্যাঁ মহিষী! আমি আমারই রাজ্যের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী ভিক্ষুক। কীচকও শঙ্কর-উৎসব-সভায় তর্জ্জনী-সঞ্চালনে আমায় ভয় দেখিয়েছে—সে আমার হাতে ভিক্ষাপাত্র দিয়ে রাজ্যের অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর্‌বে। তার পূর্ব্বে সুযোগ পেয়ে আমিও তাকে দেখাবো না মহিষী যে, বিরাট যে সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'রে এলো, আবর্জ্জনা বোধে তা পরিত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় সে ভিক্ষাপাত্রও গ্রহণ কর্‌তে পারে! তুমি পার্‌বে না—আমি পারি; তোমার রাজ্যচ্যুতিতে তোমার সহো-দরের কলঙ্ক—তুমি পার্‌বে না।

সুদেষ্ণা। তোমার পুত্রকন্যা?

বিরাট। তাদের দুরদৃষ্ট!

সুদেষ্ণা। অর্থহীন উক্তি—

বিরাট। রাজা হরিশ্চন্দ্র পৃথিবী দান ক'রে সে দানের দক্ষিণা দিয়ে-ছিলেন পত্নী-পুত্র বিক্রয় ক'রে, তাও তো একদিন শুনেছ! অযোধ্যা-রাজ শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে সপত্নী বনবাসী হয়েছিলেন,

তাও তো একদিন শুনেছ? সুদক্ষ রাজ্যপরিচালক প্রাতঃস্মরণীয় নল-রাজাকেও নিয়তি-নিগ্রহে অশ্বশালায় নিযুক্ত হ'তে হয়েছিল, তাও তো একদিন শুনেছ! তবে বিরাটরাজ যদি আজ স্বেচ্ছায় মাথার গুরুভার পরিত্যাগ ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, তাতে আর অখ্যাতি কোথায়?

সুদেষ্ণা। কীচক বিশ্বামিত্র নয়—কীচক সে দানের পাত্র নয়; তবে এত সহজে অধিকার পরিত্যাগ করবো কেন?

বিরাট। পরিত্যাগ না করলে উপায় নেই। হরিশ্চন্দ্র যদি দান বা দানের দক্ষিণা না দিতেন, তা হ'লে তাঁকে বিশ্বামিত্রের সুভীষণ অভি-সম্পাৎ মাথায় ধারণ করতে হ'তো; এ ক্ষেত্রে তুমিও যদি অধিকার পরিত্যাগ না কর, কীচকের হাতে তোমায় মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। হরিশ্চন্দ্র আর বিরাটের পরিণামের এই প্রভেদ, বিশ্বামিত্র আর কীচকের আচারের এই প্রভেদ। তোমার ইচ্ছা হয় থাক, ভ্রাতৃ-অনুগ্রহদত্ত অন্নে জীবনযাপন কর; আমি আর বিশ্বাস ক'রে এখানে থাকতে পারছি না মহিষী! আহার্য্যে বিষ মিশ্রিত কি না, তাও এখন আমায় পরীক্ষা করতে হয়। শয়নকক্ষে গুপ্ত ঘাতক লুক্কায়িত কি না, শয়নের পূর্ব্বে অনুসন্ধান করতে হয়। কেন—কি প্রয়োজন এতখানি বৈষম্যের ভিতর দিয়ে এ সুখের প্রাণকে এত ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার? এ অপেক্ষা বিপদসঙ্কুল অরণ্যও আমার ভাল; হিংস্র পশুও সত্যাশ্রয়ী দরিদ্রের মুখ চেয়ে তাদের হিংসা ভুলে যায়। বনভূমি আমার রাজ্য-খণ্ড হবে, বৃক্ষপত্র আমার রাজছত্র হবে, গাছের ফল, নদীর জল রাজভোগ হবে; তাতে আমার স্বর্গীয় শান্তি বিরাজিত। আমার ভবিষ্যতের ভগবান-নির্দ্দিষ্ট সুখ-সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে আমি ঘৃণ্য পদদলিত কুক্কুরের মত কীচকের অনুগ্রহভিখারী হ'য়ে আমার ন্যায্য অধিকারের ভিতর প'ড়ে থাকতে চাই না।

সুদেষ্ণা। কীচককে না হয় বিদ্রোহ-অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে দশের সম্মুখে এর কৈফিয়ৎ প্রার্থনা কর।

বিরাট। তার কাছে কৈফিয়ৎ নেবার পূর্ব্বে সে আমারই কাছে কৈফিয়ৎ চাঁয় মহিষী! এমন বহুদিন হ'য়ে গিয়েছে। বহুদিন পূর্ব্বে আমি এ অধিকার পরিত্যাগ করতে পারতুম, কিন্তু কীচকের কশাঘাত সহ্য ক'রেও সিংহাসনে ব'সে আছি শুধু আমার সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মুখ চেয়ে। মনে আছে মহিষী! যেদিন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে রাজসন্নিধানে আবেদনকারীর পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করেছিল? মনে পড়ে—যেদিন তুমি কীচককে সংসারের কাল-সর্প বোধে তার মাথার উপর শাণিত অস্ত্র উত্তোলনের জন্য আমায় বারবার অনুরোধ করেছিলে? সেদিনও পাষাণের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি—দেখেছি; বিকৃতমস্তিষ্কে বিচার-শক্তি হারিয়ে সেদিনও বিচার করতে পারিনি। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের মর্ম্মভাঙ্গা নয়নাশ্রু বিন্দু বিন্দু ক'রে আমার সিংহাসনের তলায় ঝ'রে পড়েছিল; তার পরিণামে কাকে দণ্ড পেতে হবে সুদেষ্ণা? আজ উত্তপ্ত নয়নাশ্রুর উপর আমার সিংহাসন ভাসছে! কীচকের সৃষ্ট ঝটিকায় আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাচ্ছি, আমার শান্তির সিংহাসন দুলছে; তাই সময় থাকতে আশ্রয় অন্বেষণ করছি। অপরিণামদর্শী কীচক সেই সিংহাসনে ব'সে ডুবে যাক্—ভেসে যাক্, আমার তা বিচারের কোনো আবশ্যক নাই! কীচক সাম্রাজ্য নিতে চায়—নিক্, আমি ভিক্ষুকের মত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে শ্রীহরির সম্মোহন-মূর্ত্তি-বিরাজিত পুণ্য-সাম্রাজ্যে গিয়ে সেবকরূপে নিযুক্ত থাকবো, কীচক এতে দ্বিরুক্তিও করবো না। সে সৈন্যাপত্য পেয়েছে, আজ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবে।

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। আর কীচক যদি সেই সাম্রাজ্যের শুভানুষ্ঠান সঙ্কল্পে আজ সৈন্যাপত্য-পদটুকুও পরিত্যাগ কর্‌তে চায়?

বিরাট। তা হ'লে বুঝ্‌বো, দীনহীন তীর্থযাত্রী কাঙ্গাল্ ভিখারীর উপরেও তার যথেষ্ট আক্রোশ আছে।

কীচক। আপনাকে ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত না করাও আক্রোশের পরিচায়ক?

বিরাট। ন্যায্য অধিকার বহুদিন যাবৎ আপনার ভেবে সযত্নে কাছে কাছে ধ'রে রেখেছিলুম কীচক! কিন্তু আজ তাকে বিষবোধে পরিত্যাগ করছি। কেন জান? তোমার বীরত্বের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে! যখন বুঝ্‌লুম—রাজসভায় দাঁড়িয়ে তুমি এ কথাও উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর্‌তে পার যে, বিরাটরাজকে ইচ্ছামত সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার হাতে ভিক্ষাপাত্র দিয়ে শৃগাল-কুক্কুরের মত বিতাড়িত কর্‌তে পার, তখন নিজের অযোগ্যতার উপর ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, যোগ্যজনের সম্বর্দ্ধনায় পূজার ডালি হাতে নিয়েছি। উপযুক্ত কর্ম্মবীর তুমি—আজ মহাসুযোগ উপস্থিত তোমার! নিয়ে এসো বল্কল—নিয়ে এসো কমণ্ডলু, তুলসীর মালা—নিয়ে এসো ভিক্ষাপাত্র; দাও আমার হাতে—বীরদর্পে সাম্রাজ্য হ'তে আমায় বিতাড়িত ক'রে দাও!

কীচক। সঙ্কল্পের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছি রাজা! আজ কি এক অপার্থিব অভিনব শক্তি-দক্ষতায় আমার বীরত্বের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে আমারই হাতে সদর্পে ভিক্ষাপাত্র তুলে দিয়েছে। যদি ইচ্ছা হয়, আজ আমায় অভিযুক্ত কর্‌তে পার—আমার বিদ্রোহিতার শাস্তি দিতে পার—কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে ইচ্ছামত বেত্রাঘাত কর্‌তে পার!

বিরাট। এ এক অভিনব স্বপ্নের রাজ্যে টেনে নিয়ে চলেছ কীচক! ঠিক কালসর্পের মত শিকার নিয়ে খেলা করছ! তাকে দংশন করবে, গ্রাস করবে, তথাপি মাঝে মাঝে তাকে শান্তির মুখ দেখিয়ে তোমার প্রবৃত্তির উত্তেজনা বর্দ্ধন করছ! এক হাতে তার বুকে শাণিত ছুরিকা বসাচ্ছ, আবার এক হাতে চিকিৎসকের মত ওষধির প্রলেপ লেপন করছ! এ উত্তম অভিনয়—

কীচক। অভিনয় নয় রাজা! সংসার হ'তে কীচক চ'লে গিয়েছে, প'ড়ে আছে তার শবদেহ; তাও যাবে, থাক্‌বে না; মাত্র তার শেষ জীবনের শেষ নিশ্বাসটুকুর মধ্য দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে যা বিলম্ব! আমার বিশ্বাস করুন; আমার কার্য্য শেষ। এই আমার তরবারি— আপনারই প্রদত্ত পদগৌরব আপনাকেই প্রত্যর্পণ করলুম—[তরবারি রাজার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।]

বিরাট। আজ এই মুহূর্ত্তে যদি তোমাকে আমার সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে যেতে বলি?

কীচক। অবনতমস্তকে অপরাধীর মত একবস্ত্রে পুরী পরিত্যাগ করবো।

বিরাট। যদি তোমায় কারারুদ্ধ করি?

কীচক। নিরম্বু উপবাসে সেই কারাগারে প'চে মরবো!

বিরাট। যদি—যদি তোমার জীবন্ত অবস্থায় তোমার অর্দ্ধ দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত ক'রে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের আহার্য্যরূপে ধ'রে দিই?

কীচক। তা হ'লে বুঝ্‌বো, একটা মহাপাপীর পাপ দেহ পূজার স্বরূপ দশের কল্যাণে ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিত!

বিরাট। তা হ'লে তোমার সুপ্ত বিবেক আজ জাগরিত?

কীচক। না মহারাজ, এখনো সম্পূর্ণ জাগে নি! এখনো আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি—এখনও পদ্মপত্রের জলের মত দুল্‌ছি—এখনো প্রলোভনকে সম্পূর্ণ পেছিয়ে রাখ্‌তে পারি নি। পাছে আক্রমণ করে, তাই সময় থাক্‌তে তেজ দর্প অহঙ্কার সব সরিয়ে দিচ্ছি। তখন আক্রমণ কর্‌লেও আমার এমন উপাদান থাক্‌বে না, যাতে আমাকে আবার কীচক সাজাতে পারে।

বিরাট। তা হ'লে খুব উপযুক্ত চাবুক খেয়েছ! মহিষী! চিন্‌তে পার্‌ছ তোমার সহোদরকে—এ সেই কীচক?

কীচক। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে তুমি একটীও সাধু উপাদান দিয়ে আমায় সাহায্য কর নি ভগ্নী! আমার অত্যাচারের সম্মুখে অনেক রক্ত-আঁখি দেখিয়েছ, অনেক শাসন-দণ্ড উত্তোলন করেছ; কিন্তু সেগুলি মাত্র প্রজ্বলিত অগ্নিগর্ভে ঘৃতাহুতির কার্য্য করে আগুন দ্বিগুণ জ্বালিয়ে তুলেছে! মনে কর দেখি আমার প্রথম জীবন! আমার বেশ মনে পড়ে, স্নেহে দয়ায় অন্ধ হ'য়ে, ঘোর বিলাসিতার পথে চালিত ক'রে তুমিই আমাকে তিল তিল ক'রে নরকের পথে অগ্রসর হ'তে দিয়েছ! কেন সে স্নেহদান করেছিলে ভগ্নী? কেন বিলাসের দাস করেছিলে? কেন মুখের সাম্‌নে রাজভোগ ধরেছিলে? কেন অযোগ্যের হস্তে পদ-মর্য্যাদার গৌরব তুলে দিয়েছিলে? কেন সুধার অভ্যন্তরে গুপ্ত বিষ রেখে আমায় পান কর্‌তে দিয়েছিলে ভগ্নী? যদি দিয়েছিলে, কেন ব'লে দাও নি, সেই বিষের যন্ত্রণা আমাকেই ভোগ কর্‌তে হবে—কেউ তার অংশীদার হবে না? আমায় কীচক তৈরী করেছিলে তুমি, আমার দোষের জন্য আমি দায়ী নই, তুমি—তুমি! তুমিই স্নেহের দৌর্ব্বল্যে পথের ভিখারীকে প্রলোভনের উচ্চ সোপানে তুলে দিয়েছ! আজ সে মসৃণ উচ্চ সোপান থেকে পদস্খলিত হ'য়ে নিস্তেজ হর্ম্ম্যস্তম্ভের মত মাটিতে

আছ্ড়ে পড়্ছে রাজ্যের শান্তিস্থাপনের জন্য! আজ কিন্তু তোমার এতে কিছুই বল্‌বার নেই।

বিরাট। সাবাস—সাবাস কীচক! তোমার মুখে যে এ কথা শুন্‌তে পাবো, এমন ধারণাই আমার ছিল না—তোমার ভগ্নীরও ছিল না; খাঁটী সত্য কথা। তোমার ভগ্নীই তোমায় কীচক তৈরী করেছিল বহু উপাদান দিয়ে! উত্তর দাও মহিষী—কীচকের উচিৎ বাক্যের উত্তর দাও! কীচক ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার করেছিল তোমারই আন্তরিক স্নেহ-বিষের পরিণামে, কীচক সৈরিন্ধ্রীর অঙ্গে পদাঘাত করেছিল তোমারই স্নেহ-দৌর্ব্বল্যে, কীচক বিরাটকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে হাতে ভিক্ষাপাত্র দিতে গিয়েছিল তোমারই ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল প্রশ্রয়ে! আজ কীচক সে স্নেহ কাটিয়েছে, এতে তোমার চিন্তা করবার কিছু আছে? উত্তর দেবার কিছু আছে? কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছু আছে? তোমার সহোদর সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করছে তোমার যুক্তিছাড়া হ'য়ে, তোমার প্রতিবাদ করবার কিছু আছে?

কীচক। আমি যুক্তি চাই না—তর্ক করতেও চাই না; তবে এ সাম্রাজ্যের আমি আর কেউ নয়, এইটুকুই আমার বল্‌বার। আমি সৈরিন্ধ্রীর কশাঘাতে পরিবর্ত্তিত। সে শক্তিময়ী; দাসী হ'লেও তার শক্তি আছে পশুকে মানুষ করবার। তার রক্ত আঁখির মূল্য আছে, তেজস্বিতার মর্য্যাদা আছে, শাসনের শক্তি আছে, অদম্য কামাতুরকে দমন করবার সতীত্ব আছে। ধন্যবাদ তোমার পরিচারিকাকে; সে সতীত্বের বলে আমার মত দুর্জ্জনকে বিলাসিতার উচ্চ অট্টালিকা থেকে টেনে এনে নিরাশ্রয় পথিমধ্যে বেশ সযত্নে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে দিয়ে মর্ম্মের ঘরে আঘাত ক'রে ক্ষীণকণ্ঠে ব'লে দিলে, কি এক স্বপ্ন-রাজ্যের স্বপ্ন-ক্রীড়নক আমি—দু'দিনের জন্য সংসারে এসেছি—কর্ম্ম শেষ ক'রে চ'লে যাবো—

সেও স্বপ্নের মত! বোধ হয় আমার কর্ম্মের শেষ, তাই এই স্বপ্ন; স্বপ্ন—স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন!

[প্রস্থান।

বিরাট। একি, এ যে উন্মাদের লক্ষণ!

সুদেষ্ণা। না মহারাজ! আমার বোধ হয়, এ সুরার উন্মত্ততা।

উত্তরের প্রবেশ।

উত্তর। পিতা! হস্তিনাপুর থেকে গুপ্তচর ফিরে এসেছে—সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

বিরাট। নিয়ে এসো। [উত্তরের প্রস্থান] কি সংবাদ, তা কীচকের কাছে না গিয়ে—ও, সে যে সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করেছে, গুপ্তচরকে বোধ হয় সে কথা জানিয়েছে। উত্তম, কিন্তু বিরাটের সঙ্কল্পকে ভাসিয়ে দেবার জন্য কীচক মন্দ চাতুরী খেলে নি!

উত্তরের সহিত গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। অভিবাদন মহারাজ!

বিরাট। হ্যাঁ—কি সংবাদ?

গুপ্তচর। সেনাপতির অনুমত্যানুসারে গিয়েছিলুম হস্তিনাপুরে! কারণ ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর সুশর্ম্মার রাজ্য মহারাজের রাজ্যান্তর্গত হওয়ায়, ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যে যত শীঘ্র সম্ভব বিরাট নগর আক্রমণ করবে স্থির হ'য়ে গিয়েছে।

বিরাট। এ সংবাদ কীচককে শুনিয়েছিলে?

গুপ্তচর। তাঁকে বহুক্ষণ অন্বেষণ করেছি, তাঁর সন্ধান পাই নি।

বিরাট। তারপর?

গুপ্তচর। পথিমধ্যে এই মাত্র তাঁকে জ্ঞাপন কর্‌বার জন্য অভিবাদন কর্‌লেম ; মাত্র অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বল্‌লেন, আমার কার্য্য শেষ—আমি পদচ্যুত !

বিরাট। হুঁ—তারপর ?

গুপ্তচর। এক্ষণে মহারাজের অভিরুচি—

বিরাট। আচ্ছা তুমি যাও, সতর্ক থেকো—তোমায় প্রয়োজন হবে। [গুপ্তচরের প্রস্থান] কি মহিষী, এও কি কীচকের সুরার মত্ততা ?

সুদেষ্ণা। তোমার কি অনুমান, এটা কীচকের ষড়যন্ত্র ?

বিরাট। সে যাই হোক্, সে বিচারের এখন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর যদি রাজা দুর্য্যোধনের সহায়তায় কীচকের বীরত্বের উপর প্রতিশোধ নিতে আমার রাজ্য আক্রমণ করে, তা হ'লে এ যুদ্ধে কীচকের সৈন্যাপত্য ব্যতিরেকে যুদ্ধজয় অসম্ভব ! তাই বল্‌ছি—

সুদেষ্ণা। এতে আর চিন্তা কি মহারাজ ? কীচকের হস্তে ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বরের দণ্ডবিধানের শাসন-অস্ত্র আবার তুলে দিতে দোষ কি ? চিন্তা দূর কর।

বিরাট। কে তুলে দেবে—আমি ? আমার অনুরোধ সে রাখ্‌বে না।

সুদেষ্ণা। না—কীচক এতখানি হীনচেতা হবে না !

বিরাট। আজ কীচকের পরিবর্ত্তন-যুগ—সে কারো অনুরোধ রাখ্‌বে না ; বরং সে অনুরোধ দেখে বিদ্রূপের হাসি হাস্‌বে। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প—তাকে আমি অনুরোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

সুদেষ্ণা। রাজ্যের মুখ চেয়ে, প্রজার মুখ চেয়েও নয় ?

বিরাট। রাজ্য তো দূরের কথা—নিজের আত্মজীবনের মুখ চেয়েও নয়—নিজের পুত্র-কন্যার মুখ চেয়েও নয় ! হস্তিনার কারাগারে অথবা সুশর্ম্মার উদ্যত খড়্গের নিম্নে মৃত্যুপথের যাত্রীতে পরিণত হ'লেও নয়—

দেহে এক বিন্দু শোণিত বিদ্যমান থাকলেও নয়—এমন কি পিতৃপুরুষগণ পরলোক পরিত্যাগ ক'রে এসেও যদি আমায় অনুরোধ করেন, তথাপি নয়!

সুদেষ্ণা। বেশ—তুমি না পার, এই তরবারি আমি জোর ক'রে কীচকের হাতে তুলে দেবো; সে তার ভগ্নীর শেষ অনুরোধটুকুও কি রাখবে না?

বিরাট। পার—উত্তম!

[সুদেষ্ণার প্রস্থান।

বিরাট। আমার সহস্র নিষেধ রইলো, তোমার মাতুল কীচকের সঙ্গে আমার বিনানুমতিতে সাক্ষাৎ ক'রো না, সহস্র প্রয়োজন সত্ত্বেও নয়—কেমন?

উত্তর। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

বিরাট। উত্তরা কোথায়?

উত্তর। বৃহন্নলার গৃহে—নাট্যশালায়।

বিরাট। তাকে ডাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নাট্যশালা।

মধুমঙ্গল।

মধুমঙ্গল।—

গীত।

আমার কৃষ্ণ ডাকে আমার বুক ফাটে।
নয়নকোণে অশ্রু ছোটে তাই আমি এলাম ছুটে॥
প্রাণে প্রাণে কথা বলা, প্রাণসখার নাই যে ছলা,
কঠিন বড় বাঁধন খোলা, দূরে থেকে পাই গো জ্বালা,
তার নাইকো মলা—নয় তো গরলঢালা,
সে যে সরল বড় শক্ত বড় ভক্ত এমন ক'জন জোটে॥
প্রাণের টানে টেনে আনে থাকি যদি উদাসপ্রাণে,
আমি রইতে নারি সংগোপনে গোপন কথা কানে শুনে,
তার মধুর তানে, চাই তার মুখপানে,
তার বিরস বদন জাগায় বেদন সমান দুঃখে সময় কাটে॥

[প্রস্থান

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ওই লুকালো আবার!
আসে যায় নাহি রয়,
আকুল-আগ্রহে কভু ধাই পশ্চাতে তাহার—
মিশে যায় মহাশূন্যে যেন,
কভু ফিরে চায়, যেন কত পরিচয়!

ওহে অব্যয় চিন্ময়, চিনেছি তোমায়—
ওহে দয়াময় ! অশান্তহৃদয়
অর্জ্জুনে তোমার দাও উপদেশ—
ল'য়ে এসো গীতা-মন্ত্র,
ল'য়ে এসো চন্দনচর্চ্চিত
মনোরম মূর্ত্তি তব !
এসো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী !
এসো কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ডাকে কৃষ্ণা হেতু তোমা !
ভুলিয়াছি তব সার উপদেশ যত,
গীতারূপে এসো ভগবান !
গাও সেই গান—
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

গীতকণ্ঠে মধুমঙ্গলের প্রবেশ ।

মধুমঙ্গল ।—

গীত ।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

অর্জ্জুন। এসো—এসো মনোময়—
দেখ সখা, শিষ্য তব উন্মাদের প্রায় !
নারীবেশে আবরিয়া কায়,
দেখ—কত জ্বালা সয় !
কেন তবে হায় নীরব এখনো তুমি ?
সৌম্য যম ব্রহ্ম আদি শত শত মহাতেজ
অধিকারে তব চিরদিন ;
কোটী কোটী মহাবজ্র সৃজিয়া পলকে
আচম্বিতে জল-স্থল
সমতল পার করিবারে,
সাজাইতে পার হীনবল অধম অর্জ্জুনে
দিয়ে রণবেশ সাক্ষাৎ শমন সম,
কেন তবে দ্বিধা হেন—কেন কালক্ষয় ?
কৃষ্ণা ভাসে নয়নের নীরে,
পত্নী সে আমার—কত কাল সব বল ?
কবে হবে বর্ষ অবসান ?
করে ধরি শায়ক কৃপাণ
কবে বল অরাতি নাশিব ?
আন বনমালী—আন সমরের রথ,
অশ্ববল্গা ধরি করে দাঁড়াও সারথি-সাজে,
হৃদিমাঝে দাও শক্তি,
দ্রৌপদীর মুক্তি হেতু
তুচ্ছ করি অরাতি ভীষণ—
দর্পভরে দলিব ত্বরায় !

মধুমঙ্গল।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। নাহি যাও—নাহি যাও
হে স্থিরবুদ্ধি ইষ্টাভিলাষী!
ইচ্ছাময় যদি তুমি এ তিন ভুবনে,
সহত্ত্ব-সোপানে উঠাইতে এত সাধ যদি,
ধরি তব রাতুল চরণে—
এই কর দীননাথ!
বিচঞ্চল দেহ-রথে মোর
বিবেক-সারথীরূপে এসো ফুল্লমনে;
গতিশীল মন-অশ্ব
অবিবেকী কশাঘাতে সবেগে চালিত যাহা,
জিঘাংসা-বল্‌গা তার ধরি নিজ করে
ধৈর্য্য দিয়ে স্থৈর্য্য-তরুমূলে বাঁধ দৃঢ় করি,
দেহ-রথ যেন না পারে টলিতে!
নাশ মম চিত্তের বিকার—
নির্ব্বিকারে স্থিরবুদ্ধি খ্যাতি লভিব তখন!
এসো ওহে নিত্য নিরঞ্জন!
নাহি গতি তব শক্তি বিনা।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। ক্ষিপ্তা কুরঙ্গিনী সম বাণী ধরে!
জাগো—জাগো বৃহন্নলা!
অবলার নাহি গতি তব শক্তি বিনা!

অর্জ্জুন। এসেছ সৈরিন্ধ্রী? এসেছ ব্যথিতা?
এসেছ জাগাতে নিদ্রিত আতুরে?
উঠিবে না—জাগিবে না—মৃত্যুভয়ে
বিবরে লুকায়ে আছে তৃতীয় পাণ্ডব।

দ্রৌপদী। কত কাল রবে?

অর্জ্জুন। আজীবন! দ্রৌপদীর যত দিন
না হয় মরণ!

দ্রৌপদী। তবে বল নাই কেন মতিমান?
এত আকিঞ্চন যদি দ্রৌপদী-মরণ,
মরিতাম গঙ্গাজলে অথবা অনলে,
গরলে হইত দেহ অবসান!
দ্রৌপদীর মরণে নাহিক ভয়,
হে বিজয়! ভয় হয়—
পাছে রটে দুর্নাম তোমার!
বিশ্বজয়ী বিনি, কৃষ্ণ যাঁর সখা,
বীরাচারী ক্ষাত্রধর্ম্মী যেবা,
পত্নী তার মরে অত্যাচারে—
প্রতিকার নাহি করে,
এ আক্ষেপ রাখিব কোথায়?

মৃত্যু বাঞ্ছনীয়,
কিন্তু আত্মা মোর কাঁদিয়া ফিরিবে ;
ছিঃ-ছিঃ, বীরপত্নী মরে হীন নারী সম !

অর্জ্জুন । দুর্ভাগ্য অপার তব,
তাই ভাগ্যহীনা হীন নারী তুমি !
তাই তুমি হীনবেশে,
তাই সহ কীচকের পদাঘাত,
তাই বৃহন্নলা আমি—
তাই নারীবেশে
নাট্যশালে কাটাই জীবন !

দ্রৌপদী । হাসি পায়—
মহারথী অর্জ্জুনের যোগ্য কথা বটে !

অর্জ্জুন । অর্জ্জুন ? কোথায়—কেবা সে অর্জ্জুন ?
কঙ্কের আদেশে মরেছে অর্জ্জুন,
প্রেতাত্মা তাহার বৃহন্নলারূপে
বৃশ্চিকের জ্বালা ল'য়ে
মুক্তি চাহে অনিবার !
দেখ, সাক্ষ্য তার নারী-বেশ,
পৃষ্ঠে দোলে নারী-বেণী,
শঙ্খের বলয় শোভা করে করযুগ,
কোথা শক্তি এবে অর্জ্জুন সাজিতে ?

দ্রৌপদী । আশ্চর্য্য বিস্মৃতি, আশ্চর্য্য সে ক্রিয়ালোপ,
আশ্চর্য্য সে ধর্ম্মের বিনাশ,
আশ্চর্য্য বহ্নির অকাল-নির্ব্বাণ !

ভুলেছ কি সমুদায় বীর ?
কেবা তুমি—কোথা হ'তে
জিনিলে দ্রৌপদী কিবা পরাক্রমে ?

অর্জ্জুন। ভুলি নাই—ভুলি নাই লো পাঞ্চালি !
হৃদিপটে স্তরে স্তরে অঙ্কিত সকলি !
কুবের জিনিয়া লভিলাম ধনঞ্জয় নাম,
জন্ম ল'য়ে ফল্গুনী নক্ষত্রে
ফাল্গুনী অর্জ্জিনু নাম ;
জয়কার্য্য হেতু ত্রিলোকে উঠিল জয়—
বিজয় তাহাতে নাম।
অমূল্য কিরীট হেতু কিরীটি ধরিনু নাম,
বীভৎসু রাখিল নাম বিষ্ণু ভগবান,—
সুকৌশলী শরসংযোজনে,
নাম তাহে সব্যসাচী ;
বর্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম তাহে,
জিষ্ণু নাম দিল দেবগণ।
জানি সব, ভুলি নি ভুলি নি কৃষ্ণা—
ল'য়ে নাম বৃহন্নলা বিরাট-ভবনে !

দ্রৌপদী। কেন তবে হেন অলসতা ?
অবসাদ হেন দেহ বিসর্জ্জন ;
বীরাচারে দশ নাম ধরে যেবা,
অলসতা নিন্দনীয় তার।
স্বধর্ম্মে জাগায়ে দুর্ব্বল হৃদয়
জাগো ধনঞ্জয়—জাগো ফাল্গুনী অর্জ্জুন,

জাগো শ্বেতবাহন বিজয় কিরীটি,
জাগো বীভৎসু সব্যসাচী,
জাগো কৃষ্ণ জিষ্ণু—
সহিষ্ণুতা সাজে না এমন!

অর্জ্জুন। কার সাধ থাকিতে বিবরে দেবী?
ক্ষত্রিয়তনয় নাহি ভুলে বিপক্ষ বিগ্রহে।
ছার সে কীচক! প্রয়োজন যদি হয়,
ধরি করে সুরাসুরপূজিত গাণ্ডীব,
লোমে লোমে প্রহারিয়া বাণ
রণাঙ্গণে রুধিরতরঙ্গমাঝে
অশ্ব করী ভাসাইতে পারি!
কবে—কবে হবে সেই দিন?
ভুবনবিজয়ী বাহুযুগে ধরি শরাসন,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কালান্তক
করাল শায়কে পুড়াইয়া কৌরব-ঈশ্বরে
ধর্ম্মরাজে দিতে পারি রাজবেশ—
পাই যদি কঙ্কের আদেশ!
বল, কিবা চাহ—ধর্ম্ম না অধর্ম্ম?
ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ—
আদেশে তাঁহার নারীমাঝে রই,
সে ধর্ম্মের উচ্ছেদ বাসনা যদি,
চাহ যদি রথ অশ্ব ল'য়ে
মহাহবে করিতে প্রবেশ,
চল তবে শুনাইব গভীর নিস্বন,

দেখাইব অস্ত্র-প্রস্রবণ,
রথের ঘর্ঘরে অস্ত্রের ঝঙ্কারে
ইরম্মদ-তেজে স্বজিব সে প্রলয়-প্লাবন !
বল, আনি শঙ্খ তূণ ধনু মোর—
চল—উঠ ত্বরা রথে !

দ্রৌপদী। উন্মাদ না হও বৃহন্নলা !
জানি, তোমা সবে বদ্ধ
প্রতিজ্ঞাবন্ধনে ধর্ম্মরাজ পাশে ;
তাই করিয়াছি উপায়নির্ণন—
গোপনে, যাহে ধর্ম্মরাজ নাহি জানে,
এ হেন কৌশলে এই নাট্যশালে
গভীর নিশীথে বিনাশিতে পামর কীচকে
বৃকোদর করিলেন স্থির ;
আনিব হেথায় প্রেম-কথা ক'য়ে—
সহায়তা চাহি মাত্র তব ;
গভীর নিশীথে
নাট্যশালাদ্বার রাখিও উন্মুক্ত !
প্রচার না হবে—
সে কৌশল জানি বিধিমতে।

অর্জ্জুন। পারিবে কি সম্পাদিতে ?

দ্রৌপদী। কৃষ্ণপদে মতি যার,
শত্রু বিনাশিতে কোথা চিন্তা তার ?
মরিবে কীচক—
আজি তার মিলেছে সুযোগ !

অর্জ্জুন । তাই হোক্, মরুক্ কীচক—
হোক্ শান্তি ভুবনে প্রচার !
কৃশোদরী, শান্তি চাহে পরাণ আমার ;
অনলে গরলে কিম্বা বাহুবলে
পার যে উপায়ে,—
হরিপাদপদ্ম স্মরি
হর প্রাণ দুষ্কৃতী পাপীর ।
তুচ্ছ সহায়তা মোর !
শ্রীমাধব রক্ষিবেন তোমা—
মনস্তাপ করিবেন দূর ।
ঐকান্তিক প্রার্থনা আমার
শুন যাজ্ঞসেনী ! রক্ত-যজ্ঞে—
কীচকের রক্ত আজি তৃপ্তি-উপচার ;
এসো, যজ্ঞ পূর্ণ হেতু করি অনুষ্ঠান !

[উভয়ের প্রস্থান ।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কীচকের উদ্যানসংলগ্ন বাটীর কক্ষ।

সখারাম।

সখারাম। প্রভুকে আমার পেঁচোয় পেলে না কি? পেঁচোয় পাওয়ার মত ছম্‌ছমে ভাব দেখে আমারও যেন গা ছম্‌ছম কর্‌ছে। গা ঘেঁসে ঘেঁসে পাঁচ সাতবার ঘোরাঘুরি কর্‌লুম—কৈ বাবা, আদরে হোক্, অনাদরে হোক্ একবার ডেকে-ডুকেও তো আপ্যায়িত কর্‌লে না! কে জানে বাবা, আবার কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র আঁটছে! আবার কারো মুণ্ডুপাতের ছুরি শাণাচ্ছে কি না, তাই বা কে জানে! যত গোল ঐ সৈরিন্ধ্রী মাগীকে নিয়ে! ভগবানের কি বিদ্‌কুটে বিচার বাবা, মেয়েমানুষগুলো কি যত গোলমালের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে? যেখানে মেয়েমানুষ, সেইখানেই গোল-মাল—সেইখানেই ল্যাঠা—আর সেইখানেই গুজ্‌গুজ-ফুস্‌ফুস! ভগবান, পৃথিবীর একটা জিনিষ তুলে দাও বাপধন! হয় মেয়েমানুষের পাঠ তোলো, নয় পুরুষ মানুষের পাঠ তোলো; তোমার তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। একবার গরীবের কথাটা রেখে পরীক্ষা ক'রেই দেখ না বাপধন—একদান কাণা কড়িতে খেলেই দেখ না! তুমি তো পাকা খেলোয়াড়, বেশ হবে—বেশ চল্‌বে! যদি নেহাৎ না চলে, তখন গাদা গাদা মেয়েমানুষ, গাদা গাদা পুরুষ মানুষ সৃষ্টি ক'রে তোমার সখের নরক ভরিয়ে তুলো; এতে আর কিছু না হোক্, মেয়েমানুষ পুরুষ

মানুষ ছুটো বেয়াড়া দলই ঢিট্ হ'য়ে যাবে—এ তোমায় পরিষ্কার ব'লে রাখ্ছি!

কীচকের প্রবেশ।

কীচক। কে—সখারাম? মধুচক্র আগ্‌লে ব'সে আছ? যাও, আর দিনরাত জেগে পাহারা দিতে হবে না। মধুচক্রে আর রস নাই সখারাম—মধুপের দল সব শুষে নিয়েছে। তবে আর নীরস মধুচক্রের প্রতি অযথা লক্ষ্য রাখ্‌বার কি প্রয়োজন? শোনো সখারাম! আর তোমায় তোষামোদের ডালা সাজাতে হবে না—তোমার ছুটী। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা—এতে তোমার জীবন কেটে যাবে। অবরুদ্ধ কীচক আজ পালাবার পথ পেয়েছে সকল দায়ীত্ব ছিন্ন ক'রে! যাও—আর তোমায় প্রয়োজন হবে না।

সখারাম। আজ্ঞে হঠাৎ আবার এ কি আজ্ঞা কর্‌ছেন আজ্ঞে? আমি কি স্বর্ণমুদ্রা পাবার আশায় আপনার কাছে প'ড়ে আছি? তবে দিচ্ছেন দিন; কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, কামিনী-কাঞ্চনে আমার আদৌ স্পৃহা নেই। তবে আপনি মহাপুরুষ—থলিভরা কাঞ্চনগুলো সামনে ধর্‌ছেন—আমি তো আর তাচ্ছিল্য ক'রে না বল্‌তে পারি না! আজ্ঞে প্রভু, আমারও মনটা যেন কেমন উড়ু-উড়ু কর্‌ছে। আজ্ঞে আপনি যদি বলেন, তা হ'লে আমিও না হয় আপনার সঙ্গে সকল দায়িত্ব ছিন্ন করি—

কীচক। জান আমি কোথায় চলেছি—কোন পথ ধরেছি?

সখারাম। আজ্ঞে আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্‌নে না ভাইপোর ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। একটা মানুষ খুন ক'রে তার এমন মাথা খারাপ হ'য়ে গেল যে, হরকালী-মন্দিরের রোয়াকে ঢিপ্-ঢিপ্ ক'রে মাথা

ঠুকে ঠুকে মন্দিরটা একেবারে চুরমার ক'রে দিলে; শেষে নৃত্য—বাহু তুলে হরি হরি ব'লে নৃত্য! এমন নাচ নাচ্‌লে যে, পা ফেটে একেবারে চৌচাকলা হ'য়ে গেল। ভাত খাচ্ছে—তাতেও হরিবোল, গণ্ডগোল কর্‌ছে—তাতেও হরিবোল, ঘুমুচ্ছে—তাতেও হরিবোল; হরিবোলটা যেন আজ্ঞে ক্রমশঃ তেতো হ'য়ে উঠ্‌লো আজ্ঞে—

কীচক। সখারাম! তুমি আমার সঙ্গ ছাড়্‌তে পার্‌বে না—নয়? তবে চল—আমার সঙ্গে নরকে চল, চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম লিখিয়ে আসি—

সখারাম। আজ্ঞে আমার সব দেশই বেড়ানো হয়েছে, কেবল নরকটা বেড়িয়ে এলেই আক্ষেপ মিটে যায়। তবে হয়েছে কি জানেন—এমন কতকগুলো কাজে জড়িয়ে পড়েছি যে, নরকে গিয়েও যে দু'দিন হাঁপ ছাড়্‌বো, তারও সময় নেই। আজ্ঞে দুঃখের কথা বল্‌বো কি প্রভু, আমার বাপ পিতেমো বল্‌তেন—ওরে সখারাম, আমাদের নরক তীর্থটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয়! সেটি আর ঘ'টে ওঠে নি আজ্ঞে! আমার বাপ পিতেমো কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শেষে স্বর্গে গিয়ে ধান ভান্‌ছে আজ্ঞে! আমার অদৃষ্টেও তাই আছে আজ্ঞে! নরক আমার ভাগ্যে নেই; আমাকেও সেই স্বর্গেই আড্ডা নিতে হবে।

কীচক। আক্ষেপ থাক্‌বে না সখারাম—আক্ষেপ থাক্‌বে না। যে সোপান ধ'রে নেমে চলেছ, সে নরকেরই সোপান। সোপানের শেষে প্রথমেই অগ্নিকুণ্ড, তাতে স্নান কর্‌তে হবে। তারপর—তারপর—

সখারাম। থাক্ আজ্ঞে—আমার জিবে জল সর্‌ছে! আমার এমন দিন কি হবে আজ্ঞে যে, তেড়ে ফুঁড়ে অগ্নিকুণ্ডে গোটা কতক ডুব দিয়ে একেবারে ঝাড়া-হাত-পা হই?

কীচক। যাও—যাও, তোমার অর্থহীন ভাষা শুনে শুনে আমার

কর্ণ বধির হ'য়ে গিয়েছে। আমার সম্পদের পথে আর আবর্জ্জনা বাড়াতে চাই না, যাও। হ্যাঁ, মদিরা কোথায়—মদিরা?

সখারাম। আজ্ঞে এই যে মদিরাকে ডেকে দিয়ে আমিও বিদায় হই; কিন্তু ওহে নবনটবর, আমার হৃদয়বল্লভ, প্রাণের চণ্ডীমণ্ডপ! আপনাকে না দেখে আমি কি ক'রে আমার হৃদয়-মণ্ডপকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো আজ্ঞে? আমি যে আপনার সঙ্গে একেবারে আঠাকাঠির মত জড়িয়ে গেছি আজ্ঞে! আমি যে আপনার প্রাণের সীতা সাবিত্রী, দেবর লক্ষ্মণের মত আমায় বনবাসে দিচ্ছেন কেন দেবর? তা হ'লে দুঃখে মরিয়া হ'য়ে আমি যে পাতালে প্রবেশ কর্‌বো আজ্ঞে! রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী, কাঁদিয়া পাতালে যাবো আজ কি না আমি! তাই যাই—হরিবোল—হরিবোল, বেলা গেল—বেলা গেল, ওরে পাত্তাড়ি তোল্।

[প্রস্থান।

কীচক। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে বাজীকরের বাজী যেমন পৃথিবীর কোল থেকে লাফিয়ে উঠে আকাশ স্পর্শ কর্‌তে ছোটে, তেমনি আবার পৃথিবীর আকর্ষণে নিস্তেজ হ'য়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত মাটীতে আছ্‌ড়ে পড়ে। আমার অবস্থাও তদ্রূপ; অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছিলুম—এমনিভাবে আহত হ'য়ে মাটীতে আছ্‌ড়ে পড়্‌তে। ব্যস্—আজ সব শেষ! মদিরা—মদিরা!

গীতকণ্ঠে কুমতি ও অভিশাপের প্রবেশ।

গীত।

কুমতি।— কেন ডাক দিলে বল প্রাণবঁধু?
অভিশাপ।— কেন বল্‌বো—আমি বল্‌বো?
তোর রঙে ঢঙে আর নাইকো মধু॥

কুমতি ।— মধু ছাড়া নই প্রিয়বর মধু ছাড়া নই,
অভিশাপ ।— তবে বঁধু তোর উদাস কেন বিরস মুখে সই,
কুমতি ।— কৈ—প্রিয়বর কৈ ?
অভিশাপ ।— তবে বাদল মেঘের মুখটী ঢেকে
মলিন কেন শুধু শুধু ॥
কুমতি ।— সকালে পায়নি মধু তাইতে অভিমান,
অভিশাপ ।— তবে দাও মধু বিধুমুখী গাঙ্গে ডাকাও বান,
কুমতি ।— ভাঙ্গবো—আমি ভাঙ্গবো মান,
অভিশাপ ।— তোর থাক্‌লে বাঁচি এমন টান
কথায় কথায় মধু ॥

কীচক। তোমার প্রাণবঁধুর শেষ হ'য়ে গিয়েছে মদিরা! সুতরাং আর তোমার এখানে প্রয়োজন হবে না, পাত্তাড়ি গুটোও—সুরার পাত্র নিয়ে যাও। কি দেখ্‌ছ আমার দিকে? নরকের শেষ ধাপে এসে পৌছেছি, যমদুত আমার গলা টিপে ধরেছে—নরকের বিভীষিকা দেখ্‌ছি; আর পরিত্রাণ নেই! ঔষধের পাত্র সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও! কি ভাব্‌ছ, আরো দূরে টেনে নিয়ে যাবে? বল কি—[সহসা তরবারি কোষমুক্ত করিয়া] দেখ্‌তে পাচ্ছ মূলচ্ছেদের তরবারি? এখনি রক্ত-সমুদ্র সৃষ্টি কর্‌বো। যাও—যাও—[সুরাপাত্র ইত্যাদি লইয়া কুমতির প্রস্থান] কি? তুমি কি চাও? নূতন শিকারী দেখ্‌ছি—শিকার ধর্‌তে বেরিয়েছ! কিন্তু বড় বিলম্ব, কাজ হবে না।

অভিশাপ। হ্যাঁ—ঠিক্ ধরেছ, শিকারী বটে; কিন্তু নূতন নয়, বহু পুরাতন। ছায়ার মত তোমার অনুসরণ কর্‌ছি।

কীচক। কেন—কেন?

অভিশাপ। হৃদয়ের লবণাক্ত রক্তটুকুর আস্বাদ গ্রহণ কর্‌তে; ক্ষুধার শান্তি হ'চ্ছে না। কবে হবে জান, কবে হবে বল্‌তে পার?

কীচক। না—না, কাছে এসো না—রুদ্ধনিশ্বাসে মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার পায়ের তলায় আছ্‌ড়ে পড়্‌বো। শিকারী! শিকারী! কি দৃষ্টি তোমার! চতুর দৃষ্টি দিয়ে আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ কর্‌ছ। কে তুমি—কে তুমি? তোমায় জানি না—চিনি না, অথচ ছায়ার মত বহুদিন বহুবার আমার অনুসরণ করেছ। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছ শিকারী! তোমার হাতে ও কি? হত্যার ছুরি? একি, দেহ হ'তে আমার মস্তক বিচ্যুত হ'লো! ঐ যে আমার রক্তাক্ত কবন্ধ—ঐ যে ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড! কি বিভীষিকা! ওঃ—[চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।]

অভিশাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কীচক। না—না, হাসি নয়—হাসি নয়! আমার কর্ণ বধির হ'য়ে আস্‌ছে! একি আবার বিভীষিকা? কি ও? অসংখ্য সতী নারী কাঁদ্‌ছে, নয়নজলে সমুদ্র সৃষ্টি হ'লো, আলোড়িত তরঙ্গমধ্যে আমি স্থির অচঞ্চলপদে দণ্ডায়মান—সম্মুখে কাল সর্পের উদ্যত ফণা! ও আবার কে? সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সোমদেব? তুমি কে—সোমদেবের পত্নী গৌরী? তুমি কে—সতীলক্ষ্মী সৈরিন্ধ্রী? আমায় মার্জ্জনা কর—আমায় মার্জ্জনা কর—[অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা, ইতিমধ্যে অভিশাপের প্রস্থান।] সখারাম—সখারাম!

সখারামের প্রবেশ।

সখারাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি যাইনি এখনো, বাইরে দাঁড়িয়ে হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌ছিলুম; এইবার যাবো—

কীচক। একটা উপকার কর্‌তে পার্‌বে?

সখারাম। আজ্ঞে পার্‌লেও পার্‌তে পারি।

কীচক। তোমায় আরো পুরস্কার দোবো—তোমায় ধনবান ক'রে দোবো, পার্‌বে?

সখারাম। আজ্ঞে, কাজের মতন কাজ পেলে সখারাম পারে না কি?

কীচক। আমার সর্ব্বস্ব বিনিময় নাও, নিয়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সোমদেবের সন্ধান নিয়ে এসো! যেমন ক'রে হোক্, আজ এখনি এইখানে তাকে আমার সম্মুখে এনে দিতে পার?

সখারাম। আজ্ঞে গোটাকতক ঢাল-তলোয়ারধরা লোক আমার সঙ্গে দিন।

কীচক। না সখারাম! আজ শাসনদণ্ড দেখাবার প্রয়োজন হবে না; আজ যেতে হবে পূজোপচার নিয়ে, তাতে সঙ্গীর প্রয়োজন কি? আত্মোৎসর্গ কর্‌তে সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। বল্‌বে—হত্যার হস্তে কীচক আজ পূজার পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করেছে—

সহসা সোমদেব ও বাদলের প্রবেশ।

সোমদেব। স্তব্ধ হও অত্যাচারী! পুষ্পাঞ্জলির নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ কর্‌বার তোমার অধিকার নেই! পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্‌বার এখনো সময় হয় নি। দানব নয়—মানব নয়—যুদ্ধ কর্‌তে হবে অপ্রতিহত প্রতিভাশালিনী নিয়তির সঙ্গে, তারপর পুষ্পাঞ্জলিধারণ! মনে নেই, কত সতীনারীর দীর্ঘনিশ্বাসে তোমার দেহ পরিপূর্ণ? মনে নেই, কত দরিদ্রের অভিসম্পাতে তুমি ভারাক্রান্ত? মনে নেই, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নীর সর্ব্বনাশ করেছ? মনে নেই রাজসভায় প্রহৃত ব্রাহ্মণকে চাবুকের ঘায়ে উপযুক্ত শিক্ষা দান করেছ—ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের সংসারে চিরদিনের জন্য সর্ব্বনাশী দাবানল জ্বেলে দিয়ে তাকে উন্মাদ সাজিয়েছ? সেই জঘন্য অত্যাচারের হাতে আজ এত যত্নে পূজার পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্‌তে চাইছ?

কীচক। তারপর—আর তোমার কিছু বল্‌বার আছে ব্রাহ্মণ?

বাদল। ব্রাহ্মণের অব্যক্ত বেদনার শেষ নেই প্রভু! ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আজ তাঁকে উন্মাদ সাজিয়েছেন, জীবন হাহাকারে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন; ব্রাহ্মণ আজ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে কখনো নদীর জলে, কখনো অগ্নিগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত। আপনি ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী, তাই বড় দুঃখে আজ এত বড় প্রতিনিধির সম্মুখে রক্তচক্ষু নিয়ে উপস্থিত হয়েছি প্রভু! আজ আমাদের জীবনে মমতা নেই; জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছি বহুদিন আগে—যে দিন আপনার অত্যাচার-বহ্নিতে আমাদের স্ত্রী ভগ্নীর সর্ব্বস্ব পুড়ে গিয়েছে। দেখ্‌বেন প্রভু আপনার অত্যাচার, বিদলিত প্রজাবর্গের হাহাকারের সংসার? তা হ'লে প্রকৃত মানুষের বিবেক নিয়ে একবার প্রজাপল্লীর মুক্ত পথে গিয়ে দাঁড়ান, দেখ্‌বেন সব শ্মশান! মানুষ নেই—সভয়ে সকলেই দেশত্যাগী হয়েছে।

কীচক। তারপর?

সোমদেব। তারপর ব্রত-আচার নিত্যপদ্ধতি ভুলে শ্মশানের চিতাবহ্নি বুকে নিয়ে কেমন রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি দেখ! দেখ্‌তে এলুম, এখনো তোমার লম্পটতার শেষ হয়েছে কি না? দেখ্‌তে এলুম, রাশি রাশি অভিসম্পাতের লেলিহান বহ্নিতে তুমি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছ কি না? দেখ্‌তে এলুম, সতী নারীর নয়নাশ্রুর উত্তপ্ত বারিধিগর্ভে তোমার খেলার তরণী নিমগ্নপ্রায় কি না? দেখ্‌তে এলুম, ঈশ্বরের পরম শক্তিকেও ছাপিয়ে উঠে তোমার পদগৌরব নিয়ে বিরাট-মূর্ত্তিতে তুমি অম্লানবদনে অচঞ্চল কি না?

কীচক। এখন কি দেখ্‌ছ ব্রাহ্মণ?

সোমদেব। দেখ্‌ছি, সাম্রাজ্যখণ্ডের উপর কীচক আজ দুর্ব্বারশক্তিতে

দণ্ডায়মান! অনুমান, তার লম্পটতার শেষ হয় নি, তার ক্রীড়ার তরণী নিমগ্ন হয় নি, পদগৌরবের হাসি বিদূরিত হয় নি, এখনো অভিশাপের নির্য্যাতন কণামাত্র ভোগ করতে পারে নি; কীচক সগর্ব্বে তার সমান প্রভুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

কীচক। একবার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রকৃত দৃষ্টি নিয়ে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কর দেখি ব্রাহ্মণ! দেখ দেখি তোমার অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে, দেখ দেখি কীচক জীবিত কি মৃত? দেখ দেখি সে দর্পিত কি দলিত? দেখ দেখি সে ধনী কি নির্ধন? দেখ দেখি সে সুপ্ত কি জাগরিত? ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! আজ গর্ব্বের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে; কীচক আজ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে তোমার সহিষ্ণুতার ভাস্বর পদতলে আকুলচিত্তে করুণা-ভিখারী; আমায় দীন ভিক্ষুক বোধে ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ!

সোমদেব। বাদল! ফলেছে রে তোর কথাই ফলেছে! উদ্যত খড়্গ আজ মাটীতে আছড়ে পড়েছে—পাষাণ গ'লে গিয়েছে—সর্পের খলতা বিলুপ্ত!

বাদল। ফল্‌বে না ঠাকুর, তা হ'লে আর ব্রাহ্মণত্ব কি? তা হ'লে এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকতো না। তা হ'লে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সব এক হ'য়ে যেতো—নরকের বিভীষিকা লুপ্ত হ'য়ে যেতো! ফলাফল যদি না থাক্‌বে, তবে রাবণ কুম্ভকর্ণও পৃথিবী হ'তে অপসারিত হ'তো না! চকিতে উচ্চ শিখরে দাঁড়ালে পদস্খলিত হ'য়ে তাকে মাটীতে আছড়ে পড়তে হয়! আজ মিলিয়ে নাও দেবতা! কত বড় দর্পী, কত বড় অত্যাচারী নির্ম্মম নরঘাতক তোমার পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে কত বড় মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? প্রায়শ্চিত্ত নাই—প্রায়শ্চিত্ত নাই—

সোমদেব। ঠিক বলেছিস্ বাদল! প্রায়শ্চিত্ত নাই—প্রায়শ্চিত্ত নাই!

ব্রাহ্মণের গৃহলক্ষ্মী কেড়ে নিয়ে ব্রহ্মস্বহরণের পরিণামে সহস্র অনুতাপেও প্রায়শ্চিত্ত নাই! নিজের প্রভুত্বকে কেন এত হীনতার বেশে সাজিয়েছিলে প্রভু? কেন বুঝ নাই তোমার প্রজার বেদনা? কেন বিচার কর নাই পরস্ত্রীর সতীত্ব? কেন অন্ধের মত পড়েছিলে অত্যাচারের কুহকে? কেন একটীবার ভেবে দেখ নি—তোমার অত্যাচার-পীড়িত প্রজার পদতলে এমনিভাবে তোমায় কাতর করুণা ভিক্ষা করতে হবে? কেন আমার গৃহলক্ষ্মীর নিরঞ্জন করেছিলে প্রভু?

কীচক। ব্রাহ্মণ! আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করতে আজ রুচি হবে? তোমার পত্নীর আমি মর্য্যাদানষ্ট করতে পারি নি। জানি না, কার চতুর শক্তিতে তোমার পত্নী আমার পাপ কবলের বহু দূরে চ'লে গিয়েছিল। সতীর মর্য্যাদা নষ্ট হয় নি, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন তাঁর অপূর্ব্ব শক্তি দিয়ে।

সোমদেব। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা! বাতাসে বাতাসে প্রচারিত হয়েছে, কীচক আমায় লক্ষ্মীহীন ক'রে আমার সংসারভূমি শ্মশানে পরিণত করেছে।

কীচক। আমি মহাপাপী হ'লেও আজ ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে বলছি—হে ব্রাহ্মণ! তোমার পত্নীর কেশাগ্রও আমি স্পর্শ করতে পারি নি; বিশ্বজননী সতীকুলরাণী তোমার সাধ্বী স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন।

সোমদেব। আশ্চর্য্য—এও এক নূতন অভিনয়!

কীচক। কীচক মহাপাপী সত্য, কিন্তু সে সত্যের অপলাপ করে না।

সোমদেব। সত্যের নাম পর্য্যন্ত মহাপাপীর মুখে শোভা পায় না প্রভু—

কীচক। তথাপি বলবো, কীচক সত্যের অপলাপ করে না। সখারাম! তল্লাস কর—নগরের ঘরে ঘরে, শ্মশানে, মন্দিরে গৌরীদেবীর

অন্বেষণ কর; বুঝিয়ে দাও পীড়িত ব্রাহ্মণকে, কীচক সত্যসত্যই সত্যের অপলাপ করে না।

সখারাম। যে আজ্ঞে! [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে অভিরামের প্রবেশ।

অভিরাম।—

গীত।

ওরে মা এসেছে মায়ের মত তোর ব্যথার সান্ত্বনায়।
মাথা নত কর্—মাথা নত কর্, এনেছে আশিস্-পসরায়॥
সন্তাপ-ব্যথা আছে যার বুকে,
অশ্রুজলরেখা আছে যার চোখে,
তরাসে বিরস আসে মহাদুঃখে মরম পীড়িত বেদনায়॥

[প্রস্থান।

ধীরপদে গৌরীর প্রবেশ।

সোমদেব। একি! গৌরী—গৌরী!

গৌরী। স্বামী—স্বামী—[পদপ্রান্তে উপবেশন]

সোমদেব। বল, তুমি পবিত্র না অপবিত্র? বল, আমার গৌরী তেমনিভাবে আমার গৃহলক্ষ্মীর স্থান পাবার যোগ্য কি না? বল, আমার শিথিল হাত দু'খানি ধ'রে পবিত্র সংসারে সংসারী সাজাবার তোমার শক্তি আছে কি না?

গৌরী। স্বামী! আমি পবিত্র; কীচক আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে নি। এক মহাপুরুষ আমায় পাপিষ্ঠদের করাল কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁর সেবামন্দিরে আমায় স্থান দান ক'রে কন্যার মত প্রতিপালন করেছেন; গৌরীর মর্য্যাদা ভগবান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

কীচক। তবে পাতকী কীচকের সম্মুখে মাতৃরূপে দাঁড়িয়ে আজ সন্তান-সম্বোধনে তাকেও পবিত্র কর মা! মা—মা! কীচক মহাপাপী, আজ তাকে ইচ্ছামত দণ্ড দে মা! তোর সাজানো সংসার ভেঙ্গে দিয়েছি, আমারো সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে দিয়ে আমার শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দে মা!

গৌরী। বৎস কীচক! তোমার মাতৃ-সম্বোধনে তোমার মা আজ তোমায় আন্তরিক ক্ষমাদানে কাতর নয়; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি উন্নতি-কামী হ'য়ে মুক্তিলাভ কর!

কীচক। বল ব্রাহ্মণ! তুমিও বল, কীচক সত্যের অপলাপ করে না। তুমিও তাকে আশীর্ব্বাদ কর—

সোমদেব। আশীর্ব্বাদের শক্তি গ'ড়ে দিয়েছ যখন, তখন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হবে না। মাত্র এই প্রার্থনা, সংসারী ব্রাহ্মণকে আর বাসচ্যুত ক'রো না; মনে রেখো, ব্রাহ্মণ প্রজা তোমার হিতকামী।

বাদল। আজ আপনার দেবমূর্ত্তি দেখে আমাদেরও প্রাণ করুণায় বিগলিত হ'য়ে আসছে প্রভু! আজ প্রজাগণের ম্লান মুখে সুখের হাসি ফুটে উঠ্‌বে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রভুর দেবত্বের কথা বাতাসে বাতাসে প্রচারিত হবে, প্রজাকুল সংসারে আজ মহাসুখে নিদ্রা যাবে।

কীচক। সখারাম! রাজভাণ্ডার হ'তে আবশ্যকমত ধন-রত্ন নিয়ে যাও, প্রত্যেক প্রজার ক্ষতিপূরণ কর। ব্রাহ্মণ! আপনার বৈঠকে আমার প্রেরিত ধনরত্ন দিয়ে প্রজাবর্গের কাছে আমার ত্রুটি জানাবেন। সখারাম! সঙ্গে নিয়ে যাও—

সোমদেব। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মানুরাগী হও! প্রেমভক্তির আনুগত্য লাভ ক'রে ভগবত্তত্ত্বের সেবকরূপে মনে রেখো, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনং, অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।"

[কীচক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কীচক। জীবন-যুদ্ধে এ আমার জয় না পরাজয়? জীবের যত প্রকার পার্থিব সুখ, সব ভোগ ক'রে আজ আমি দুর্ব্বল না সবল? মনে হয়, আজ আমি আপনা আপনি প্রতারিত। উত্তমাঙ্গের সার বস্তুর কেন্দ্রস্থলে আজ আমার চৈতন্য জাগরিত। অবসর নিশ্চিন্ততা আজ আমার পরমানন্দ নির্দ্দেশের পথপ্রদর্শক। পরিবর্ত্তন-যুগে উচ্চ নীচের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছি; আর, নিম্ন পথে নয়, উর্দ্ধে আলোকমালা-সজ্জিত সুন্দর সোপান বেয়ে উঠে যাবো! ব্যস্, আজ সব শেষ—সব শেষ!

তরবারিহস্তে সুদেষ্ণার প্রবেশ।

সুদেষ্ণা। কীচক!

কীচক। কে—ভগ্নী? কি চাও?

সুদেষ্ণা। যে তোমায় অন্ন দিয়ে প্রতিপালন করেছে, সে তোমার কে?

কীচক। আমার অন্নদাতা প্রতিপালক।

সুদেষ্ণা। তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

কীচক। তিনি আমার পূজনীয়, আমি তাঁর পূজক।

সুদেষ্ণা। আজ যদি বিপন্ন অবস্থায় তোমার আশ্রয়দাতা প্রতিপালক তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেন, তার প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য?

কীচক। ভগবানের নিকট তাঁর উদ্ধার-কামনাই আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

সুদেষ্ণা। তার বেশী আর কিছু নয়?

কীচক। তার বেশী মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত।

সুদেষ্ণা। যদি মানুষের সে ক্ষমতা থাকে?

কীচক। তা হ'লে সে দৈবশক্তিসম্পন্ন ; সেই দৈবশক্তির সহায়তায় সে হয় তো আরও বেশী কিছু করতে পারে।

সুদেষ্ণা। তবে এই তরবারি গ্রহণ ক'রে বিপন্ন আশ্রয়দাতাকে উদ্ধার কর !

কীচক। আবার সর্ব্বনাশী আগুনকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে এসেছ ভগ্নী ? আবার বৈষম্যের কশা হাতে তুলে দিতে এসেছ ? আমি দৈবের কশাঘাতে দুর্ব্বল ; আজ এমন শক্তি নেই, ঐ তরবারি আবার ধারণ ক'রে বীর-গর্ব্বিতবক্ষে শত্রুশির ছিন্ন করি। আমার শত্রু নেই ভগ্নী, আজ মিত্রের সংসারে এসে দাঁড়িয়েছি ; প্রলোভনে বশীভূত ক'রে আবার তাকে কীচক সাজিও না ভগ্নী !

সুদেষ্ণা। আজ প্রয়োজন হয়েছে কীচক ! ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর সুশর্ম্মা কৌরব-বাহিনী নিয়ে মৎস্যদেশ আক্রমণ করতে আসছে। যার অন্নে তুমি এতদিন প্রতিপালিত হ'য়ে এলে—যার প্রভুত্বে তুমি এতদিন প্রভুত্ব ক'রে এলে, আজ তার বিপদে তুমি একটু মুখ চাইবে না ? ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বরকে তোমার অসীম শক্তিবলে মৎস্যরাজের কাছে এনে অভিযুক্ত কর—জহ্লাদ দিয়ে তার শিরশ্ছেদ কর, তারপর তোমার অবসর ! নইলে আমিও দৃঢ়সঙ্কল্প, তোমায় অবসর গ্রহণ করতে দেবো না।

কীচক। হ্যাঁ, আজ এ শাসন-চক্ষু দেখাতে পার, আশ্রিত কর্ম্মচারীর উপর এ দাবী অন্যায় নয়। আমার অনেক অত্যাচার, অনেক অন্যায় প্রভুত্ব সহ্য ক'রে এসেছ, আজ তার প্রতিফলে বিপরীত কর্ম্মের মাঝখানে এসে দাঁড়াবো, তাতে আর আশ্চর্য্য কি !

সুদেষ্ণা। কীচক ! তুমি তো আমার শত্রু নও ! আমার সহোদর তুমি, তোমার কষ্ট কি আমার কষ্ট নয় ? তোমার দুর্নাম কি আমার দুর্নাম নয় ? তোমার মুখোজ্জ্বল কি আমার মুখোজ্জ্বল নয় ? আজ ধর্ম্মের

মুখ চেয়ে, আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের মুখ চেয়ে, তোমার ভগ্নীর মুখ চেয়ে, তোমার অসীম শক্তি জাগিয়ে তুলে, তোমারই শিক্ষিত বাহিনী নিয়ে সুশর্ম্মাকে শিক্ষা দান করবে না?

কীচক। ধীরে ভগ্নী ধীরে! আবার ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি, আবার দুর্ম্মদ দৈত্য আমার স্কন্ধে কর্ম্মের সম্ভার চাপিয়ে দিচ্ছে। আবার নরকের বিভীষিকা দেখ্‌ছি, আবার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিরঞ্জনে শক্তি-সামর্থ্য জেগে উঠ্‌ছে, আবার পশুত্বের জঘন্য বাতাসে নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! ভগ্নী, আবার আমায় কীচক সাজাবে?

সুদেষ্ণা। হাঁ, সাজাবো! যতদিন ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর সুশর্ম্মার ছিন্নমুণ্ড এনে মৎস্যরাজ্যের সিংহাসনতলায় ফেলে দিয়ে মৎস্যরাজকে বিপন্মুক্ত কর্‌তে না পার্‌বে, ততদিন তুমি কীচক।

কীচক। ভেবে দেখ ভগ্নী, একটা পরিবর্ত্তন-যুগের উজ্জ্বল পথ থেকে একটা অভিশপ্ত জীবনকে টেনে নিয়ে জঘন্য বৈষম্যের পথে ফেলে দিচ্ছ!

সুদেষ্ণা। সেই বৈষম্য-পথেই তোমার মোক্ষলাভের পথ—কর্ত্তব্যের সোপান।

কীচক। ভেবে দেখ, তোমার সহোদরের হাতে বিষের বাটী তুলে দিচ্ছ—

সুদেষ্ণা। বিষ নয়—এ তোমার অমৃতভাণ্ড!

কীচক। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌ছ—

সুদেষ্ণা। অগ্নিকুণ্ড নয়, তোমার মুক্তিস্নানের সন্তাপহারিণী মন্দাকিনী!

কীচক। আমি দেখ্‌ছি নরক।

সুদেষ্ণা। আমি দেখ্‌ছি সুখময় শান্তিময় স্বর্গ।

কীচক। স্বর্গ? তবে দাও ভগ্নী আমার প্রত্যর্পিত তরবারি।

[তরবারি গ্রহণ] আবার কীচক-মূর্ত্তিতে আমি সোল্লাসে তরবারি ধারণ করলুম। যাও—নিশ্চিন্ত তুমি!

সুদেষ্ণা। নিশ্চিন্ত শুধু আমি নই কীচক! নিশ্চিন্ত বিরাটরাজও। আমি শান্তিময়প্রাণে তোমার সাধুবাদ দান করছি।

[প্রস্থান।

কীচক। কীচক! মুক্তি নেই—মুক্তি নেই! পরান্নভোজী, পরাশ্রিত তুই, মুক্তি কোথা? দাসত্ব করতে জন্ম তোর, বৈষম্যের ভাণ্ডার নিয়ে খেলা কর, স্বর্গের সোপানে কাঁটা দিয়ে নরক পরিপূর্ণ করবি চল। ওরে বৈষম্য, ওরে উপাদান, চল্—স্বর্গপথের পথপ্রদর্শকের উচ্চ শির দ্বিখণ্ডিত ক'রে মাটীতে ফেলে দিই! কীচক! আবার কীচক সাজ; সখারাম! তোমারও মুক্তি নেই! ডাক—মদিরাকে ডাক, মদিরা চাই—পতিত কীচকের উঠে দাঁড়াবার মদিরা চাই! ডাক—ডাক—

সখারাম। আজ্ঞে আপনাকে দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়্‌লো। হাতীর খুব বড় শরীর ব'লেই বোধ হয় তার চোখ দু'টো অত ছোট; যদি শরীরের অনুপাতে চোখ হ'তো, তা হ'লে যে কি কেলেঙ্কারী হ'তো, আজ্ঞে তা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটা ঘেঁটেঘুঁটে ছর্‌কুটে ফেল্‌লেও তার কুলকিনারা হ'তো না আজ্ঞে! ওঃ—হাতী রে, তোর বরাতটা একবার খতিয়ে দেখ্‌লি নি? এমন জন্ম নাই জন্মাতিস্! তোর বেয়াড়া জন্মটা ভগবানকে ফেরৎ দিয়ে দেহ আর চোখে খাপ খায়, এমন জন্ম জন্মাস্—নইলে তোর গলায় দড়ি!

কীচক। সখারাম! মদিরা—

সখারাম। আজ্ঞে এই যে—এই ডেকে দিই।

[প্রস্থান।

কীচক। মানুষ যখন নিম্ন স্তরে নেমে যায়, তখন এমনি ক'রেই

নামে। বিলাসিতাই আমার সর্ব্বনাশ করেছে, সে বিলাসের একমাত্র উপাদান নারী আর সুরা! যখন আবার নামতে চলেছি, তখন সুরা ছাড়ি কেন? নারীর রূপ-সুধা ফেলে দিই কেন? সুরা চাই—আর চাই তেজস্বিনী সৈরিন্ধ্রীকে; তার অসীম তেজে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাই, তাতে আমার মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। মদিরা! কৈ—মদিরা কৈ?

পানপাত্রহস্তে কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। এই যে মদিরা, ওষ্ঠাধরে স্থান দিন—[পাত্র দিল]

কীচক। দাও লো সুন্দরী, করি সুরাপান!
অধোগতি চরম সোপানে
মহানন্দে হবো যাহে উপনীত।
এসো সুরা মোহিনী মদিরা—
আদরে এ ওষ্ঠাধরে স্থান দিব তোমা!
ওগো সুরা কুহকিনী,
জ্ঞানবিনাশিনী, নরের নরত্বহারিণী!
অলক্ষ্মী-সঙ্গিনী তুই—
দুর্ম্মতি জনক তোর!
যশঃ-মান খ্যাতি গৌরব প্রতিভা বিপুল
বুদ্ধি চৈতন্য বিবেক
তিলেক না রহে পরশনে,
ত্রিভুবনে ভীষণ প্রভাব তোর!
আদর্শচরিত সর্ব্বভূত-হিতরত
ধর্ম্মব্রত মহাসাধুগণ
পায় যদি তব পরশন,

জঘন্য ক্রিয়ার বশীভূত হ'য়ে
ধরে পাপ কদাচার—
সম্বন্ধ-বিচারশূন্য কামান্ধ হইয়ে
পশুর অধম অজবৃত্তি ধরে,
হেন কুৎসিৎ অভিনয় তোর লো মদিরা!
হয় হোক্ অদৃষ্টে যা আছে,
ইহলোক পরলোক যাক্ সমুদায়—
আয় রে মদিরা!
পুনঃ আমি ওষ্ঠাধরে স্থান দিব তোরে—[পান]
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নাট্যশালা।

দ্রৌপদী ও ভীম।

ভীম। কে—এসেছে?

দ্রৌপদী। এখন নয়—ঠিক তৃতীয় প্রহরে; এই কক্ষে আস্‌বে, তুমি গুপ্ত স্থান বেছে নাও।

ভীম। শিকারের সঙ্গে খেলা না ক'রে শিকার ধর্‌লে আনন্দ হয় না; উন্মত্ত কীচককে নিয়ে আজ একটু খেলা কর্‌বার মনস্থ করেছি। সূপকার বল্লভবেশে নয়—হীনদৃষ্টি কীচকের সম্মুখে নারীবেশে দাঁড়িয়ে

সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচয় দেবো ; প্রেম-কথা ক'য়ে তার নারকীয় প্রেম আরো জাগিয়ে তুল্‌বো, তারপর ইচ্ছমত বধ কর্‌বো !

দ্রৌপদী। বিলম্ব ক'রো না ; আমি কীচককে ব'লে এসেছি—তার বিলাস-কক্ষের গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত কর্‌বো। তুমি প্রস্তুত থাক ; আমি নাট্যশালায় এসেছি, গবাক্ষপথ দিয়ে কীচককে জানিয়ে আসি !

[প্রস্থান।

ভীম। কোথা শান্তি—কোথা হৃদয়ের তৃপ্তি
বধি এক প্রাণী কীচকের প্রাণ ?
তৃপ্তি হ'তো বধিতাম সহস্র কীচকে যদি !
কীচক ! এইবার বুঝিব তোমারে—
রাজপত্নী দ্রৌপদীর করিয়াছ অপমান !
পত্নী অপমানে পরমাদ গণে স্বামী—
অন্যথা কি তায় !
জয়দ্রথ-ভয় হ'তে রাখিনু পত্নীরে,
জটাসুর বিনাশিয়ে করেছিনু প্রতিকার,
হবে না উদ্ধার পত্নীর আমার
কীচকের ভয় হ'তে ?
দেহ বিধি শত হস্তীবল,
নখায়ুধে দেহ অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা,
মত্ততা আমার জাগাও হৃদয়ে—
যে উপায়ে কীচকে দণ্ডিতে পারি !
থাকি অন্তরালে, সাজি নারীবেশে
খেলিব ক্ষণেক প্রেমলীলা-খেলা।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী ও কীচকের প্রবেশ।

দ্রৌপদী। বিধির নির্ব্বন্ধ কে করে খণ্ডন ?
পূরাইব আশা তব!
তাই নিশীথে নিভৃতে ফুল্লচিতে
নাট্যশালে রচিনু ফুলের শয্যা!

কীচক। সৌভাগ্য সৈরিন্ধ্রী তব!
ভেবেছিনু ত্যজিব তোমারে—
সৈরিন্ধ্রিলাভ ভাগ্যে আছে মম,
তাই ভগ্নী মম ভাগ্য মোর দিল পুনঃ গড়ি,—
ভালমতে সাজাইল কীচক আমারে!
বিকৃত মস্তিষ্ক হেতু
করেছিনু প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
মুক্তি দিব তোমা;
আজি জাগে বাসনা প্রবল,
নারী-রত্ন—প্রেম-যাচ্ঞা করে যেবা,
ত্যজিতে না উচিত তারে!
রহ সুখে পত্নীত্বে বরিয়া মোরে।
অনুমানি, বুঝিয়াছ কীচক-শকতি।
মনে পড়ে, গেলে যবে রাজসভাতলে,
রাজ-বিদ্যমানে প্রহারিনু পায়,
কি করিল বিরাট নৃপতি ?
ভুঞ্জে নরপতি মম বাহুবলে—
কোথা শক্তি আমারে দলিতে তার?

দ্রৌপদী। ভুল যত পূর্ব্বের কাহিনী।
গুণমণি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব হইতে
গোপনে রহিতে সাধ,—
দ্বার রুদ্ধ করি এখনি আসিব ফিরে।

[প্রস্থান।

কীচকী। যোগ্য নারী পতি চিনে তার!
কি অলীক বিকারে ছিনু মত্ত আমি,
হেন রত্ন তেয়াগিয়া
যেতেছিনু বল্কল করিয়া সার
গহন কান্তারে! ধন্য ভগ্নী,
সৌভাগ্য আমার পুনঃ দিলে গড়ি!
কে—সৈরিন্ধ্রী?

নারীবেশে ভীমের প্রবেশ।

কীচক। গন্ধর্ব্ব হইতে নিরাপদ হ'লে তো ভামিনী?
আহা, কিবা মোহিনী মূরতি
আজ ধরিয়াছ প্রিয়ে,
স্বরে তব হরে প্রাণ মন!
এস লো সুন্দরী—এসো কাছে,
রূপে গুণে আমি পুরুষ রতন—
তাই নারীগণ মম প্রেম করে আকিঞ্চন!
ভাগ্যবতী তুমি গুণবতী,
তাই পতি আমি তব!

ভীম। সত্য ভাগ্যবতী আমি,
তাই স্বামী তুমি মম!
আজি হ'তে গন্ধর্ব্বে ত্যজিয়া,
তোমারে ভজিব স্বামী।
কিন্তু তাপ জ্বালা জাগে মনে,
রাজসভামাঝে মারিলে চরণে;
বজ্রসম চরণপ্রহার—
কোমল শরীর মম,
বেদনায় প্রাণ তায় হতেছে বাহির!
বল, হেন দুঃখ কেমনে সহিব?
তুমিও বা কেমনে সহিবে?

কীচক। অয়ি ক্ষমাময়ি! ক্ষম মম দোষ—
ত্যজ দুঃখ রোষ; না কর রোদন,
করহ বরণ মোরে প্রসন্ন হইয়ে!
পদাঘাতে ব্যথিতা কাতরা যদি,
সেই মত মোরে কর পদাঘাত—
পদতলে রাখিনু মস্তক!

ভীম। ছিঃ-ছিঃ, পদাঘাতে লব প্রতিশোধ,
হেন রীতি নারীর না হয়!

কীচক। নাহি ভয়—নাহি চিন্তা;
পদাঘাত ফুলশর সম
বিঁধিবে মরমে মোর!
পরে প্রেম দিব—প্রেম নিয়ে তব ঠাঁই,
ভুলে যাবো দোঁহে ব্যথা-কাতরতা!

পদাঘাতে রুষিবে না তুমি ?
ভয় হয়, পাছে ব্যথা পাও বুকে।

কীচক। না—না সুন্দরী !
পদাঘাতে ব্যথা যাবে দূরে।
তব পদাঘাতে মরি যদি,
সেও ভাল—সে মরণে শত তৃপ্তি রাজে !
দিয়েছিনু তিন পদাঘাত—
সেই মত দেহ বারত্রয় !

ভীম। ধর তবে প্রথম আঘাত— পদাঘাত]

কীচক। আহা প্রাণময়ী, ফুলশর—ফুলশর !

ভীম। এই ধর দ্বিতীয় আঘাত—[পদাঘাত]

কীচক। আহা, মিটে যেন চুম্বন-লালসা—

ভীম। এই ধর তৃতীয় আঘাত—[পদাঘাত]

কীচক। আঃ—বিলাস তৃপ্তি অলস করিল মোরে।
আশা তব মিটিয়াছে প্রিয়ে ?
এইবার দিয়ে ছাই গন্ধর্ব্বের মুখে,
এস মম বাহুর বন্ধনে,—
গন্ধর্ব্বচালনে আর কভু রুষ্ট না হইবে ?

ভীম। [ছদ্মবেশ উন্মোচনপূর্ব্বক] আরে মূর্খ !
গন্ধর্ব্বচালনে হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক
মরিল যেমতি, সৈরিন্ধ্রী-পীড়নে
সেই মত বধি আয় তোরে !
নারী-কেশ ধরি আয়ু ক্ষীণ তোর,
তিন পদাঘাতে বলহীন এবে তুই !

দেখ্ রে পতিত, গন্ধর্ব্ব উপনীত আজি,
আসিয়াছে সৈরিন্ধ্রী-অপমানকারী
কীচকে বধিতে !

কীচক। আরে রে গন্ধর্ব্ব ! কীচকে বধিবি ?
ছদ্মবেশে প্রতারিলি কীচক দুর্জ্জনে,
আজি মুষ্টাঘাতে বধি তোরে
রক্তপানে তৃষা মিটাইব !

ভীম। রক্তে তোর মম তৃষা নিবারিব আজি।
দুরাচার দুর্ম্মতি দুর্জ্জন !
যে মুখে সৈরিন্ধ্রীরে কহিলি কুবাক্য,
যেই হস্তে ধরেছিলি কেশ তার,
যে নয়নে পাপ চক্ষে দেখিলি তাহারে,
যেই পদে পদাঘাত দিলি সৈরিন্ধ্রীরে,
সর্ব্ব অঙ্গ সেই চূর্ণ চূর্ণ করি
যুগ্ম আঁখ উৎপাটিব আজি !
দেখ্ কিবা শাস্তি নারী-অপমানে—
কিবা দণ্ড গন্ধর্ব্বচালনে।

কীচক। কীচক না ডরে
উপপতি সৈরিন্ধ্রীর কামুক তস্করে।
আয়—দ্বৈরথ সমরে
দেখ্ আজি প্রভাব আমার !

ভীম। রণ-বাঞ্ছা জাগে হৃদে, আয় রে লম্পট !
রণ-সাধ মিটাইব তোর !

[দ্বৈরত সমররত ভীম ও কীচকের প্রস্থান।

দ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ।

দ্রৌপদী। মরিল—মরিল কীচক !
উনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ ধরিয়াছে ভীম,
কতক্ষণ পাপী সংগ্রামে রহিবে স্থির !
ওই পুনঃ অগ্নিবৎ জ্বলে ভীমসেন,
কীচকে ফেলিল—
বক্ষ তার আসন করিল,—
সিংহ যেন সবলে ধরিল মদমত্ত মৃগে।
আরে আরে দুরাচার দুর্ম্মতি কীচক !
দেখ্—কিবা তোর গতি !
দাঁড়া—দাঁড়া, বজ্র-পদাঘাতে
দন্তপাটী ভাঙ্গি দিব তোর,
হস্ত পদ শির চূর্ণ করি দিব সব !

রক্তাক্তহস্তে ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। পাঞ্চালী—পাঞ্চালী ! মরেছে কীচক !
বজ্রমুষ্টি বজ্র-পদাঘাতে ফেলেছি ভূতলে,
জিহ্বা তার লয়েছি ছিঁড়িয়া !
যেই চক্ষে তোমারে হেরিল,
দেখ সেই চক্ষুরক্ত দুই হস্তে মম !
নাহি তার হস্ত পদ—
সর্ব্ব অঙ্গ একস্থানে ল'য়ে
মাংসপিণ্ডে করিয়াছি কুষ্মাণ্ড-আকার।

অগ্নি জ্বালি দেবে এসো সতী—
তব অপমানে কীচকের কেমন দুর্গতি !
কহ লো সৈরিন্ধ্রী,
তৃপ্ত তুমি কীচকনিধনে ?
হইয়াছে যোগ্য প্রতিশোধ ?
বল—হইয়াছে প্রতিজ্ঞাপূরণ মম ?

দ্রৌপদী । হে মধ্যম ! পূর্ণ যজ্ঞ—পূর্ণ মনো-আশা !
এসো ত্বরা, রক্তচিহ্ন ধৌত করি
সুগন্ধি চন্দন লেপি
শয়নে শয়ন করি,
যুদ্ধ-শ্রান্তি কর দূরীভূত !
ধন্য—ধন্য তুমি বীর বৃকোদর—
রাখিলে পত্নীর মান অরাতি বধিয়ে ।

ভীম । আমি ? আমি বধি নাই সতী !
কৃষ্ণ গতি, কৃষ্ণ মুক্তি,
কৃষ্ণ শক্তি করিয়া সহায়,
রাখিয়াছি কৃষ্ণার মর্য্যাদা ।
নিশা-অবসানে করিও প্রচার—
গন্ধর্ব্ব বধিল তারে তব অপমান হেতু !

দ্রৌপদী । এখনি জানাবো—
গন্ধর্ব্ব বধিল কীচক দুর্জ্জনে ;
এসো ত্বরা রন্ধনশালায় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

শূন্যপথ।

অভিশাপ কীচককে লইয়া উপস্থিত হইলেন ;
দূরে ত্বষ্টামুনিবেশী অভিরামের প্রবেশ।

অভিশাপ। প্রভু! অভিশাপের কার্য্য শেষ। আপনার সৃজিত মহাবল বিরাট নগরের কীচককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে এসেছি।

অভিরাম। বৎস! আমি তোমায় সৃষ্টি করেছিলাম ; কালচক্রে সংসারে গিয়ে দেবহস্তে নিহত তুমি। আমার শক্তি—আমারই শান্তি-বারির প্রভাবে আমারই দেহে বিলীন হোক্ ; তুমি মুক্ত!

গীতকণ্ঠে সিদ্ধপুরুষগণের প্রবেশ।

সিদ্ধপুরুষগণ।—

গীত।

আজি শান্তি মহা শান্তি দুঃখ-ক্লান্তি হ'লো শান্তি।
এলো তৃপ্তি হ'লো মুক্তি পেয়ে দীপ্তি গেল ভ্রান্তি॥
সৃষ্টি মিশিল স্রষ্টা-অঙ্গে, ইষ্ট জাগিল প্রলয় সঙ্গে,
ছাড়ি মর্ত্ত্য চল স্বর্গ যাবে ক্লান্তি শ্রম-শ্রান্তি॥

যবনিকা।

সম্পূর্ণ।

"শতাশ্বমেধ"—ছবির নমুনা।



সুনন্দা। নাও সম্রাট! প্রজাপত্নীর ক্ষুদ্র উপঢৌকন গ্রহণ কর।

এই ভাবের অনেকগুলি সুন্দর ফটোচিত্র আছে। মূল্য ১।০ টাকা।

"পূজনীয়া"—ছবির নমুনা।



মানসী। এই ছুরি আমি আমার নিজের বুকে বসিয়ে দোবো।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

কালচক্র শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। প্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, সৌদাসের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ প্রভৃতি আছে। ৫ খানি চিত্রশোভিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

পৃথিবী উক্ত ভোলানাথ বাবুর কৃত। "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ষড়যন্ত্র, পৃথিবীবক্ষে বেণের অবাধ স্বেচ্ছাচার, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, অচলেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বেণের বিরুদ্ধে অভিযান, পৃথু ও অর্চ্চির উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীথা, প্রাণময়ী, চিন্তারাম, যোগময়, অঙ্গিরা প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

পঞ্চনদ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নেয়ামৎ, নীলিমা, ইব্রাহিম, কামবক্সকে মনে আছে তো? মূল্য ১॥০ টাকা।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় কৃত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের পরাজয়, শিখিধ্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।

অতিকায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের অভিনয়। তরণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকায়ের রামভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, সীতার কাতরোক্তি, অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। নিতাই-অপেরা ও ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত। মণিপুর-সেনাপতি চণ্ডসিংহের ভীষণ চক্রান্ত, অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ ও লাঞ্ছনা, পিতা-পুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, মণিস্পর্শে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ, শোভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

মাল্যবান শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব-রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেবগণের পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসুদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি। সহজে অভিনয় উপযোগী। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীবৎসচিন্তা সুকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্ত্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। সেই শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। প্রত্যেক গানই মর্ম্মস্পর্শী। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের পুস্তক ও নাটক

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

কালচক্র ৷৷০
পৃথিবী ১৷৷০
আদিশূর ৷৷০
বিজয়া-বলি ১৷০
ধনুর্ভঙ্গ ৷০
দাক্ষিণাত্য ১৷৷০
নরকাসুর ৷৷০
জাহ্নবী ।০
পুরঞ্জন ১৷০
ছিন্ন-কমল ।০
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ।০

শ্রীপঞ্চকড়ি চট্টোপাধ্যায়

কোহিনূর ১৷
বাঁধবন্ধন ৷৷০
প্রেমাঙ্কুর
নিয়তির অঙ্কুর ৷৷

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণা ৷৷৶

শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতজননী ১৷৷
জীবন-সঙ্গিনী ১৷৷০

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

অশ্বমেধ ১৷০
সমুদ্র-মন্থন ১৷০
চিত্রাঙ্গদা ১০
দময়ন্তী ১৷
মন্দাকিনী ১৷০

শ্রীঅবতারণ চট্টোপাধ্যায়

কুমার-কীর্তি ১৷০

শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন

মহামায়া ১
উষা-অনিরুদ্ধ ১০

শ্রীঅক্ষয়চরণ দত্ত

মালাবদল ।।

শ্রীরাখহরি কাব্যবিশারদ

বাসবদত্তা ১৷৷০

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উর্বশী ১৷০

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

স্বর্ণলঙ্কা ১

যন্ত্রস্থ প্রকাশ।

প্রেমের খেলা
বজ্রবরণ ১০

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

পূজারী ২৷
বাসুদেব ১৷
মায়ামুকুর ১৷৷
ভাগ্যলক্ষ্মী ১৷৷
পাষাণী ১৷
কর্ণ ২৷৷
দেবকী ১৷৷
সম্ভব ১৷
দুর্জনের শিক্ষা ১৷

পণ্ডিত শ্রীবামন দাস

ভোলানাথ ১৷
ধর্মের জয় ১৷

শ্রীভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়

রত্নাকর ১৷
ঝাঁসীর রানী ১৷৷
জনমেজয় ৷৷

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক

প্রাণাধিক ১৷৷
অর্জুনবধ ১৷৷

শ্রীযোগেশচন্দ্র দে

পতিভক্তি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকানাইলাল শীল।

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা।